সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ণমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধের কার্যকারিতা যাচাই

গবেষণা চূড়ান্ত প্রতিবেদন

বরাবরঃ

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সচিব (যুগ্ম সচিব)

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০।

প্রধান গবেষকঃ

প্রফেসর ড. মো. উমর ফারুক

গবেষক

ও

চেয়ারম্যান

ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

টাঙ্গাইল-১৯০২।

মোবাইল নাম্বার: ০১৭১২-৯৫৫৬৯০

ইমেইল: ru_faruk@yahoo.com

৩০ এপ্রিল ২০২৩

গবেষণার কার্যক্রমে সহায়ক ব্যক্তিবর্গ

গবেষকদের নাম	**গবেষকদের পদবী**
ড. মুহাম্মদ উমর ফারুক	প্রধান গবেষক
ড. মো: ইসতিয়াক আহমেদ তালুকদার	সহযোগী প্রধান গবেষক
মাহমুদা আক্তার	সহযোগী গবেষক
কাজী আমিনুল হাসান	গবেষণা সমন্বয়কারী
সাদিয়া আফরিন	গবেষণা সহকারী
আসমা আক্তার	গবেষণা সহকারী
মো: ওমর ফারুক	কোয়ালিটি কন্ট্রোল কর্মকর্তা
নাসিফ সাদকি	তথ্য সংগ্রহকারী

গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

এই গবেষণার মুল উদ্দেশ্য ছিল কারাগারে বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণসমূহ আসামীদের সামাজিক পুনর্বাসনে এবং তাদের পুনঃঅপরাধের হার হ্রাস করণে এর কার্যকারিতার স্বরুপ অনুসন্ধান করা। গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে প্রতীয়মান দৃশ্যপট এর গুরুত্বপুর্ণ চিত্র তুলে ধরা হলো।

কারাগারে বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসুচির প্রকৃতি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আসামীদের অভিমত

গবেষণায় সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের তথ্য অনুযায়ী কারাগারে উল্লেখযোগ্যহারে আসামীদের হস্তশিল্প, মৎস্য চাষ, ধর্মীয় শিক্ষা, বাগানের কাজ, কাঠমিস্ত্রির কাজ, গবাদি পশুপালন, সেলাই মেশিন ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী মেরামত বিষয়ক প্রশিক্ষণ বেশি প্রদান করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৮% উত্তরদাতা শুধুমাত্র কারিগরি প্রশিক্ষণসমূহ গ্রহণ করে থাকলেও এর পাশাপাশি তত্ত্বগত প্রশিক্ষণসমূহ যেমন মনস্তাত্বিক উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে মাত্র ১৬%। যদিও উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক ৩৮% সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণসমূহ কে বেশি কার্যকরি মনে করেন। কেননা তারা মনে করেন সনাজে পুনরায় প্রত্যাবর্তন একটা মনস্তিক যুদ্ধ যেখানে তত্ত্বীয় প্রশিক্ষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। উদ্দ্যেকজনকহারে ৫১.৫% মহিলা উত্তরদাতা সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণসমূহের কোন ভুমিকা নেই বলে মনে করেন, একইভাবে প্রায় ৩৭.৪% পুরুষ উত্তরদাতাও একই অভিমত প্রদান করেছেন। পাশাপাশি ৪২% উত্তরদাতা পুনঃঅপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীদের প্রদান করা প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব বলে মনে করেন। যা কর্তৃপক্ষকে প্রশিক্ষণ বিষয়ে নতুনকরে ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করে।

প্রশিক্ষণ কর্মসুচি সন্তুষ্টজনক করণে প্রশিক্ষকের প্রভাব

মুখ্যতথ্যদাতা (কে আই আই ২) অভিমত প্রদান করেন যে- একজন দক্ষ প্রশিক্ষক অবশ্যই একজন দক্ষ কর্মী গঠন করতে পারে। প্রশিক্ষণ প্রদানকালে প্রশিক্ষকদের আচরণ বিষয়ক মতামত এর ক্ষেত্রে ৫২% উত্তরদাতা ভালো অভিব্যাক্তি প্রকাশ করলেও অন্যদিকে ৮% তাদের তিক্ত অভিজ্ঞহতার কথা বলেছেন যা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। প্রশিক্ষকের আচরণের তথা প্রশিক্ষণ প্রদান এর সামগ্রিক কৌশল এর উপর ভিত্তি করে ৫৫.৩% উত্তরদাতা সন্তুষ্টী প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে, ৬.১% উত্তরদাতা তাদের অসন্তুষ্টির কথাও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ প্রশিক্ষক এর আচরণ প্রশিক্ষণ বিষয়ক সন্তুষ্টিতে প্রভাব ফেলে। একইভাবে, গবেষনার পরিসংখানগত মেথড (logistic regression analysis) এর মাধ্যমে যানা যায় যে,

প্রশিক্ষকের আচরণ এর এক একক ভালো হলে প্রশিক্ষানার্থীদের সন্তুষ্টির ০.৪৯৬ একক বৃদ্ধি পায়। কে আই আই-৭ এর তথ্যমতে, নামমাত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করে প্রশিক্ষকের যথাযথ সম্মানী ও সুযোগসুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসুচি আরও বেশি কার্যকর ও প্রায়োগিক করা যেতে পারে।

সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণের কার্যকর ভুমিকা

কারাগারে আসামীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আসামীদের পুনরায় অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করা। এ লক্ষ্যে ৪০% উতরদাতা বলেছেন কারাগারে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় একইসাথে, ২৮% উত্তরদাতা বলেছেন মাঝেমাঝে সামাজিক ও ধর্মীয় মুল্যবোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যদিও তাদের এই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির হার খুবই নগণ্য মাত্র ৪%। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৪২.৯% হত্যা মামলার আসামী পুনরায় অপরাধের সাথে যুক্ত হয়েছেন। একইভাবে উল্লেখযোগ্যহারে শিশু নির্যাতন, নারী নির্যাতন এবং মাদক মামলার আসামী যথাক্রমে ২৫%, ১৫.৪%, এবং ২৩.৫% পুনঃঅপরাধের সাথে যুক্ত হয়েছে। যা প্রশিক্ষণ কর্মসুচির ব্যপক প্রয়োজনীয়তাকে দিকনির্দেশ করে। কেননা, (logistic regression analysis) এর মাধ্যমে যানা যায় যে, যারা কারাগার থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের পুনঃঅপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা যারা প্রশিক্ষণ পাননি তাদের থেকে ০.৬৪৩ গুন কম। একইভাবে, যারা বেশিসময় কারাভোগ করেছে তাদের পুনঃঅপরাধের সাথে যুক্ত হওয়ার হার যারা স্বল্প সময় কারাভোগ করেছে তাদের থেকে ০.০৬১ গুণ কম। এই তথ্যসমুহ আসামীদের প্রশিক্ষণ এর যথার্থ প্রয়জনীয়তা প্রকাশ করে। তাই সবার পশিক্ষন নিশ্চিত করতে হবে। কেননা, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায়, ১২% কোন প্রশিক্ষণই গ্রহণ করেনি।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আসামীদের সামাজিক পুনর্বাসনে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা

সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ধনাত্বক প্রভাব বা কার্যকারিতা যাচাইয়ে অনাকাংশেই বিরুপ চিত্র উঠে এসেছে। যেমন, মাদক মামলার ক্ষেত্রে প্রায় ৫২.২% আসামী মনে করেন কন প্রভাব ফেলতে পারে না, অন্যদিকে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রেও প্রায় ৪২% মনে করেন যে কোন প্রভব নেই। একইভাবে বন উজার করা মামলার আসামীরাও প্রায় ৪৩% মনে করেন প্রশিক্ষণের প্রভব ক্ষীণ। তবে, জালিয়াতি মামলায় গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের মধ্যে ৭৫% বলেছেন আত্ববিশ্বাস ফিরে পাবার কথা। অর্থাৎ ক্ষেত্র বেধে প্রশিক্ষণ কর্মসুচির প্রভাব ভিন্নতর হয়। অন্যদিকে, কারিগরি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রায় ২২% কার্যকর বা ভালো ভুমিকা বললেও ৩৮.৫% আবার বলেছেন কারিগরি প্রশিক্ষণের কোন ভুমিকা নেই । একইভাবে, তাত্বিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০% ভুমিকার কথা স্বীকার করলেও বাকি ৫০% বলেছেন কোন ভুমিকা না থাকার কথা। পাশাপাশি কারিগরি এবং তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যেও প্রায় ২৮% বলেছেন কোন ভুমিকা নেই। এই

তথ্যচিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রহিক্ষনকে আও বশি অর্থবহ ও কার্যকর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সামাজিক পুনর্বাসনে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সমস্যা

সাজাভোগের পর আসামীদের সমাজে পুনরায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জে এ পরিণত হয়। যার ফলশ্রুতিতে সমাজে নানামুখী সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই সমাজে হীনমন্যতা বোধ করা, প্রতিবেশীদের দ্বারা অবহেলার স্বীকার হওয়া, আত্বীয়সজন দ্বারা অবহেলার স্বীকার হওয়া, পরিবারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হওয়া,পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে বিরূপ সম্পর্ক তৈরি হওয়া, পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে বাঁধা প্রাপ্ত হওয়া সহ নানামুখী সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) এর মাধ্যমে জানা যায় যে, এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে প্রতিবেশীদের দ্বারা অবহেলার স্বীকার হওয়া সমস্যাটি যার কমিউনালিটিস মান .৮৫২ অর্থাৎ ভেদাঙ্কের ফ্যাক্টরগুলির মধ্যে উক্ত ধারণাটি ৮৫% প্রভাবিত করে। এই ধরনের সামাজিক সমস্যা সমাধানে গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা যাচাইয়ে জানা যায় ২৫% উত্তরদাতা ভালো ফল পেলেও প্রায় ৪১% উত্তরদাতা মনে করেন প্রশিক্ষণের কোন ভুমিকা নেই। আর এই ভুমিকা না থাকার কারনেই আসামীরা পুনরায় অপরাধের সাথে যুক্ত হয় কেননা ২৪% উত্তরদাতা পুনঃঅপাধের কারন হিসেবে সামাজিক কারণকেই দায়ী করেন। তাই এ সমস্যা নিরসনে সামাজিক মুল্যবোধ, ধর্মীয় শিক্ষা এবং মনস্তাত্বিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণকেই উত্তরদাতারা বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন যার সংখ্যা প্রায় ৪২%।

আসামী কর্তৃক অধিকতর পছন্দের প্রশিক্ষণসমুহের ধরণ

আসামীদের মধ্যে বেশির ভাগেরই ধারণা সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠা পেতে আর্থিক সংস্থান থাকলেই চলবে, মনস্তাত্বিক বিষয়টি তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপায় (এর কারন হিসেবে তাদের শিক্ষার অভাবকেই বিবেচনা করা হয়) যদিও তারা এর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তারা ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দিলেও সামগ্রিকভাবে কারিগরিকে বেশি সহজ ও কার্যকরি মনে করেন। ফলে, ৫৪% আসামীরা চায় কারিগরি প্রশিক্ষণ নিতে। অন্যদিকে, ১৪% ইচ্ছুক কারিগরি ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রশিক্ষণ, ৪% ধর্মীয় শিক্ষা, ৪% ব্যবসা শিক্ষা এবং ২% গনশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিতে। অবশ্য আসামীদের ইচ্ছা নির্ভর করে তাদের স্ব স্ব প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে। যেমন, যেই অপরাধী শিক্ষিত সে শুধুমাত্র মনস্তাত্বিক বিষয়কে বেশি প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে যে মোটামুটি পড়তে যানে ভালো টাকা পয়সাও আছে সে চায় ব্যবসা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পেতে। তাই এই তথ্যানুযায়ী কর্তৃপক্ষকে ক্ষেত্র বিশেষে আলদা আলদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই শ্রেয় হবে।

আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে করণীয়

আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এর কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধিতে করণীয় জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৪.৭% মনে করেন কারাগারে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে। অন্যদিকে একটা বড় অংশ প্রায় ২২% মনে করেন প্রশিক্ষণ পেতে ঘুষ প্রদান এর মত অসুস্থ সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। কেননা প্রশিক্ষণ প্রদানে আসামীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন প্রায় ১২% উত্তরদাতা এবং ৫.৪% বলেছেন প্রশিক্ষনে অবশ্যই সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি ১৭.৩% উত্তরদাতা মনে করেন প্রশিক্ষণ প্রদানে সঠিক পাঠদান কর্মসুচির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। প্রশিক্ষকদের আচরণ আরো ভালো করতে হবে বলেছেন প্রায় ৮% উত্তরদাতা এবং প্রায় ৬% বলেছেন প্রশিক্ষকগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা। প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল বাড়ানোর ব্যাপারেও জোরদার করেছেন প্রায় ১০% উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাড়ানোর পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্যতম ভুমিকা পলন করে বলে মনে করে। এই গবেষণা থেকে নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করা হয়েছেঃ

অপরাধ-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা, মুক্তির পরে সমর্থন ব্যবস্থা, ক্রিমিনাল প্রোফাইলিং এবং ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ, রিসিডিভিস্ট অপরাধীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, পুনরাবৃত্ত অপরাধীদের সনাক্তকরণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, সমাজে একটি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা, কার্যকর যোগাযোগ, নির্দিষ্ট ব্যবধানে সীমানা নির্ধারণ, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করা, ইন্টিগ্রেটেড কোর এবং মনিটরিং সিস্টেম।

সামগ্রিক আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কর্মসুচির মান যাচাইয়ে এক কথায় ভালো বা খারাপ বলার সুযোগ নেই। কেননা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী ধনাত্বক পরিবর্তন আপেক্ষিক বিষয় যা প্রশিক্ষনার্থী থেকে প্রশিক্ষনার্থী ভিন্ন হয়। তবে প্রশিক্ষণ কর্মসুচির মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণে নানবিধ অসংতি বিবেচনায় নিয়ে সমষ্টিগত পদক্ষেপ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সূচিপত্র

গবেষণার কার্যক্রমে সহায়ক ব্যক্তিবর্গ ii

গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ iii

সূচিপত্র vii

টেবিলের তালিকা xii

লেখচিত্রের তালিকা xiv

১। গবেষণার ভূমিকা ও পটভূমি 1

১.১ গবেষণার ধারণা 1

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 2

১.৩ গবেষণার পরিধি 3

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা 3

১.৫ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো 4

১.৬ কাঠামোগত ধারণা 8

২। গবেষণা পদ্ধতি 10

২.১ গবেষণার পদ্ধতি 10

২.২ গবেষণার ধরণ 12

২.৩ গবেষণার এলাকা 12

২.৪ গবেষণার নমুনা (RESEARCH SAMPLE) 12

২.৫ নমুনায়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (Sampling Process and Method) t 12

২.৬ নমুনার আকার নির্ধারণ 13

২.৭ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি 13

২.৮ উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি 14

২.৯ পরিমাণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি 14

২.১০ গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য ব্যাখ্যা 15

২.১১ তথ্য ট্রায়াংগুলেশণ কৌশল 16

২.১২ গবেষণার চলকসমূহের সংগায়ন 16

২.১৩ গবেষণার নৈতিক বিবেচনা 17

৩। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ 18

৩.১ উত্তরদাতাদের জনমিতিক ও আর্থসামাজিক তথ্যাবলীঃ 18
৩.১.১ উত্তরদাতাদের বয়স 18
৩.১.২ উত্তরদাতাদের লিঙ্গ 18
৩.১.৩ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা 19
৩.১.৪ উত্তরদাতাদের ধর্ম 19
৩.১.৫ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা 20
৩.১.৬ উত্তরদাতাদের পেশা 20
৩.১.৭ উত্তরদাতাদের আবাসনের প্রকৃতি 21
৩.১.৯ উত্তদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা 21
৩.১.১০ উত্তদাতাদের মাসিক আয় 22
৩.১.১১ উত্তদাতাদের মাসিক ব্যয় 23
৩.২ উত্তরদাতাদের অপরাধের ধরণ ও প্রকৃতি 23
৩.২.১ উত্তরদাতারা যে ধরণের অপরাধের জন্য সাজা ভোগ করেছেন 23
৩.২.২ সাজাভোগের সময়কাল (মাস) 24
৩.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ১: সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণ করা 24
৩.৩.১ কারাগারে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের প্রকৃতি 25
৩.৩.২ গৃহীত প্রশিক্ষণের ধরন 25
৩.৩.৩ গৃহীত প্রশিক্ষনের সময়কাল (মাস) 26
৩.৩.৪ প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল 26
৩.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ২: কোন ধরনের প্রশিক্ষণ আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখে তা অনুসন্ধান করা। 27
৩.৪.১ প্রশিক্ষণের সময় বৃদ্ধি 28
৩.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য ৩: আসামীদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রশিক্ষণের প্রভাব অনুসন্ধান করা 28
৩.৫.১ পুনঃঅপরাধের কারণসমূহ 28
৩.৫.২ যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে পুনঃঅপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে 29
৩.৫.৩ কারামুক্তরি পর পুনঃঅপরাধে যুক্ত হবার সময়কাল 30
৩.৫.৪ পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য প্রশিক্ষণ 30
৩.৫.৫ প্রশিক্ষণের কারণ 31
৩.৫.৬ পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণ গ্রহণ 31
৩.৫.৭ গৃহীত প্রশিক্ষণের ধরণ 32

৩.৫.৮ পুনঃঅপরাধ 32
৩.৫.৯ পুনরায় জড়িত অপরাধের ধরন 32
৩.৫.১০ পুনঃঅপরাধের পেছনে কারণ 33
৩.৫.১১ উত্তরদাতাদের গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা 33
৩.৫.১২ প্রশিক্ষণ অকার্যকর হবার কারণ 34
৩.৫.১৩ পুনঃঅপরাধ রোধকল্পে কার্যকরী প্রশিক্ষণ 35
৩.৫.১৪ প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার কারণঃ 35
৩.৫.১৫ পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণের ভুমিকা 36
৩.৫.১৬ লিঙ্গভেদে পুনঃঅপরাধের হার 37
৩.৫.১৭ অপরাধের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা 37
৩.৫.১৮ অপরাধের ধরণ অনুযায়ী পুনঃঅপরাধে জড়ানোর হার 39
৩.৫.১৯ প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা 39
৩.৫.২০ প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী পুনঃঅপরাধে জড়ানোর হার 40
৩.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য ৪: প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মান যাচাই করা 41
৩.৬.১ গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা 41
৩.৬.২ উত্তরদাতাদের অর্জিত দক্ষতার ধরণ 41
৩.৬.২ প্রশিক্ষকগণের আচরণ 42
৩.৬.৩ প্রশিক্ষণে চাপ প্রয়োগমূলক কৌশল অবলম্বন 43
৩.৬.৪ চাপ প্রয়োগের ধরণ 43
৩.৬.৫ উত্তরদাতাদের প্রশিক্ষণে সন্তুষ্টি স্তর 43
৩.৬.৬ প্রশিক্ষকগণের আচরণ 44
৩.৬.৭ সাজাভোগের পর সমাজে সম্মুখিত সমস্যা 44
৩.৭ গবেষণার উদ্দেশ্য ৫: আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তা চিহ্নিত করা 46
৩.৭.১ সাজাভোগের পর সমাজে সম্মুখিত সমস্যা সমাধানে গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা 47
৩.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য ৬: সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা কোন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী তা চিহ্নিত করা 47
৩.৮.১ আসামীরা যে ধরণের প্রশিক্ষণ বেশি নিতে ইচ্ছুক 47
৩.৮.২ পছন্দের প্রশিক্ষণ বেশি নেওয়ার কারণ 48
৩.৮.৩ কারাগারে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে উত্তদাতার সন্তুষ্টি স্তর 48
৩.৮.৪ প্রশিক্ষণটি বেশি কার্যকর হবার কারন 49

৩.৮.৫ আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে নতুন প্রশিক্ষণ যুক্ত করার ব্যাপারে উত্তরদাতাদের মতামত 50
৩.৮.৬ প্রশিক্ষণ কৌশলে পরিবর্তন 51
৩.৮.৭ প্রশিক্ষণে পরিবর্তনের ধরণ 51
৩.৮.৮ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধরণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত 52
৩.৮.৯ সামাজিক পুনঃবাসনে কার্যকরী প্রশিক্ষণ 52
৩.৮.১০ লিঙ্গভেদে সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ভূমিকা 53
৩.৯ থিম্যাটিক বিশ্লেষণ 54
৩.৯.১ মুখ্য তথ্য প্রদানকারী (কে.আই.আই) 54
৩.৯.১.১ ব্যক্তগিত তথ্য 54
৩.৯.১.২ পুনঃঅপরাধের প্রকৃতি 54
৩.৯.১.৩ পুনঃঅপরাধীর প্রকৃতি 55
৩.৯.১.৪ পুনঃঅপরাধ এবং পুনঃঅপরাধীর হার 55
৩.৯.১.৫ প্রশিক্ষণের ধরণ 56
৩.৯.১.৬ পুনঃঅপরাধ বৃদ্ধির কারণ 56
৩.৯.১.৭ কারাগারে প্রশিক্ষণের প্রভাব ও কার্যকারিতা 57
৩.৯.১.৮ পরামর্শ 59
৩.১০ কেস স্টাডি 61
৩.১০.১ অপরাধের ধরণ ও শাস্তি 62
৩.১০.২ অপরাধের কারণ 62
৩.১০.৩ প্রশিক্ষণের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা 63
৩.১০.৪ পরামর্শ 65
৩.১১ বহুচলকীয় বিশ্লেষণ 67
৩.১১.১ প্রশিক্ষকের আচরণের সাথে সন্তুষ্টির তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাপক 67
৩.১১.২ সাজাভোগের পর সমাজে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় 67
৩.১১.৩ অপরাধের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা 69
৩.১১.৪ প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা 71
৩.১১.৫ শিক্ষণের ধরনের সাথে পুনঃঅপরাধের সম্পর্ক 73
৪। উপসংহার 75
৫। সুপারিশসমুহ 76

গবেষণার সীমাবদ্ধতা 79
তথ্যসূত্র 80
সংযুক্তি-১ জরিপ প্রশ্নমালা 81
গবেষণার সময়সূচি 86
গবেষণার বাজেট সেমিনার ব্যয়সহ: 87

টেবিলের তালিকা

টেবিল 1 গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সমূহ 10
টেবিল 2 নমুনায়ন 11
টেবিল 3 কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন 11
টেবিল 4 পরিবারের সদস্য সংখ্যা 22
টেবিল 5 পুনঃঅপরাধের কারণসমূহ 29
টেবিল 6 পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য প্রশিক্ষণের চিত্র 30
টেবিল 7 পুনঃঅপরাধ রোধে গৃহীত প্রশিক্ষণের ধরণ 32
টেবিল 8 পুনঃঅপরাধে জড়িত হবার চিত্র 33
টেবিল 9 পুনঃ অপরাধের পেছনে কারণ 33
টেবিল 10 প্রশিক্ষণ অকার্যকর হবার কারণ 34
টেবিল 11 পুনঃঅপরাধ রোধকল্পে কার্যকরী প্রশিক্ষণ 35
টেবিল 12 প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার কারণ 36
টেবিল 13 জেলে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের ভূমিকা 37
টেবিল 14 লিঙ্গভেদে পুনঃঅপরাধে জড়ানোর হার 37
টেবিল 15 অপরাধের ধরণ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ভুমিকার চিত্র 38
টেবিল 16 অপরাধের ধরণ অনুযায়ী পুনঃঅপরাধে জড়ানোর চিত্র 39
টেবিল 17 প্রশিক্ষণের ধরণের সাথে সামাজিক পুনঃবাসনের জন্য গৃহীত প্রশিক্ষণের ভুমিকা 40
টেবিল 18 প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী পুনঃঅপরাধে জড়ানোর সম্পর্ক 40
টেবিল 19 প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত দক্ষতা 42
টেবিল 20 প্রশিক্ষকগণের আচরণের স্তর 42
টেবিল 21 চাপ প্রয়োগের ধরণ 43
টেবিল 22 প্রশিক্ষকগণের আচরণ 44
টেবিল 23 সাজাভোগের পর সমাজে সম্মুখিত সমস্যা 45
টেবিল 24 সাজাভোগের পর সমাজে সম্মুখিত সমস্যা সমাধানে গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা 47
টেবিল 25 পছন্দের প্রশিক্ষণ বেশি নেওয়ার কারণ 48
টেবিল 26 প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার কারণ 49
টেবিল 27 আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে নতুন প্রশিক্ষণ যুক্ত করার ব্যাপারে মতামত 50
টেবিল 28 প্রশিক্ষণে পরিবর্তনের ধরণ 51

টেবিল 29 প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধরণ সম্পর্কে মতামত 52
টেবিল 30 সামাজিক পুনঃবাসনে কার্যকরী প্রশিক্ষণের ধরণ 53
টেবিল 31 লিঙ্গভেদে সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ভূমিকার চিত্র 53
টেবিল 32 মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর ব্যক্তগিত তথ্য 54
টেবিল 33 ব্যক্তগিত তথ্য (CASE STUDY) 61
টেবিল 34 LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS 67
টেবিল 35 টেস্ট স্টাটিস্টিক্স 68
টেবিল 36 Factor Analysis Table 68
টেবিল 37 অপরাধের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা 70
টেবিল 38 প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা 73
টেবিল 39 শিক্ষণের ধরনের সাথে পুনঃঅপরাধের সম্পর্ক 73

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র ১ কাঠামোগত ধারণা 9
লেখচিত্র 2 পরিমাণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি 14
লেখচিত্র 3 গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য ব্যাখ্যা 15
লেখচিত্র 4 তথ্য ব্যাখ্যা 15
লেখচিত্র 5 তথ্য ট্রায়াংগুলেশণ 16
লেখচিত্র 6 উত্তরদাতাদের বয়স গ্রুপ 18
লেখচিত্র 7 উত্তরদাতাদের লিঙ্গ 19
লেখচিত্র 8 উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা 19
লেখচিত্র 9 উত্তরদাতাদের ধর্ম 20
লেখচিত্র 10 অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা 20
লেখচিত্র 11 অংশগ্রহণকারীদের পেশা 21
লেখচিত্র 12 অংশগ্রহণকারীদের আবাসনের প্রকৃতি 21
লেখচিত্র 13 উত্তরদাতাদের মাসিক আয় 22
লেখচিত্র 14 উত্তরদাতাদের মাসিক ব্যয় 23
লেখচিত্র 15 অপরাধের ধরন ও সংখ্যা 24
লেখচিত্র 16 উত্তরদাতাদের সাজাভোগের সময়কাল 24
লেখচিত্র 17 জেলখানায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ 25
লেখচিত্র 18 আসামীদের গৃহীত প্রশিক্ষণ 26
লেখচিত্র 19 গৃহীত প্রশিক্ষণের সময় (মাস) 26
লেখচিত্র 20 প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি 27
লেখচিত্র 21 প্রশিক্ষণের সময় বৃদ্ধি (মাস) 28
লেখচিত্র 22 যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে পুনঃঅপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে 29
লেখচিত্র 23 পুনঃঅপরাধে যুক্ত হবার সময় 30
লেখচিত্র 24 পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণ 31
লেখচিত্র 25 পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণ গ্রহণের চিত্র 31
লেখচিত্র 26 পুনঃঅপরাধে জড়িত হবার চিত্র 32
লেখচিত্র 27 মতামতের চিত্র 35
লেখচিত্র 28 প্রশিক্ষনের ভূমিকা সম্পর্কে মতামত 36

লেখচিত্র 29 গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা 41
লেখচিত্র 30 প্রশিক্ষণের সন্তুষ্টি স্তর 44
লেখচিত্র 31 আসামীদের পছন্দের প্রশিক্ষণ 48
লেখচিত্র 32 দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণের সন্তুষ্টি স্তর 49
লেখচিত্র 33 প্রশিক্ষণ কৌশলে পরিবর্তন 51

সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ণমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধের কার্যকারিতা যাচাই

১। গবেষণার ভূমিকা ও পটভূমি

সমাজ, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক জীবনধারার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে যা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসঙ্গতির জন্ম দিচ্ছে ফলশ্রুতিতে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপরাধের ধরন প্রকৃতির রূপও বদলে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া 'রসু খা' এর ধারাবাহিক লোমহর্ষক খুনের ঘটনা বাংলাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তখন থেকে পুনঃঅপরাধ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। এই পুনঃঅপরাধের সংখ্যা হ্রাস করার নিমিত্তে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তরের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে একটি হলো অপরাধীকে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করা। কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুনঃঅপরাধীদের সংখ্যা হ্রাস এবং অপরাধীদের আর্থসামাজিক অবস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্যথায় সামাজিক শান্তি, সৌহার্দ্য, ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতার সৃষ্টি হতে পারে।

১.১ গবেষণার ধারণা

গবেষণা হলো মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এবং নতুন কিছু অনুসন্ধানের নিমিত্তে সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল কার্যাবলী। গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাস্তবিক কোন সমস্যার সমাধান করা বা কোন অবস্থার উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা। "সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ণমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধের কার্যকারিতা যাচাই" শিরোনামে গবেষণাটি সম্পন্ন হবে মূলত কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের প্রায়োগিক কার্যকারিতা ও প্রভাব সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যালোচনা এবং পরবর্তী দিক নির্দেশনার উদ্দেশ্যে।

অপরাধীর পুনর্বাসন কর্মসূচি পূনরাবৃত্তির হার কমাতে এবং সমাজে সফল পুনর্বাসনের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এই ধরনের কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যার লক্ষ্য হল সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উৎপাদনশীল এবং আইন মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত করা। এই পটভূমি শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পর অপরাধীর পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসন প্রতিরোধের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে।

পুনর্বাসন কর্মসূচীগুলি অপরাধমূলক আচরণে অবদান রাখে এমন অন্তর্নিহিত কারণগুলি যেমন রাসায়নিক পদার্থের অপব্যবহার, শিক্ষার অভাব এবং সীমিত কর্মসংস্থানের সুযোগগুলিকে মোকাবেলা করার উপর দৃষ্টিপাত করে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে, এই প্রোগ্রামগুলির লক্ষ্য হল চাকরির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি করা এবং পুনরায় অপরাধের সম্ভাবনা হ্রাস করা (হলিন, 2018)।

রিসিডিভিজম হার কমাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব গবেষণায় দেখা গেছে। উইলসন এবং গ্যালাঘের (2018) এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কারাবাসের সময় বৃত্তিমূলক এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলিতে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে পুনরায় অপরাধের সম্ভাবনা হ্রাস করে। দক্ষতা অর্জন শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে উন্নত করে না বরং আত্ম-সম্মান, সামাজিক দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও বাড়ায়, যা সফল সম্প্রদায় পুনঃএকত্রিতকরণের জন্য অত্যাবশ্যক (উইলসন এবং গ্যালাঘের, 2018)।

অপরাধীর পুনর্বাসনে জ্ঞানীয়-আচরণগত হস্তক্ষেপগুলি গুরুত্ব পেয়েছে। এই পন্থাগুলি অপরাধমূলক চিন্তাভাবনার ধরণগুলিকে মোকাবেলা করে, দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচার করে এবং সামাজিক আচরণের বিকাশ করে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রায়শই বিকৃত বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তনকে উন্নীত করার জন্য জ্ঞানীয়-আচরণগত কৌশলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে (McGuire, 2017)।

পুনর্বাসন প্রচেষ্টার দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য মুক্তি-পরবর্তী সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধমূলক আচরণের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সম্প্রদায় সহায়তা নেটওয়ার্কগুলিতে ক্রমাগত অ্যাক্সেস অপরিহার্য (McGuire, 2017)।

অপরাধীর পুনর্বাসন কর্মসূচির মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পুনর্বাসনের হার কমাতে এবং সফল পুনঃএকত্রীকরণের প্রচারে আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখিয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাজারযোগ্য দক্ষতা, জ্ঞানীয়-আচরণমূলক কৌশল এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ব্যবস্থার সাথে সজ্জিত করে, এই প্রোগ্রামগুলি অপরাধমূলক আচরণের চক্র ভাঙতে অবদান রাখে। যাইহোক, দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন করতে এবং রিলিজ-পরবর্তী সমর্থনের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার কৌশলগুলি সনাক্ত করার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণাটির প্রধান এবং অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বর্তমানে কারাগারে বিদ্যমান নানামুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসমূহের প্রায়োগিক বিষয় চিহ্নিত করা,যা

অপরাধীদের সমাজে পুনরায় আর্থসামাজিক অবস্থানে অধিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে সেগুলো পুনর্বাসন এবং পুনঃঅপরাধ রোধে কতটুকু কার্যকরী তা অনুসন্ধান করা। তবে এই প্রধান উদ্দেশ্যের নিমিত্তে আরও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণ করা।

২. আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তা চিহ্নিত করা।

৩. আসামীদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রশিক্ষণের প্রভাব অনুসন্ধান করা।

৪. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মান যাচাই করা।

৫. কোন ধরনের প্রশিক্ষণ আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখে তা অনুসন্ধান করা। এবং

৬. সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা কোন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী তা চিহ্নিত করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি

এই গবেষণাটি মূলত সম্পন্ন হবে সেইসব আসামীদের উপর যারা কারাগারে থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সমাজে নতুনভাবে ফিরে এসেছে এবং একই সাথে সেইসব আসামীদের সাথে যারা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে পুনঃঅপরাধের সাথে যুক্ত হয়েছেন বা পুনরায় সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

পুন:অপরাধ এই সমস্যাটিকে ঘিরে নানামুখী গবেষণা রয়েছে যেমন পুনঃঅপরাধ সম্পর্কিত, কারণ, ধরন, প্রতিকার এবং সমাজ জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কিত। তবে অপরাধীদের সমাজে সুনাগরিক হিসেবে প্রত্যাবর্তন এবং পুনঃঅপরাধ রোধে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু পদক্ষেপ এর প্রভাব ও কার্যকারিতা যাচাইয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। সেই প্রেক্ষিতে গবেষণাটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে কারাগারগুলোতে আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে চলমান কর্মসূচি বা প্রশিক্ষণের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যাবে এবং সেই সাথে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ বেশি কার্যকরী তা সম্পর্কেও জানা যাবে। অন্যদিকে এই প্রশিক্ষণসমূহের প্রায়োগিক কার্যকারিতা অর্থাৎ অপরাধীদের পুনর্বাসনে এবং পুনঃঅপরাধ রোধে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে সে সম্পর্কেও তথ্য আহরণ করা যাবে। এই তথ্যসমূহ সঠিক এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে। যেমন এই গবেষণার মাধ্যমে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রশিক্ষণটি অপরাধীদের জন্য বেশি প্রায়োগিক হবে সেটি চিহ্নিত করতে সরকারকে সহযোগিতা করবে ফলে অপরাধীদের

পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে ভূমিকা পালন করা নানা ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি প্রতিকারে ভূমিকা রাখতে পারবে। এতে করে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

১.৫ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

অপরাধীদের শাস্তি নয় তাদের সংশোধন নিশ্চিত করার বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেমন মাহাত্মা গান্ধীর নীতি "পাপীকে নয় পাপকে ঘৃনা কর"। তার একটি মূল্যবান বক্তব্য হলো "চোখের বদলে চোখ উপড়ে ফেলার প্রথা পুরো পৃথিবীকে অন্ধকার করে দিবে"। অহিংসা মতবাদই তার মূলমন্ত্র আর এসব নীতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "সংস্কারমূলক তত্ত্ব" ইংরেজীতে যা রিফরমেটিভ থিওরি নামে পরিচিত। এই তত্ত¡টি অপরাধীদের সংস্কারের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সমাজের মূলধারায় সঠিকভাবে পুন:অংশগ্রহন নিশ্চিত করার উপর আলোকপাত করে। উদাহরণস্বরূপ কোন আসামী কারাগার থেকে মৃৎশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে কারাভোগ শেষে সমাজে ফিরে এসে সে মৃৎশিল্পের ব্যবসা শুরু করে এবং সুখে জীবনযাপন করে। এই তত্ত্বটি অনেক সময় পুনর্বাসনমূলক শাস্তি নামেও পরিচিত যা অপরাধীদের নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রেখে ব্যক্তিত্ব সংশোধনের উপর গুরুত্বারোপ করে। পুনর্বাসনমূলক চিকিৎসা আবার শাস্তিমূলক অনুমোদনের থেকে আলাদা যেখানে মূলত অনুপ্রেরণা, পথনির্দেশনা ও সহায়তার মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ প্রবণতাকে যা প্ররোচিত করে সেটাকে নির্মূল করা (লিপসে ও কালেন, ২০০৭)। তবে অনেক সামাজিক বিজ্ঞানীদের মতে এই তত্ত¡ ধারাবাহিক অপরাধীদের নিয়ে তেমন কোন বক্তব্য দেয়নি। কেননা অনেক অপরাধী প্রশিক্ষণ নেয়ার পরও পুনঃঅপরাধের সাথে যুক্ত হয়। তাদের পুনঃঅপরাধের পিছনে মনঃস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সহজাত শারীরবৃত্তীয় কারণসহ নানাবিধ বিষয়ের ভূমিকা থাকতে পারে। যেমন বেকারের মতে, সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা যখন সমাজে ফিরে আসে তাদেরকে বাইরের মানুষ বলে গণ্য করা হয় এবং সেই সাথে বিশ্বাস করা হয় যে, তারা সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলতে পারবে না (গণপথি, ২০১৮)। আর এসব কারনেই সমাজে ফিরে যাওয়া তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়। একই অপরাধীদের দ্বারা অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "প্রতিরোধমূলক তত্ত্ব" যা মূলত অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অক্ষম করে তোলা এবং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ নষ্ট করে অপরাধীকে প্রতিহত করার উপর গুরুত্বারোপ করে। মূলত এই তাত্তি¡ক ব্যাখ্যাগুলোর বাস্তবায়নের নিমিত্তে কারাগারগুলোতে চলমান কর্মসূচির কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য এই গবেষণা সম্পন্ন হবে।

বিগত কয়েক বছর ধরে সংশোধনমূলক কারা-পরিসেবার কার্যকারিতার প্রতি গবেষকদের মনোযোগ অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশির ভাগ গবেষক যারা সংশোধনমূলক হস্তক্ষেপ নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে এটি প্রতিয়মান হয় যে, দক্ষতা উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ ও পরিসেবা কোনো আসামীর পুনঃঅপরাধ রোধে শাস্তি প্রদানের চেয়ে অধিক কার্যকর (লাতিশা এবং লয়েন র্কাপ, ২০০৫)। তবে পুনর্বাসনের কার্যকারিতা নির্ভর করে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া, গুনগত মান, কি পরিমানে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এবং কি পরিমানে দেয়ার কথা ছিল তার উপর। তাছাড়া অপরাধীরা কতটুকু অংশগ্রহণ করছে এবং তা পর্যাপ্ত কি না তার উপরেও পুনর্বাসনের কার্যকারিতা নির্ভর করে (লিপসে ও কালেন, ২০০৭)। রবিনসন এবং পরপরিনো (২০০১), তাদের গবেষনায় মাদকাসক্ত ও কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে দেখান যে যাদের মধ্যে দক্ষতায় ঘাটতি এবং উচ্চমাত্রায় পুনঃঅপরাধের প্রবণতা ছিল, আত্ম-উন্নয়নমূলক কর্মসূচী তাদের পুনঃঅপরাধ রোধে অধিক কার্যকরী। ইতালির বল্লাটে ওপেন সেল কারাগারে পুনঃঅপরাধের উপর পুনর্বাসনের কার্যকারিতা নিয়ে মেসট্রবনি ও টারলিজেস একটি গবেষণা করেন। তাদের মতে পুনর্বাসনে এক বছরের বেশী থাকলে পুনঃঅপরাধের শঙ্কা ১০% কমে যায় এবং এই মাত্রাটা আরও বেশী দেখা যায় যারা রিপ্লেস্ড হয়ে ঐ কারাগারে যায় (মেসট্রবনি ও টারলিজেস,২০১৪)। সাধারন মানুষের থেকে কয়েদিদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা ও নেশাগ্রস্থতা বেশী এবং এর ফলে কয়েদিদের মধ্যে বেকারত্বও বেশী দেখা যায় যা সরাসরি পুনঃঅপরাধের সাথে সমপর্কিত। বিগত দুই দশক যাবত বিভিন্ন গবেষণা দেখায় যে, মাদক নিরাময় কর্মসূচি অপরাধ প্রবণতা কমায় এবং খালাসকৃত আসামীদের অপরাধ থেকে তুলনামূলকভাবে বহুদিন দূরে রাখে। একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, এসব কর্মসূচি ২৯% পুনঃঅপরাধ কমায় এবং ২৬ বছরের উর্দ্ধে যারা তাদের ক্ষেত্রে এটি বেশী প্রযোজ্য (ম্যাকিন এবং রান্সপর্ড, ২০০৪)। স্পেনে পরিচালিত একটি সমীক্ষার ফলাফল দেখায় যে ৪৩.৬% কয়েদি মুক্তির পরে চাকুরী খুজে পায় কারন তাদের দক্ষতা ছিল (অ্যালোস ও অন্যান্য, ২০১৫) ।

সিসেল, ড্রাফকিন এবং ম্যাকানজি (২০০০), তাদের গবেষণায় দেখান যে, কারা-ব্যবস্থায় কয়েদীদের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক মৌলিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ তাদের কারা-পরবর্তী জীবনে পুনঃঅপরাধে যুক্ত হতে অনেকাংশে বাধা দেয়। কার্যকরী শিক্ষা কর্মসূচি কয়েদিদের সামাজিক দক্ষতা, শৈল্পিক বিকাশ এবং কৌশলগুলির সাথে তাদের আবেগের মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। যার ফলে এদের কারাগারে ফিরে আসার সম্ভাবনা কম থাকে। ১৯৯০ সালে একটি গবেষণার মাধ্যমে এর প্রমাণ পাওয়া যায় (ভ্যাকা, ২০০৪)। ফারলি ও পাইক তাদের গবেষণায় বলেন, উচ্চ শিক্ষা কয়েদিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াবে এবং পুনঃঅপরাধ কমাবে। এটা কারাগার বানানোর থেকে অনেক বেশী সাশ্রয়ী ও ফলপ্রসূ (ফারলি ও পাইক, ২০১৬) । ভিক্টোরিয়ার কারাগারে এক গবেষণায় দেখা যায় যে, যেসব অপরাধীরা কারাগারে থাকা অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে কারাগারে পুনঃপ্রবেশ ৪৩ শতাংশ কমে যায় এবং ১৩শতাংশ কর্ম জীবণে ফিরে যায়। কারাগার খুবই নিয়ন্ত্রিত এলাকা যার ফলে এখানে যে অপরাধী দীর্ঘ সময় থাকে তার জন্য পুনঃঅপরাধের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এর পেছনে মূল কারন হচ্ছে সমাজে তাদের মেনে না নেওয়া, নেশা দ্রব্যের সহজলভ্যতা, মানসিক সমস্যা, গৃহহীনতা, বেকারত্ব। তাদের এই

রুপান্তরের সময় যদি তারা কার্যকর সহায়তা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায় তাহলে পুনঃর্বাসন সহজ হওয়ার সাথে সাথে পুনঃঅপরাধও কমে যাবে (অমবাডসম্যান, ২০১৫)। সেই সাথে পুনঃঅপরাধ হ্রাসের জন্য উচ্চ মাত্রার উপার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ (ম্যাকিন এবং রান্সপর্ড, ২০০৪)।

কারা-ব্যবস্থা ও মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের নিয়ে পৃথক কিছু গবেষণায় দেখা যায় যে, যেসব আসামীরা জেল কিংবা কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হন তাদের পুনঃঅপরাধের ঝুঁকি অনেকটাই বেশি থাকে, যা কিনা সমাজ ভিত্তিক সংশোধন থেকে অনেকাংশে বেশি (ব্রাউডি, পেরি এবং ফাজেল, ২০২১)। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, পুনঃঅপরাধের বার্ষিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যয় যুক্তরাজ্যে প্রায় ১৮.১ বিলিয়ন ইউরো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইলিনয়িস রাজ্যে তা প্রায় ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ব্রাউডি, পেরি এবং ফাজেল, ২০২১) । পুনঃঅপরাধের উচ্চ মাত্রা যেমন সরকারের জন্য ব্যয়বহুল তেমন অপরাধী এবং অপরাধীর পরিবারের জন্যও ব্যয়বহুল। উদাহরণসরুপ- প্রতি কয়েদির পেছনে ট্যাক্স খরচ করতে হয় তাকে ধরতে, চালান করতে, কারাবদ্ধ করতে ইত্যাদি। মূলত অতিরিক্ত ব্যয়বহুল হওয়ার কারনে অনেক সময় কয়েদিদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। ফলস্রুতিতে, পুনঃঅপরাধ দমন কর্মকান্ডে বিপরীত প্রভাব পড়ে (ম্যাকিন এবং রান্সপর্ড, ২০০৪) ।

অপরাধীদের পুনর্বাসন এবং পুনঃঅপরাধ সংশ্লিষ্ট গবেষণাগুলোতে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম এ খন্দকার (১৯৮০) তার "অপরাধী পুনর্বাসন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা" শিরোনামে সম্পদিত গবেষণায় বাংলাদেশের সংশোধন ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে অপরাধীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শাস্তিমূলক সংস্কার নীতিকে দৃঢ় করে এবং তাদের সমাজে পুনরায় সফলভাবে অংশগ্রহনের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। একই সাথে কারাগারে প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোর অপরাধীদের তুলনামূলক কার্যকরী কর্মসূচির স্বল্পতার কথা তুলে ধরা হয়। ফলশ্রুতিতে পুনঃঅপরাধ এর হার বিশেষ করে কিশোর অপরাধের হার বাড়তে থাকে যার ধারা ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরগুলোতে অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তীতে গত এক দশক ধরে উল্লেখযোগ্য গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এ কে মিয়া, এম বি আজিজ এবং এইচ এন শিকদার (২০১৫) "বাংলাদেশের অপরাধের পুনঃঅপরাধের ধরণ এবং প্রকৃতি নির্ণয়" শীর্ষক গবেষণায় পুনঃঅপরাধের কারন হিসেবে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষার সুযোগের অভাব এবং কারাগারের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। অপেক্ষাকৃত বেশি পুনঃঅপরাধ সংগঠিত হয় এমন অপরাধগুলো হলো চুরি, ডাকাতি, খুন, নারী নির্যাতন, মাদক পাচার এবং ধর্ষণ। অন্যদিকে এন. ইয়াসমিন ও এ. আর. মৌ (২০২২), "বাংলাদেশের আসামীদের পুনঃঅপরাধের ধরণ ও কারণ" শীর্ষক গবেষণায় সম্পদ ও অর্থ সম্পর্কিত অপরাধ, যৌন অপরাধ, গুরুতর অপরাধকে পুনঃঅপরাধের তালিকার শীর্ষে দেখিয়েছেন। এই গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে অপরাধীরা সাধারণত কারাগার থেকে বের হয়ে প্রথম বছরে এবং অনেক সময় তিন বছরের মধ্যে পুনরায় অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এর পেছনে বিভিন্ন ধরনের কারণ

প্রভাবক হিসেবে কাজ করে যেমন বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি তথা সংশোধন কর্মসূচির সল্পতা ও ব্যবস্থাপনার, অর্থনৈতিক সংকট, সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব, মানসিক অসুস্থতা এবং দরিদ্র্যতা। এখানে আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশে সাজাপ্রাপ্ত যৌন-অপরাধীদের পুনঃরায় কারাগারে যাওয়ার মাত্রা কম (ইয়াসমিন ও মৌ, ২০২২)।

এস. ইসলাম এবং এ. গোস্বামী (২০১৯) "বাংলাদেশের ফৌজদারী আইনের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ এবং পুনঃঅপরাধ প্রবণতা ও সামাজিক আচরনের উপর একটি অধ্যয়ন" গবেষণায় পুনঃঅপরাধের কারণ হিসেবে অপরাধীর অভ্যাসগত অপরাধমূলক আচরণ, স্বল্প সময়ের কারাদন্ড এবং শাস্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের গৃহীত অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাকে তুলে আনা হয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণাতেই শাস্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা যাচাই করা হয়নি। তাই "সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে কার্যকারিতা যাচাই" গবেষণাটি এক অনন্য নজির সৃষ্টি করবে।

জোসেফ অপরাধীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ শেষে ২ বছর যাবত ৭টি কারাগার ও ১০ টি কমিউনিটি সংশোধন এলাকায় গবেষণা চালানোর পর লক্ষ্য করেন যে, পুনঃঅপরাধের মাত্রা অনেক কম যেমন ৭.৪৬% যা আমাদের দেখায় যে, উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ পেলে অপরাধীদের পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ কমানো সম্ভব (গ্রাফ্ফাম ও অন্যান্য, ২০১৪) এবং ওয়াশিংটন স্টেটের একটি গবেষণায় দেখা যায়, যে অপরাধী যত বেশীদিন কারাগারে ছিল এবং সাজা সম্পূর্ণ করেছে তারা নতুন করে তত কম অপরাধে জরিয়েছে। যারা যত তাড়াতাড়ি রিলিজ হয় সে তত তাড়াতাড়ি পুনঃঅপরাধে জড়ায় (লভেল এবং অন্যান্য, ২০০৭)।

অডেটরো তার গবেষণায় চিন এবং নাইজেরিয়ার কারাগার ব্যবস্থা তুলে ধরেন যেখানে চিন কারাগারে সুব্যবস্থার মাধ্যমে পুনঃঅপরাধ কমাতে সফল হয়, অন্যদিকে নাজেরিয়া অসফল হয়। এর মূল কারণ হলো চিন কারাগারে কয়েদীদের অধিকার সম্পর্কে সর্বদা সচ্চার থাকে। তিনি আরও বলেন, অপরাধীদের সু-প্রশিক্ষণ ও সু-শিক্ষা পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ (অডেটরো, ২০২২)। ডিকসন, নিউজিল্যান্ড ভিত্তিক কম্পিউটার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে অনুধাবন করেন- খালাসের উচ্চ-দক্ষতা সমপন্ন পরিকল্পনাই পারে কয়েদিকে জলদি পুনঃরায় কারাগারে প্রবেশ থেকে রক্ষা করতে যা পরবর্তীতে প্যারোলের ফলাফলেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে (ডিকসন ও অন্যান্য, ২০১৩)।

সেজলে তার গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, কারাগারে যদি শিল্প প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কারাভ্যন্তরীণ চাকরীর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে পুনঃঅপরাধ অনেকটা কমে যাবে,একই সাথে কারাগারের ব্যয়ও অনেকাংশে কমে যাবে (সেজলে ও অন্যান্য, ২০০৮)। এসবের পাশাপাশি কারাগারে কয়েদির যোগ্যতাকে সঠিক মূল্যায়ণ করতে হবে, কোনোভাবেই যাতে তাদের মনে না

হয়যে তাদের কষ্ট করে অর্জন করা যোগ্যতা ও দক্ষতাকে নজরান্দাজ করা হচ্ছে। সংশোধিত কয়েদিকে অবশ্যই আদর্শ সম্প্রদায়ের সাথে রাখতে হবে (লেডের, ২০১৪)।

যারা যত বেশী দিন যাবৎ পুনপ্রবেশ কর্মসূচির সাথে জড়িত ছিল তারা তত কম পুনঃগ্রেফতার হয়েছেন। যাইহোক এসব কর্মসূচি পুনঃঅপরাধের উপর খুবই পরিমিত প্রভাব দেখিয়েছে। যেসব কর্মসূচি প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে তার থেকে যেসব কর্মসূচি ব্যক্তির পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে তা বেশী কার্যকরী ছিল। যাইহোক, সরকারের উচিত কারাগারের উপর আরও যত্নশীল হওয়া এবং সেই সাথে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার উপর জোড় দেয়া (ভিষার ও অন্যান্য, ২০১৭)।

১.৬ কাঠামোগত ধারণা

গবেষণাটি মূলত করা হয়েছে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ অনুসন্ধান করে আনার জন্য। যেমন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের প্রকৃতি, কারাগারে গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এর ধরণ বিশ্লেষণ, অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রশিক্ষণের প্রভাব বিশ্লেষণ, অপরাধীদের উপর নেতিবাচক ইতিবাচক প্রভাব পর্যালোচনা, কার্যকরী প্রশিক্ষণ চিহ্নিতকরণ, অনেক প্রশিক্ষণের মধ্যে কার্যকরী প্রশিক্ষণটি খুজে বের করা ইত্যাদি। এছাড়াও আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে কারাগারের সমস্যাসমূহ, অভ্যাসগত অপরাধমূলক আচরণ, স্বল্প সময়ের কারাদন্ড এবং শাস্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের গৃহীত অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা, প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোর অপরাধীদের তুলনামূলক কার্যকরী কর্মসূচির সল্পতা, আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা/মান যাচাই, আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জসমূহ, বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি তথা সংশোধন কর্মসূচির সল্পতা, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, অর্থনৈতিক সংকট, সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব, মানসিক অসুস্থতা এবং দরিদ্রতা, অপরাধীর পুনঃঅপরাধ রোধকল্পে কার্যকরী নতুন প্রশিক্ষণ সুপারিশ, উন্নত দেশ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে নতুন উপায়/ প্রশিক্ষণের সুপারিশ বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে।

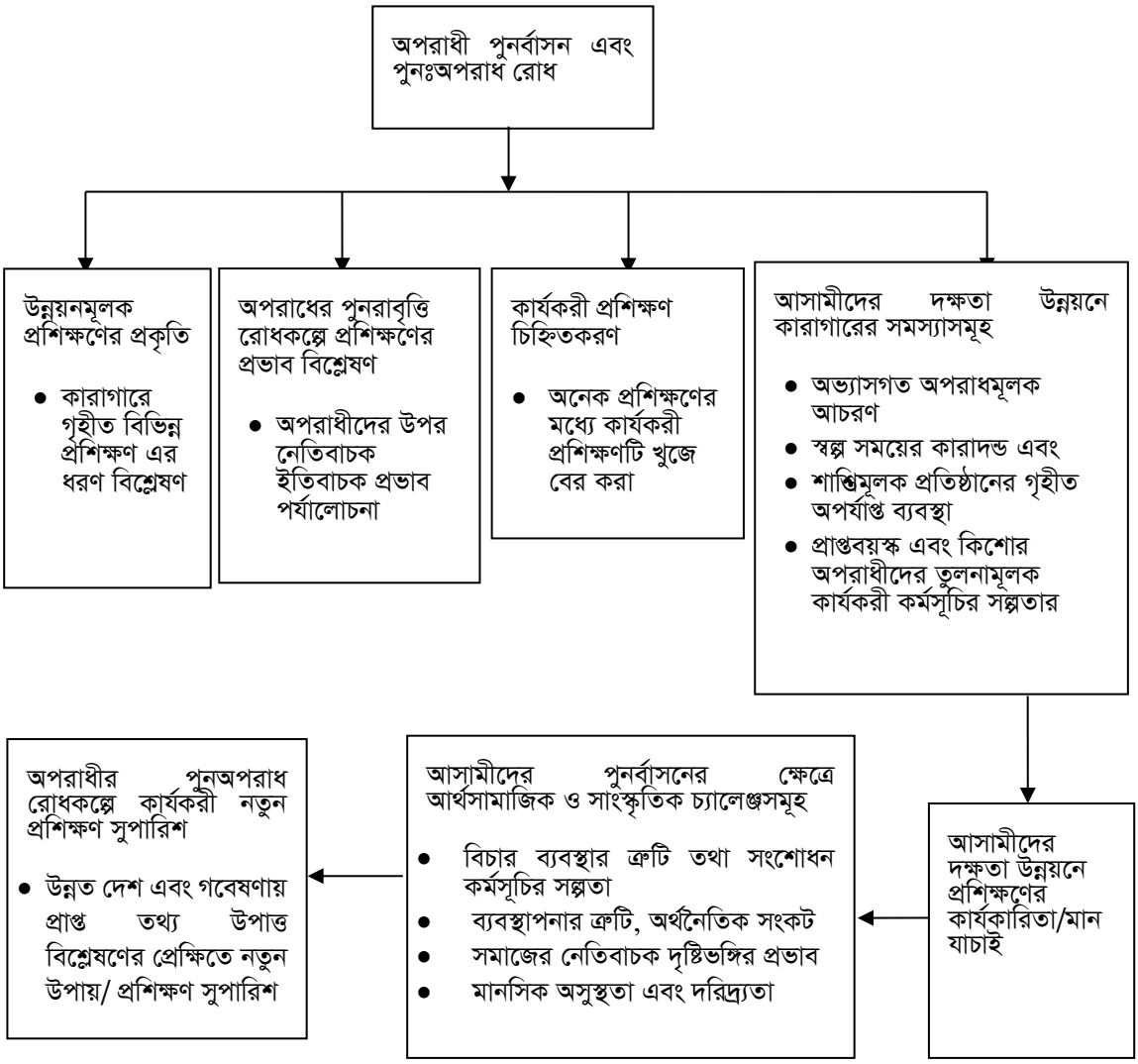

লেখচিত্র ১ কাঠামোগত ধারণা

২। গবেষণা পদ্ধতি

একটি সঠিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ও সঠিক ফলাফল পাওয়া সম্ভব। এই গবেষণাটি পরিমানগত এবং গুনগত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হবে যাকে বলা হয় মিশ্র পদ্ধতি, যেখানে তথ্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমীক্ষা, কেআইআই এবং কেস স্টাডি এই দুইটি পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গবেষণার পদ্ধতিতে এই গবেষণাটি কিভাবে করা হবে ও কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে সব কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নির্ধারন করা হয়েছে। গবেষণার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানমূলক জরিপ অনুসরণ করা যেতে পারে। গবেষণা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করার পাশাপাশি সেই পদ্ধতি ব্যবহার করার যৌক্তিকতাও আলোচনা করা হয়েছে। নি¤œ উপরোক্ত গবেষণার পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

২.১ গবেষণার পদ্ধতি

একটি সঠিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ও সঠিক ফলাফল পাওয়া সম্ভব। এই গবেষণাটি পরিমানগত এবং গুনগত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হবে যাকে বলা হয় মিশ্র পদ্ধতি, যেখানে তথ্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমীক্ষা, কেআইআই এবং কেস স্টাডি এই দুইটি পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গবেষণার পদ্ধতিতে এই গবেষণাটি কিভাবে করা হবে ও কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে সব কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নির্ধারন করা হয়েছে। গবেষণার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানমূলক জরিপ অনুসরণ করা যেতে পারে। গবেষণা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করার পাশাপাশি সেই পদ্ধতি ব্যবহার করার যৌক্তিকতাও আলোচনা করা হয়েছে। নি¤œ উপরোক্ত গবেষণার পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

টেবিল *1* গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সমূহ

সমস্যাসমূহ	গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ	অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমূহ
সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানসমূহ সংগ্রহ	সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণ করা এবং আসামীদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রশিক্ষণের প্রভাব অনুসন্ধান করা।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ডেস্ক পর্যালোচনা এবং সমীক্ষা
মূল্যায়ণ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মান যাচাই করা।	নিবন্ধকৃত কেসগুলো পর্যালোচনা এবং অনলাইন মূল্যায়ণ পরিচালনা

চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ	আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তা চিহ্নিত করা।	বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ, কাঠামোগত বিশ্লেষণ, বর্ণনা, মূল প্রকৃতি ব্যাখ্যা
নীতিগত পরিকল্পনা উন্নতিকরণ	কোন ধরনের প্রশিক্ষণ আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখে তা অনুসন্ধান করা এবং উপযুক্ত সমাধান সুপারিশ করা।	কর্মশালা আলোচনা সভা

টেবিল *2* নমুনায়ন

গবেষণার ধরন	নমুনা	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম
নথি পর্যালোচনা	অপরাধীদের পুনর্বাসন এবং পুনঃঅপরাধ সম্পর্কিত নথি	থানা এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা	চেকলিস্ট
কেস স্টাডি	অপেক্ষাকৃত মারাত্মক অপরাধের আসামী যারা পুনর্বাসন শেষে পুনঃঅপরাধ করেছে	নির্বাচিত মামলা	বিশদ সাক্ষাৎকার
সমীক্ষা	কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত আসামী যাদের সমাজে পুনর্বাসন হয়েছে	সরাসরি সাক্ষাৎকার	গঠনমূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার
কেআইআই	সমাজসেবা অধিদপ্তর এ যারা প্রবেশন অফিসার	সরাসরি সাক্ষাৎকার	কেআইআই চেকলিস্ট

টেবিল *3* **কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন**

গবেষণার উদ্দেশ্য	কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন
১. সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণ করা এবং আসামীদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রশিক্ষণের প্রভাব অনুসন্ধান করা।	ক. কি কি প্রধান প্রধান কার্য-কারণ বিদ্যমান রয়েছে? খ. কি কি ধরনের প্রশিক্ষণ রয়েছে? গ. কারা কারা এ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন? ঘ. সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের সামাজিক পুনর্বাসনে প্রশিক্ষণের প্রভাব কী কী? ঙ. অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রশিক্ষণের প্রভাব কী কী?
২. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মান যাচাই করা।	ক. প্রশিক্ষণের মান যথাযথভাবে বজায় রাখা হয় কিনা? খ. প্রশিক্ষণের ব্যাপকতা কতটুকু বা কত ঘন ঘন প্রদান করা হয়?
৩. আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোন	ক. পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের আর্থসামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে বলে মনে করেন?

ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তা চিহ্নিত করা।	খ. পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সাংস্কৃতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে বলে মনে করেন?
৪. কোন ধরনের প্রশিক্ষণ আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখে তা অনুসন্ধান করা এবং উপযুক্ত সমাধান সুপারিশ করা।	ক. এ বিষয়ে কি কি মতামত বা পরামর্শ রয়েছে? খ. আইনী কাঠামোর কি কি পরিবর্তনের আনা দরকার? গ. সামাজিক ক্ষেত্রে কি কি পরিকল্পিত পরিবর্তন আনা দরকার? ঘ. সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি ভুমিকা পালন করতে পারে?

গবেষণা পরিচালনার সময় এ সব বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনার পর আরো ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন যোগ করা হবে। এখানে কেবল কিছু নমুনা প্রশ্ন উল্লেখ করা হল।

২.২ গবেষণার ধরণ

এটি একটি উৎঘাটনমূলক গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পরিসংখ্যানগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি মিশ্রভাবে ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণাটি আরও বিশদ, যুক্তিসিদ্ধ, এবং প্রাসঙ্গিক হবে। সেই সাথে মিশ্র পদ্ধতি, পরিসংখ্যান ও গুনগত পদ্ধতির যে দুর্বলতাগুলো আছে তা খুব সুন্দরমতো কাটিয়ে তুলতে পারে।

২.৩ গবেষণার এলাকা

বাংলাদেশের খুলনা ও ময়মনসিংহ জেলকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে গবেষণার এলাকা (Research Area) হিসেবে।

২.৪ গবেষণার নমুনা (RESEARCH SAMPLE)

নমুনা সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বকারী অংশ। এ গবেষণার সমগ্রক (Univers) হচ্ছে বাংলাদেশের খুলনা ও ময়মনসিংহ জেল। এই দুই সমগ্রককে গুচ্ছ আকারে ভাগ করে সেখান থেকে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং নমুনা হিসেবে সাজাপ্রাপ্ত আসামী ও প্রবেশন অফিসারদের নেয়া হয়েছে। সেইসাথে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে নারী-পুরুষের আনুপাতিক হারে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫ নমুনায়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (Sampling Process and Method) t

গবেষণার নমুনায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে সমগ্রককে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের খুলনা ও ময়মনসিংহ জেল দুটি থেকে নির্বিচারী নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্বাচন করে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। নির্বিচারী নমুনায়ন ও বহুমুখী নমুনায়ন পদ্ধতি হলো সম্ভাবনা নমুনায়নের দুটি প্রকার। সম্ভাবনা নমুনায়নে জনসংখ্যার প্রতিটি সদস্যের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। এখানে বহুমুখী নমুনায়ন ব্যবহারের কারন হলো, এই নমুনায়নে অনেক বড় জনসংখ্যা থেকে সুন্দরভাবে নমুনা বাছাই করা যায়। নির্বাচিত জেল দুটির (সরল নির্বিচারী নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত) গবেষণাধীন জনসমষ্টিকে

প্রতিনিধিত্ব করেছে। সেইসাথে ফৌজদারি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে নারী-পুরুষের আনুপাতিক হারে গ্রাম ও শহর এর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৬ নমুনার আকার নির্ধারণ

নিম্নের পরিসংখ্যানের সূত্রটি সমীক্ষার ক্ষেত্রে নমুনার আকার নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সূত্রটি হচ্ছেঃ

$$n = \frac{z^2 \times p \times (1-p)}{d^2}$$

যেখানে,

- হ = অনুমানকৃত নমুনার আকার
- ু = স্ট্যান্ডারাইযড সাধারণ বেরিয়েটের মান
- ঢ় = অনুপাত
- ফ = নির্ভূলতার মাত্রা

z = ১.৯৬, ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভালকে বিবেচনায় রেখে, p =০.৫, d =০.৫, নির্ভূলতার মাত্রা d = ৮%

নূন্যতম নমুনার আকার হবে ১৫০।

সুতরাং, গবেষণার পরিমানগত নমুনা নেওয়া হচ্ছেঃ সাক্ষাৎকার ১৫০ এবং গুনগত নমুনা সংখ্যাঃ কেস স্টাডি: ১৫ ও কেআইআই ১১ টি।

গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে ব্যবহৃত উপকরণ উপাদান (Tools for Research data Collection) এবং উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল (Data Collection Technique)

প্রশ্নপত্রঃ গবেষণায় পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে।

চেকলিস্টঃ এ গবেষণায় গুণগততথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে ।

২.৭ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত এবং কারাগার থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এমন আসামীদের উপর। কারন যেহেতু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কারাগারের প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা যাচাই তাই কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত এবং কারাগার থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এমন আসামীদেরকে নেয়া হয়েছে। কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত আসামী যাদের সমাজে পুনর্বাসন হয়েছে, তাদের গঠনমূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে । সেইসাথে চেকলিস্ট এর মাধ্যমে অপরাধীদের পুনর্বাসন এবং পুনঃঅপরাধ সম্পর্কিত নথি পর্যালোচনা করা এবং অপেক্ষাকৃত মারাত্নক অপরাধের আসামী যারা পুনর্বাসন শেষে পুনঃঅপরাধ করেছে তাদের সাথে কেস স্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর-এ যারা প্রবেশন অফিসার রয়েছে তাদের থেকেও কেআইআই চেকলিস্ট-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৮ উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণের পূর্বে উপাত্ত কোডিং,ডিকোডিং এবং ট্রায়াংগুলেশন এর মাধ্যমে প্রসেস করা হয়েছে। উপাত্ত দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমত: মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত সংগ্রহের পর এবং দ্বিতীয়ত: গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে টেবুলেশন করা হয়েছে। সংখ্যাত্মক এবং বা বর্ণনামূলক (Narrative) উভয় প্রকারের উপাত্ত পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসপিএসএস/এমএস এক্সসেল সফটওয়ার এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ পরিসংখ্যানিক কৌশল ব্যবহার করা এবং গুনগত তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য গননিবেশন টেবিল, শতাংশ, কেন্দ্রীয় প্রবনতা (মধ্যমা-গড়) চার্ট এবং গ্রাফ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার জন্য এমএস ওয়ার্ড সফটওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। ডাটা স্ক্রীনিং এর ক্ষেত্রে আমরা চলকসমূহের কোডিং, আউটলায়ার ও তথ্যের অনুপস্থিত মান বিবেচনা করে হিসেব করেছি যেখানে তথ্যের অনুপস্থিত মান < 1% ছিল। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২.৯ পরিমাণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

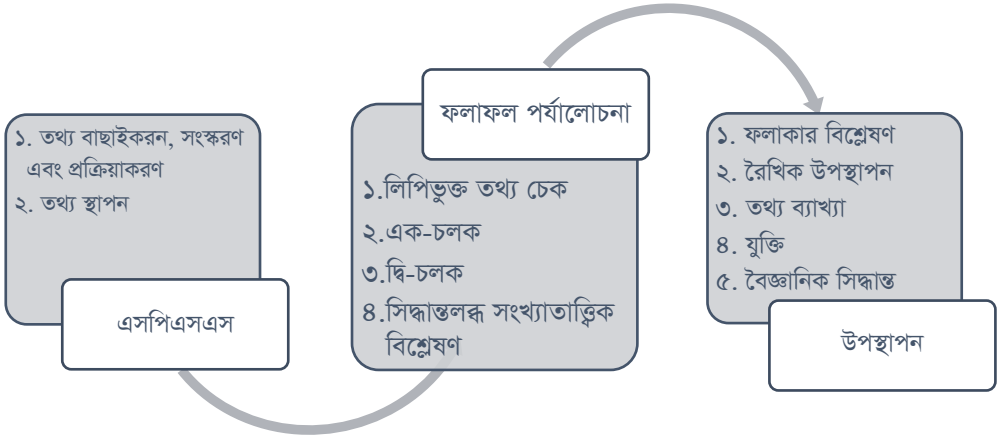

লেখচিত্র *2* পরিমাণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

মূল প্রক্রিয়াকরনে এসপিএসএস সফ্টওয়ারটি ব্যবহার করা হয়েছে। এসপিএসএস তথ্যসমূহ নিপূণভাবে পরিচালনা ও রহস্যোদ্ধারের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী টুল। এখানে তথ্য বাছাইকরন, সংস্করন, প্রক্রিয়াকরন এবং সে সাথে তথ্য স্থাপনের জন্য এসপিএসএস ব্যবহার করা হয়েছে।

ফলাফল পর্যালোচনাঃ এসপিএসএস সফ্টওয়ারে যেসব তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো ভালোমত চেক করে নেয়া হয়েছে যাতে কোনো তথ্য বাদ না পরে। তারপরে সেগুলো এক-চলক নাকি দ্বি-চলক তা নির্ধারন করে সফ্টওয়ারটিতে ইনপুট দেয়া হয়েছে। সমস্ত ইনপুট দেয়া শেষ হলে সেগুলোকে সংখ্যাতাত্তিক বিশ্লেষণ এবং ফলাফল নির্ণয় করা হয়েছে।

উপস্থাপনঃ এসপিএসএস বা এমএস এক্সসেল যে ফলাফল দিবে তা উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বিভিন্ন গ্রাফ, চার্ট অথবা টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে । বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অবশ্যই তা যুক্তিসম্মত ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে। সবশেষে ফলাফল পর্যালোচনা করে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে ।

২.১০ গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য ব্যাখ্যা

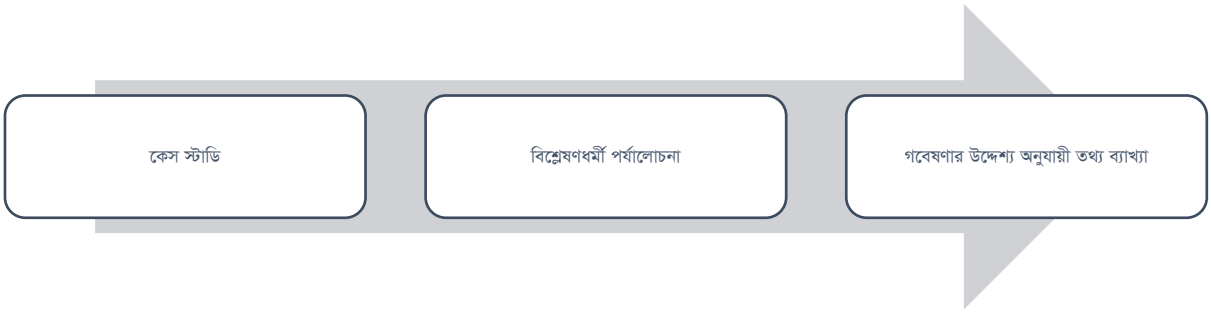

লেখচিত্র *3* গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য ব্যাখ্যা

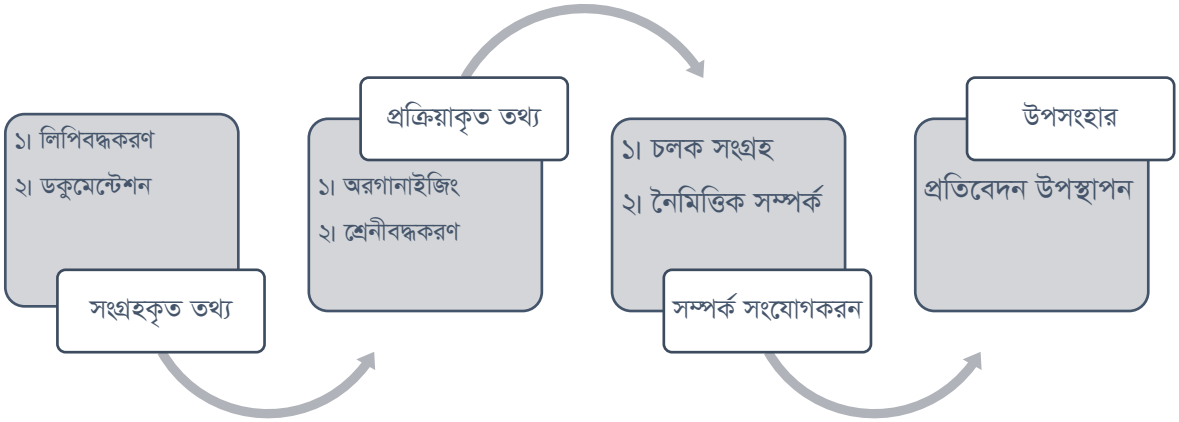

লেখচিত্র *4* তথ্য ব্যাখ্যা

এখানে মূলত সংগ্রহকৃত তথ্য কিভাবে প্রক্রিয়াজাতকরন করা হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছে কেজ স্টাডির কথা। এই প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত তথ্যকে আগে বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা করা হয়েছে । তারপর আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পর্যালোচিত তথ্যকে সুন্দরমত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অন্যান্য পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য প্রথমে লিপিবদ্ধ করে তারপর গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী সেগুলো ডকুমেন্টেশন করা হয়েছে। এরপর এগুলো সাজানো এবং শ্রেণীবদ্ধকরনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরন করা হয়। সম্পর্কসংযোজনের ক্ষেত্রে চলক সংগ্রহ খুবই সংবেদনশীল বিষয়।

এর ক্ষেত্রে অনেক সচেতন থাকতে হয়। দুই ধাপে সম্পর্কসংযোজন করা হয়- ১. চলক সংগ্রহের মাধ্যমে ২. সংগ্রহীত তথ্যর মধ্যে নৈমিত্তিক সম্পর্ক নির্ধারন করা হয়েছে। সবশেষে বিশ্লেষিত ও সম্পর্কিত তথ্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১১ তথ্য ট্রায়াংগুলেশণ কৌশল

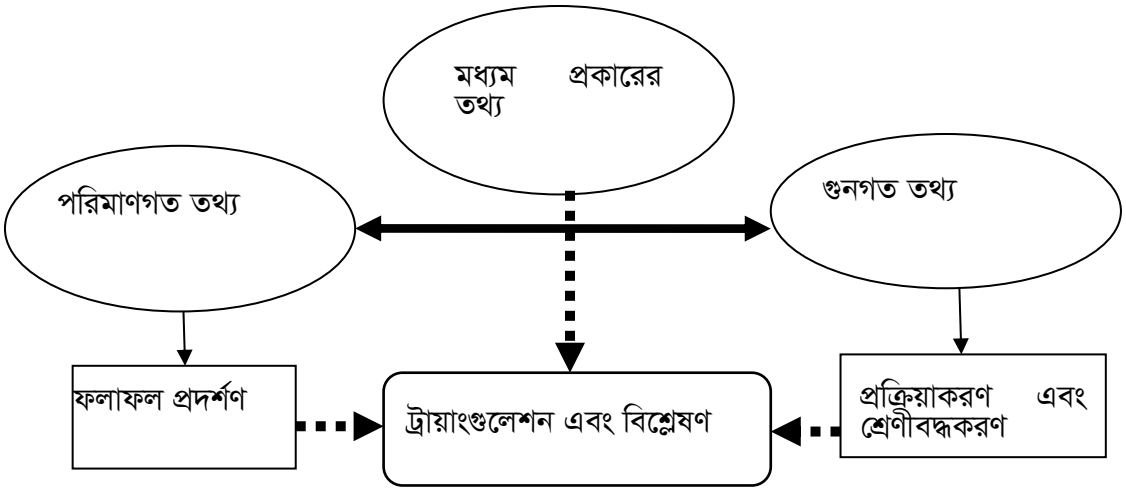

লেখচিত্র *5* তথ্য ট্রায়াংগুলেশণ

ট্রায়াংগুলেশন মানে হচ্ছে দুটি স্বতন্ত্র গবেষণা পদ্ধতির ডেটা তুলনামূলক এবং গবেষণা অনুসন্ধানে সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বা নাও হতে পারে। উপরন্তু, যখন দুই বা ততোধিক ডেটা সেটে অভিসারী ফলাফল পাওয়া যায় তখন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারন হচ্ছে ডাটা সেটগুলো ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

এখানে পরিমানগত ও গুনগত মধ্যম প্রকারের তথ্যকে ট্রায়াংগুলেট করার কৌশল দেখানো হয়েছে।

পরিমানগত তথ্যের ফল প্রদর্শন করার পর এবং গুনগত তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণের পর এবং একই সাথে মধ্যম প্রকারের তথ্যগুলোকে ট্রায়াংগুলেশন এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে

২.১২ গবেষণার চলকসমূহের সংগায়ন

সাজাপ্রাপ্ত আসামীঃ একজন দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা এবং তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারাবাস প্রদান করা হয়েছে।

পুনর্বাসনঃ কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের কারাভোগের পরে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে পুনঃপ্রবর্তন বা সমাজের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

পুনঃঅপরাধঃ একজন ব্যক্তির কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার বা পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরে পুনরায় অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণঃ প্রশিক্ষণ হলো একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কারাবন্দীদের কার্য সম্পাদন উপযোগী যোগ্যতা, দক্ষতা, সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। ফলে বন্দীদের পেশাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞাতা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক পুনঃবাসন সহজ হয়।

২.১৩ গবেষণার নৈতিক বিবেচনা

এই গবেষণালব্ধ ফলাফল বাংলাদেশে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে নতুন কৌশল বা নীতিমালা তৈরিতে ভুমিকা রাখবে। এই গবেষণাটি আশ্বস্ত করে যে, অত্র গবেষণায় অংশগ্রহণে কোন প্রকার ঝুঁকি নেই। প্রদত্ত তথ্যগুলো যথাযথ গোপনীয়তার সাথে শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে। কোন প্রকাশ্য প্রতিবেদন কিংবা বিশ্লেষণে আমরা এমন কোন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবো না যা অংশগ্রহণকারীর কিংবা তার পরিবারের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নাম ও পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে এবং নির্দিষ্টভাবে কোন বিশ্লেষণই তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে না। সংগৃহীত উপাত্ত পাসওয়ার্ড কর্তৃক সুরক্ষিত কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে। শুধুমাত্র এই গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত গবেষকগণই এই উপাত্ত দেখতে পারবেন।

৩। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ

৩.১ উত্তরদাতাদের জনমিতিক ও আর্থসামাজিক তথ্যাবলীঃ

৩.১.১ উত্তরদাতাদের বয়স

সমীক্ষাটিতে বাংলাদেশের জেলখানায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানার জন্য ১৫০ জন ব্যক্তির উপর নমুনা জরিপ করা হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ন্যূনতম বয়স ছিল ১৯ বছর। সমীক্ষা অনুসারে, উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৩৬ (SD 11.155) বছর এবং সর্বাধিক বয়স ৬৮ বছর । সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে সর্বাধিক ৫৫.৭ শতাংশ উত্তরদাতা যুবক - যুবতী (২১ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে), বয়োজ্যেষ্ঠ ১২.৬ শতাংশ (৫১ থেকে তদূরধ)। সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে যুবক যুবতীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

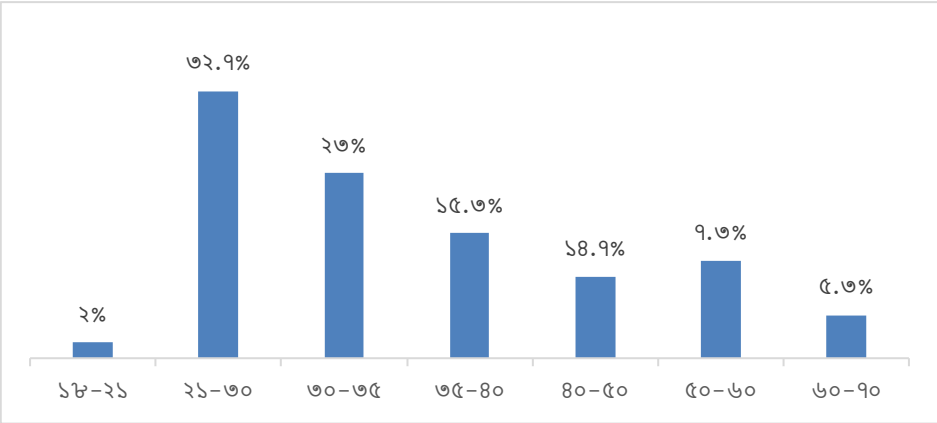

লেখচিত্র *6* উত্তরদাতাদের বয়স গ্রুপ

৩.১.২ উত্তরদাতাদের লিঙ্গ

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৫০। তাদের মধ্যে, মহিলা ২৮ শতাংশ এবং পুরুষ ৭২ শতাংশ। তৃতীয় লিঙ্গের কোন সাজাপ্রাপ্ত আসামী পাওয়া যায়নি। নিচের গ্রাফ থেকে স্পষ্ট যে সাজাপ্রাপ্ত আসামী পুরুষের সংখ্যা নারীর তুলনায় বেশি।

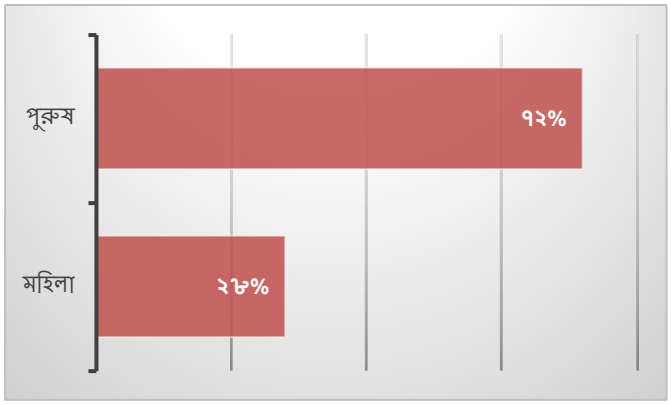

লেখচিত্র *7* উত্তরদাতাদের লিঙ্গ

৩.১.৩ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

জরিপে দেখা যাচ্ছে যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৬ শতাংশ বিবাহিত, এবং ১০ শতাংশ তালাকপ্রাপ্ত। অবিবাহিত সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা সবচেয়ে কম, মাত্র ৪ শতাংশ। জরীপে দেখা যাচ্ছে যে বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাধে জড়ানোর প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

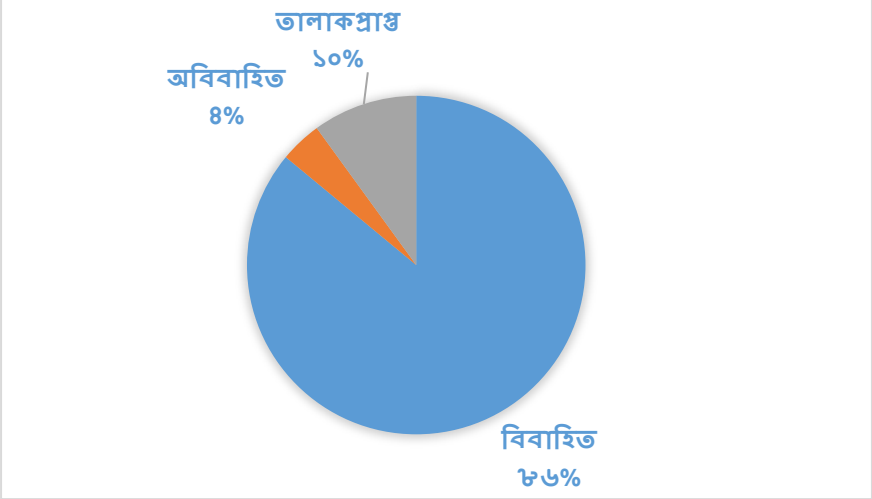

লেখচিত্র *8* উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

৩.১.৪ উত্তরদাতাদের ধর্ম

জরীপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর শতাংশ বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রকৃত শতাংশ উপস্থাপন করে। যদিও জরিপে শুধুমাত্র হিন্দু ও মুসলমানরা অংশ নিয়েছিল। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ৮৫.৩ শতাংশ , এবং হিন্দু ১৪.৭ শতাংশ ।

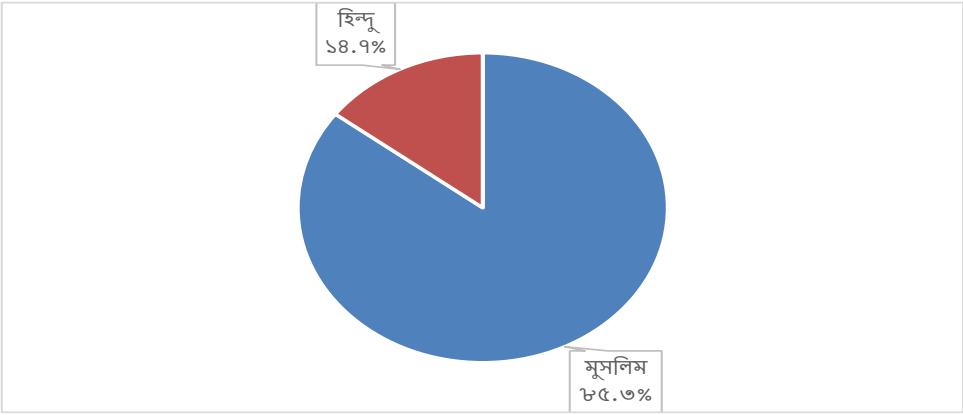

লেখচিত্র *9* উত্তরদাতাদের ধর্ম

৩.১.৫ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপে দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারীদের অন্তত ৪১% প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে রয়েছে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের মতো উচ্চশিক্ষা স্তরে কোনও অংশগ্রহণকারী নেই। দ্বিতীয় সর্বাধিক ৩২% অংশগ্রহণকারী আছে নিরক্ষর, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে আছে প্রায় ২১%, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আছে মাত্র ৬% । সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে এবং নিরক্ষরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

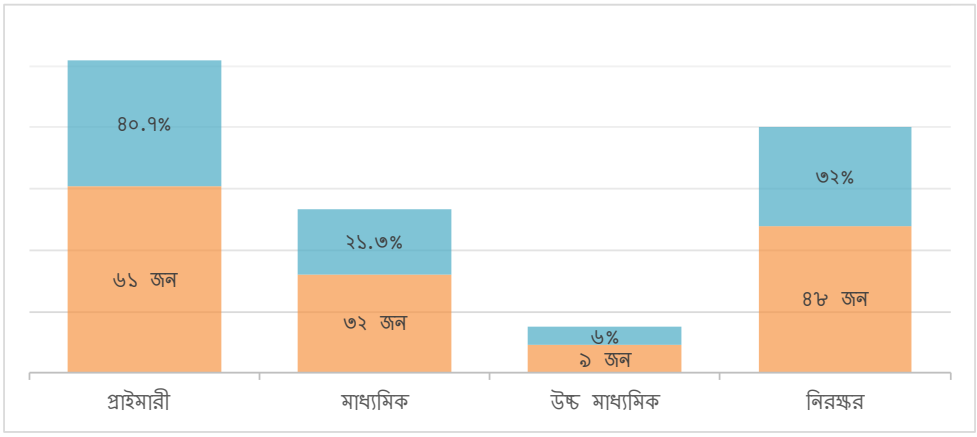

লেখচিত্র *10* অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

৩.১.৬ উত্তরদাতাদের পেশা

জরীপে অংশগ্রহণকারী সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে সর্বাধিক ২৮% দিন মজুর। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অংশগ্রহণকারীদের পেশা ড্রাইভার ২২%, ৮% বেকার রয়েছে। জেলে, বেসরকারি চাকরি, মেকানিক, ওয়েটার আছে ২% করে। গৃহিণী আছে ৬%, ব্যবসায়ী ৬% এবং কৃষিকাজ করে মাত্র ৪%। দিন মজুর এবং ড্রাইভারদের অপরাধে জড়ানোর হার বেশি।

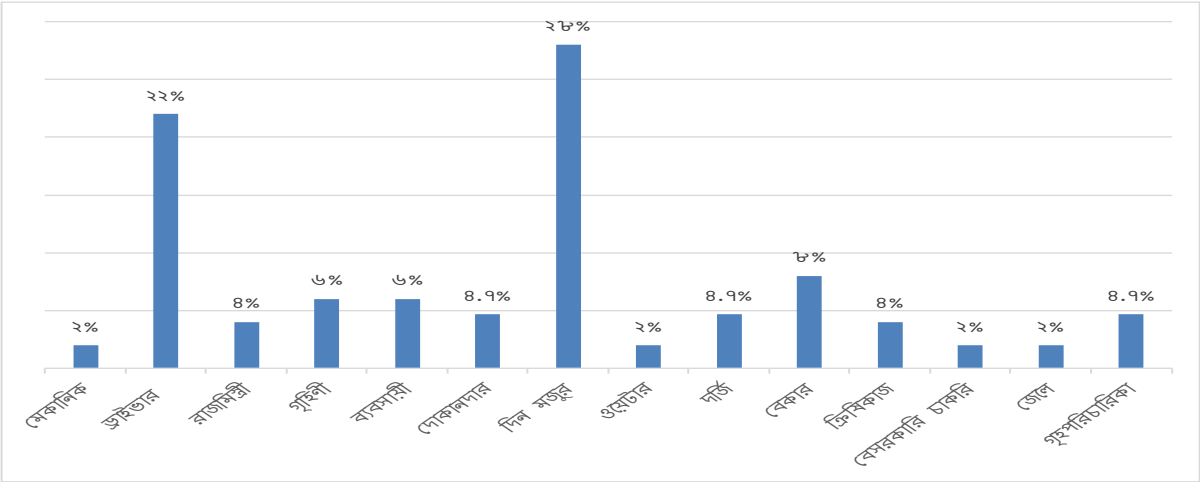

লেখচিত্র *11* অংশগ্রহণকারীদের পেশা

৩.১.৭ উত্তরদাতাদের আবাসনের প্রকৃতি

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছেন, প্রায় ৬৮ শতাংশ এবং প্রায় ৩২ শতাংশ শহুরে এলাকায় বসবাস করছেন। গ্রামীণ/প্রান্তিক এলাকায় অপরাধীর সংখ্যা বেশি।

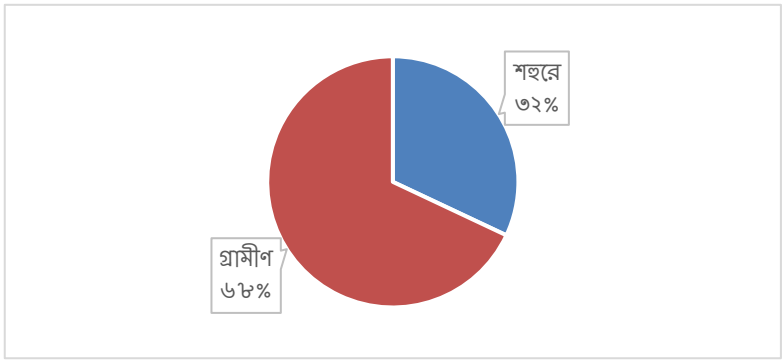

লেখচিত্র *12* অংশগ্রহণকারীদের আবাসনের প্রকৃতি

৩.১.৮ উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরন

সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫২ শতাংশ একক পরিবার এবং ৪৮ শতাংশ যৌথ পরিবারে বসবাস করে।উভয় ধরণের পরিবারের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যার তেমন বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নি।

৩.১.৯ উত্তদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪ জন ও ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যথাক্রমে ২৪% ও ১৯.৩% পরিবার রয়েছে। ২ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার রয়েছে মাত্র ৪% , ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার ১০%, ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার ১১.৩%, ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার ১৫.৩%, এবং

৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার রয়েছে ১৫.৩%। মাত্র ০.৭% পরিবার আছে ৯ সদস্য বিশিষ্ট। দেখা যাচ্ছে যে, সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে ৪ ও ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারে সংখ্যার হার সবচেয়ে বেশি।

টেবিল *4* পরিবারের সদস্য সংখ্যা

পরিবারের সদস্য	সংখ্যা	শতকরা
২ জন	৬	৪%
৩ জন	১৫	১০%
৪ জন	৩৬	২৪%
৫ জন	২৯	১৯.৩%
৬ জন	১৭	১১.৩%
৭ জন	২৩	১৫.৩%
৮ জন	২৩	১৫.৩%
৯ জন	১	০.৭%
মোটঃ	১৫০	১০০%

৩.১.১০ উত্তদাতাদের মাসিক আয়

উত্তরদাতা এবং তাদের পরিবারের গড় মাসিক আয় প্রায় ১১৩০০ টাকা হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে ৮% ব্যক্তির আয় ০-৫০০০ এর মধ্যে (৫ জন ব্যক্তির কোন আয় নেই)। ৩৯.৩% এর ৬০০০ থেকে ১০০০০, ৪৮.৭% এর ১১০০০ থেকে ২০০০০, এবং ৪% এর মাসিক আয় ২১০০০ থেকে ২৫০০০ টাকা এবং সর্বাধিক আয় ছিল ২৫০০০ টাকা।

এখানে স্পষ্ট যে, সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে ১১০০০ থেকে ২০০০০ টাকা আয়কারীর সংখ্যার হার সবচেয়ে বেশি।

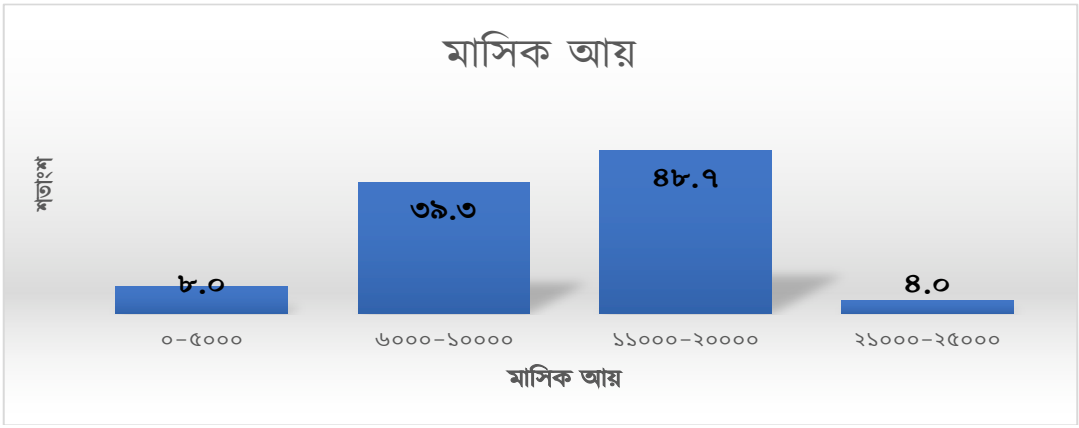

লেখচিত্র *13* উত্তরদাতাদের মাসিক আয়

৩.১.১১ উত্তদাতাদের মাসিক ব্যয়

উত্তরদাতা এবং তাদের পরিবারের গড় মাসিক ব্যয় প্রায় ১১৮১৩ টাকা , যেখানে ৬.৭% এর মাসিক ব্যয় ২০০০ থেকে ৫০০০, ৩০.৭% এর ৬০০০ থেকে ১০০০০, ৫২% এর ১১০০০ থেকে ২০০০০, এবং মাত্র ৪% এর মাসিক ব্যয় ২১০০০ থেকে ২৫০০০ টাকার মধ্যে।

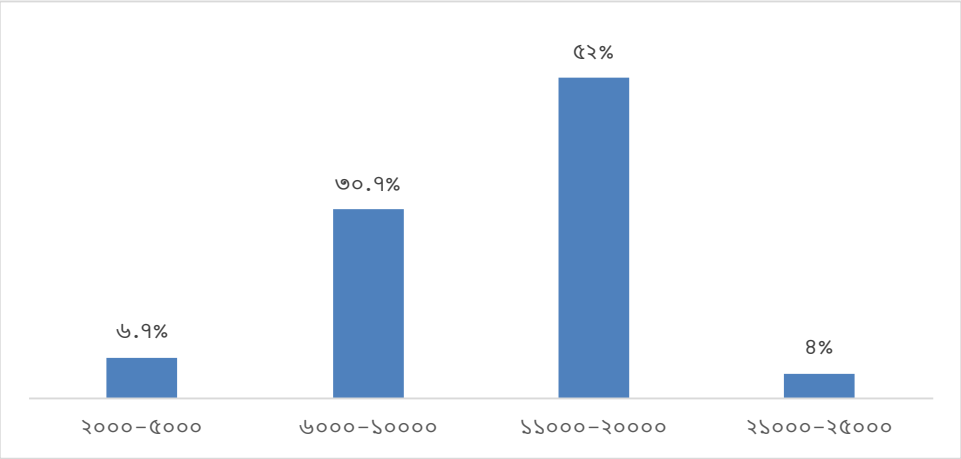

লেখচিত্র *14* উত্তরদাতাদের মাসিক ব্যয়

৩.২ উত্তরদাতাদের অপরাধের ধরণ ও প্রকৃতি

৩.২.১ উত্তরদাতারা যে ধরণের অপরাধের জন্য সাজা ভোগ করেছেন

জরিপ অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৬.৭% মাদক মামলার আসামী ছিলেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩.৩% চুরির মামলা, তৃতীয় সর্বোচ্চ ১১.৩% সরকারি জমি দখল মামলা, ৯.৩% বন উজাড় মামলা, ৮.৭% নারী নির্যাতন মামলা, ৬% মারামারির মামলা, ৫% শিশু নির্যাতন মামলা, ৪.৭% হত্যা চেষ্টার মামলা, ৩% ডকুমেন্ট জালিয়াতির মামলা, এবং সবচেয়ে কম ২% অস্ত্র মামলার আসামী ছিলেন।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী আমরা বলতে পারি সমাজে মাদকের সাথে জড়িত অপরাধীর সংখ্যা অনেক বেশি।

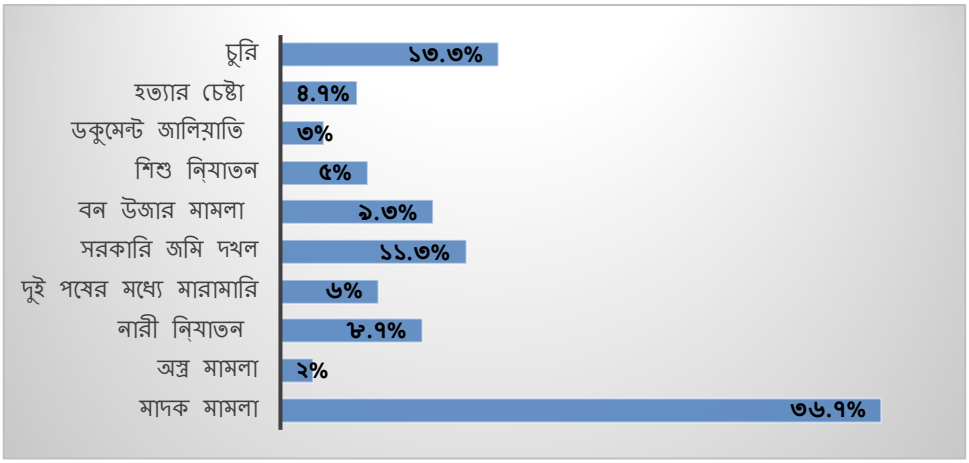

লেখচিত্র *15* অপরাধের ধরন ও সংখ্যা

৩.২.২ সাজাভোগের সময়কাল (মাস)

নিচের রেখাচিত্র থেকে স্পষ্ট যে, সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে ১ মাস এবং ৩ মাস সাজা ভোগকারী আসামীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যথাক্রমে ২১.৩% এবং ২০.৭%। ২ মাস এবং ৬ মাস ১১.৩% করে, ১৪ মাস ৫.৩%, ১৮ মাস ৪%, ২৪ মাস ৩.৩%। সর্বোচ্চ ৪২ মাস জেল খেটেছে মাত্র ১.৩%।

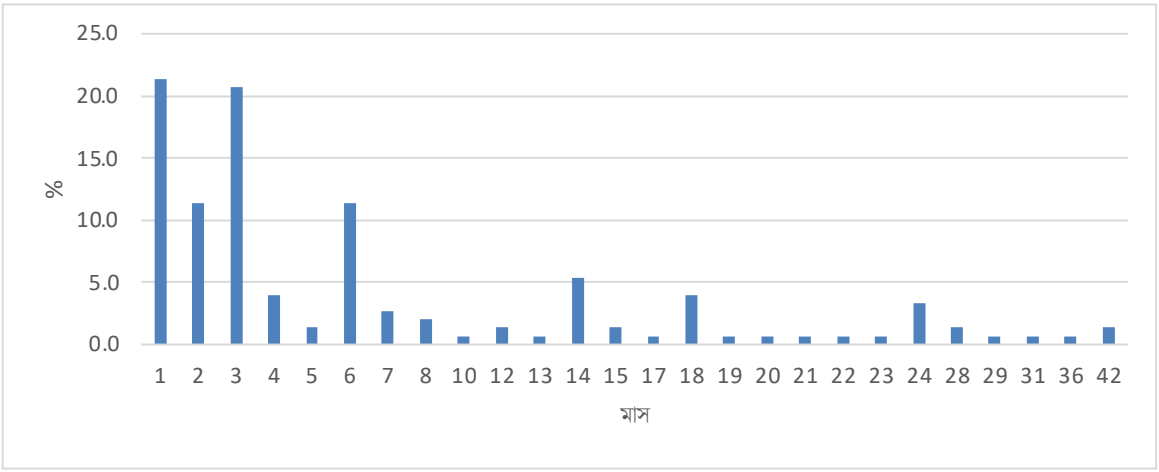

লেখচিত্র *16* উত্তরদাতাদের সাজাভোগের সময়কাল

৩.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ১: সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণ করা

ফৌজদারি অপরাধের বন্দীদের জন্য বাণিজ্য ও প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কয়েদিদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের অনেক সুবিধা রয়েছে, ব্যক্তির নিজের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি হল অপরাধীদের পুনর্বাসন করা এবং পুনরায় অপরাধের সম্ভাবনা হ্রাস করা। বন্দীদেরকে

ব্যবহারিক দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করার মাধ্যমে ট্রেড এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা মুক্তির পরে তাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাদের বিপণনযোগ্য দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার মাধ্যমে, এই প্রোগ্রামগুলির লক্ষ্য হল পুনরায় অপরাধের ঝুঁকি হ্রাস করা এবং সমাজে তাদের সফল পুনঃএকত্রীকরণকে সহজতর করা।

৩.৩.১ কারাগারে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের প্রকৃতি

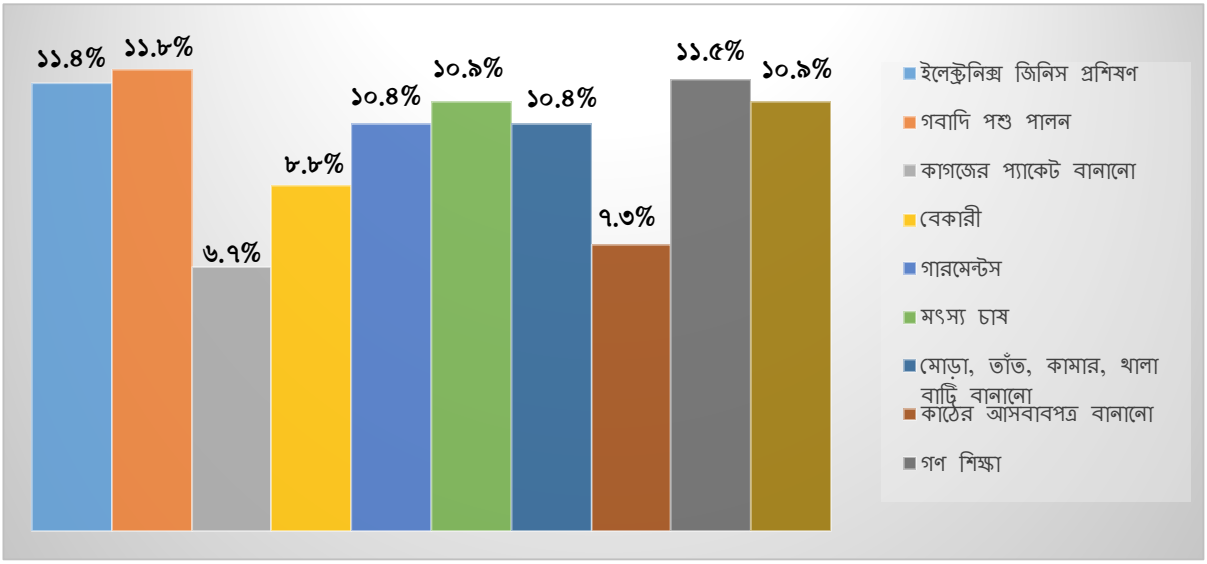

লেখচিত্র *17* জেলখানায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ

গবাদি পশু পালন ১১.৮%, ইলেক্ট্রনিক্স প্রশিক্ষণ ১১.৪%, কাগজের প্যাকেট বানানো ৬.৭%, বেকারী ৮.৮%, গার্মেন্টস ১০.৪%, মৎস্য চাষ ১০.৯%, কারিগরি কাজ ১০.৪%, কাঠের কাজ ৭.৩%, গণ শিক্ষা ১১.৫% ও অন্যান্য ১০.৯% হারে আসামীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে।

গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে দেখা যায় যে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বন্দীদের মধ্যে যারা করেন না তাদের তুলনায় তাদের পুনর্বিচারের হার কম থাকে। যখন ব্যক্তিরা ব্যবহারিক দক্ষতায় সজ্জিত হয় এবং অর্থপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়, তখন তাদের পুনরায় অপরাধ করার সম্ভাবনা কম থাকে। ব্যবসা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্থিতিশীলতা এবং উদ্দেশ্যের অনুভূতির জন্য একটি পথ সরবরাহ করে, অপরাধ এবং কারাবাসের চক্রকে হ্রাস করে।

৩.৩.২ গৃহীত প্রশিক্ষণের ধরন

জরিপ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৬৮% কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, ১৬% করেছেন কারিগরি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ। ১২% আসামী কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নি, এবং মাত্র ৪% শুধুমাত্র তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এখানে স্পষ্ট যে, জেলখানায় বেশিরভাগ কারিগরি প্রশিক্ষণ এর উপর জোর দেয়া হয়।

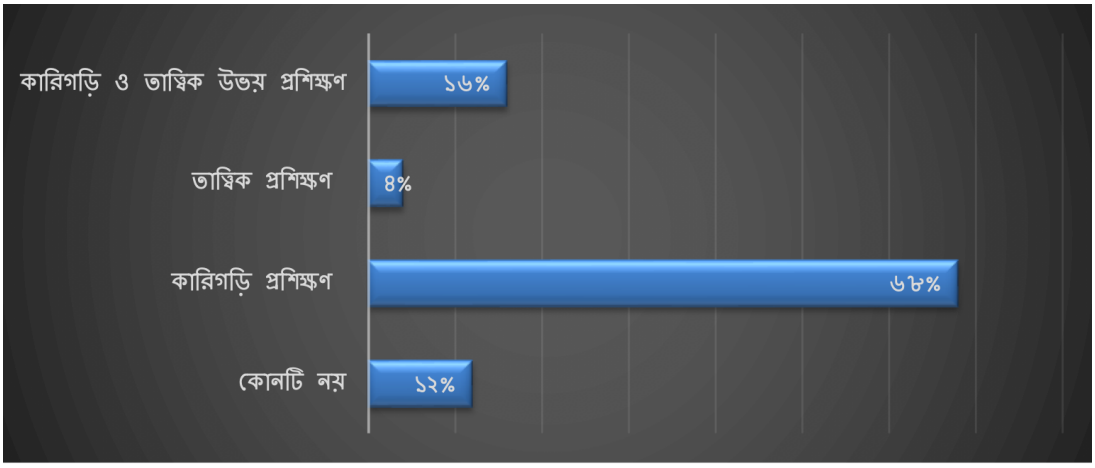

লেখচিত্র *18* আসামীদের গৃহীত প্রশিক্ষণ

৩.৩.৩ গৃহীত প্রশিক্ষনের সময়কাল (মাস)

মোট ১৩২ জন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সর্বোচ্চ ২৬% প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন মাত্র ১ মাস, ১৩.৩% প্রশিক্ষণ নিয়েছেন মাত্র ২ মাস । এক বছর থেকে দেড় বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৭% আসামী এবং দুই বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন মাত্র ২% আসামী। মাত্র এক মাস প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী আসামীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

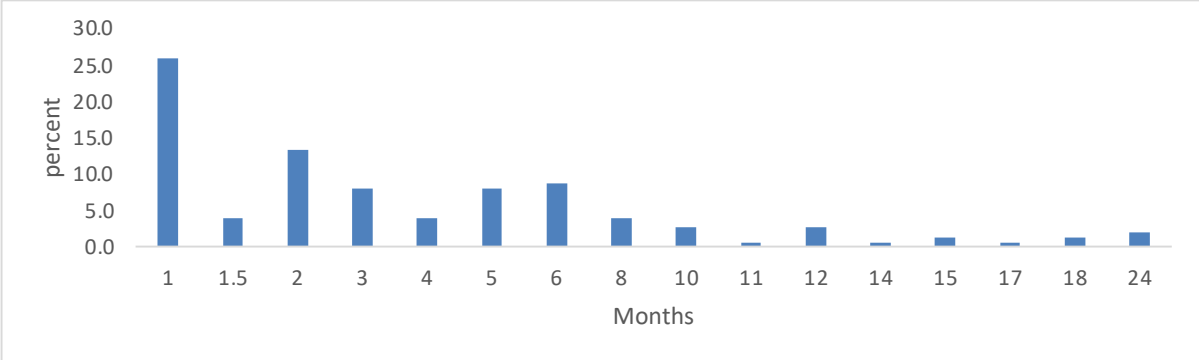

লেখচিত্র *19* গৃহীত প্রশিক্ষণের সময় (মাস)

৩.৩.৪ প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল

এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ কি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, এই প্রশ্নে ৬৮% মনে করেন প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই, ২০% মনে করেন প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো দরকার। অবশিষ্ট ১২% আসামী কোন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেনি। অধিকাংশের মতে প্রশিক্ষণের সময় না বাড়িয়ে প্রশিক্ষণের মান আরো উন্নত করতে হবে।

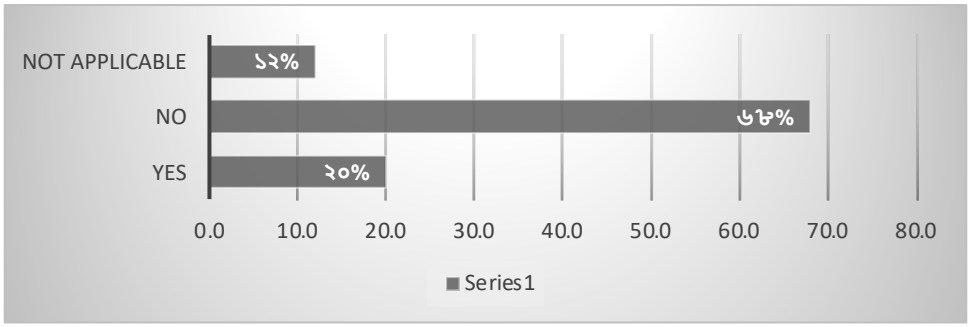

লেখচিত্র *20* প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি

৩.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ২: কোন ধরনের প্রশিক্ষণ আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখে তা অনুসন্ধান করা।

বাণিজ্য এবং প্রশিক্ষণে নিযুক্ত হওয়া বন্দীদের ব্যক্তিগত বিকাশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এটি তাদের নতুন দক্ষতা অর্জন করতে, আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে এবং কৃতিত্বের অনুভূতি বিকাশ করতে দেয়। একটি ট্রেড শেখা উদ্দেশ্য এবং দিকনির্দেশের অনুভূতি প্রদান করতে পারে, ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং আত্মসম্মানকে উন্নীত করতে পারে। ব্যক্তিগত উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বন্দীদের ইতিবাচক পছন্দ করার এবং একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য প্রচেষ্টা করার সম্ভাবনা বেশি।

বন্দীদের জন্য ট্রেড এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বিনিয়োগের ফলে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদী খরচ সাশ্রয় হতে পারে। যখন প্রাক্তন বন্দীরা সফলভাবে সমাজে পুনঃসংযোগ করে, তখন তাদের নতুন অপরাধ করার সম্ভাবনা কম থাকে, বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ কমায়। অধিকন্তু, কর্মসংস্থান এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচীর উপর বোঝা হ্রাস করে, কারণ ব্যক্তিরা আর্থিকভাবে নিজেদের সমর্থন করার জন্য আরও ভালভাবে সজ্জিত।

বন্দীদের জন্য ব্যবসা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রোগ্রামগুলি অপরাধীদের পুনর্বাসনে অবদান রাখে, তাদের কর্মসংস্থান বাড়ায়, পুনর্বিবেচনার হার হ্রাস করে, ব্যক্তিগত উন্নয়নকে উন্নীত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী খরচ সঞ্চয় করে। বন্দীদের ব্যবহারিক দক্ষতায় সজ্জিত করার মাধ্যমে, সমাজ তাদের জীবন পুনর্গঠনের এবং মুক্তির পর উৎপাদনশীল নাগরিক হওয়ার সুযোগ দিতে পারে।

৩.৪.১ প্রশিক্ষণের সময় বৃদ্ধি

সর্বমোট ৩৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রশিক্ষণের সময় ২ মাস বাড়ানোর জন্য মতামত দিয়েছেন ৯.৩%, ৩ মাস বলেছেন ৪.৭%, ৬ মাস বলেছেন ৪%, ৪ মাস বলেছেন ২%, ১ মাস বলেছেন ১.৩% এবং সবচেয়ে কম ০.৭% মতামত দিয়েছেন ৫ মাস বৃদ্ধি করার জন্য।

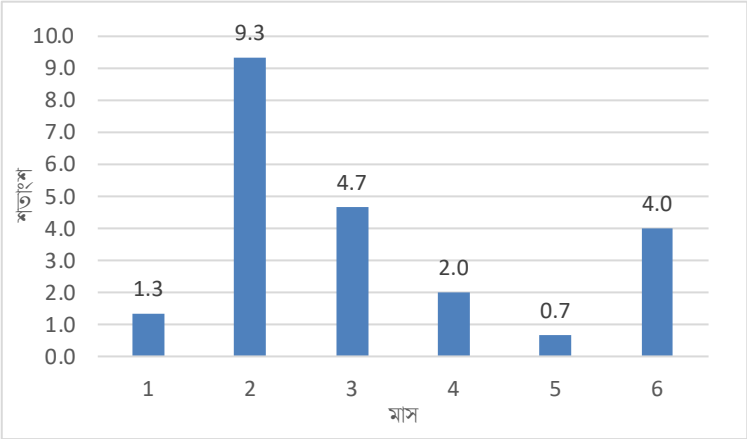

লেখচিত্র *21* প্রশিক্ষণের সময় বৃদ্ধি (মাস)

৩.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য ৩: আসামীদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রশিক্ষণের প্রভাব অনুসন্ধান করা

গবেষণা ধারাবাহিকভাবে দেখায় যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বন্দীদের মধ্যে যারা করেন না তাদের তুলনায় তাদের পুনর্বিচারের হার কম থাকে। যখন ব্যক্তিরা ব্যবহারিক দক্ষতায় সজ্জিত হয় এবং অর্থপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়, তখন তাদের পুনরায় অপরাধ করার সম্ভাবনা কম থাকে। ব্যবসা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্থিতিশীলতা এবং উদ্দেশ্যের অনুভূতির জন্য একটি পথ সরবরাহ করে, অপরাধ এবং কারাবাসের চক্রকে হ্রাস করে।

৩.৫.১ পুনঃঅপরাধের কারণসমূহ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪% পুনঃঅপরাধের কারণ হিসেবে সামাজিক কারনকে দায়ী করেছেন, ১৯.৩% অর্থনৈতিক কারণ, ২৪% সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় কারণ, ১৪% লোভ, ৮% নৈতিকতার অভাব, ৬% অপরাধ প্রবণতা, ২.৭% আইনের প্রয়োগের অভাব, এবং ২% প্রশিক্ষণের অভাবকে পুনঃঅপরাধের কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

টেবিল *5* পুনঃঅপরাধের কারণসমূহ

পুনঃঅপরাধের কারণ	সংখ্যা	শতাংশ
সামাজিক কারণ	৩৬	২৪%
অর্থনৈতিক কারণ	২৯	১৯.৩%
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় কারণ	৩৬	২৪%
লোভ	২১	১৪%
নৈতিকতার অভাব	১২	৮%
অপরাধ প্রবণতা	৯	৬%
আইনের প্রয়োগের অভাব	৪	২.৭%
প্রশিক্ষণের অভাব	৩	২%
মোটঃ	১৫০	১০০%

৩.৫.২ যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে পুনঃঅপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে

কোন অপরাধের ক্ষেত্রে পুনঃঅপরাধ হবার সম্ভাবনা বেশি?, এই প্রশ্নের উত্তরে সবচেয়ে বেশি ৬০% বলেছেন মাদকের কথা, ২০% মাদক এবং চুরি উভয় অপরাধ, ৯.৩% বলেছেন চুরি, ৬.৭% বলেছে রাজনৈতিক সহিংসতা, এবং সবচেয়ে কম ৪% বলেছেন ধর্ষণের কথা।

জরীপে মাদক মামলার আসামীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং জরীপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে পুনঃঅপরাধের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশি মানুষ মাদক সংক্রান্ত অপরাধ সংগঠিত হবার কথা বলেছেন।

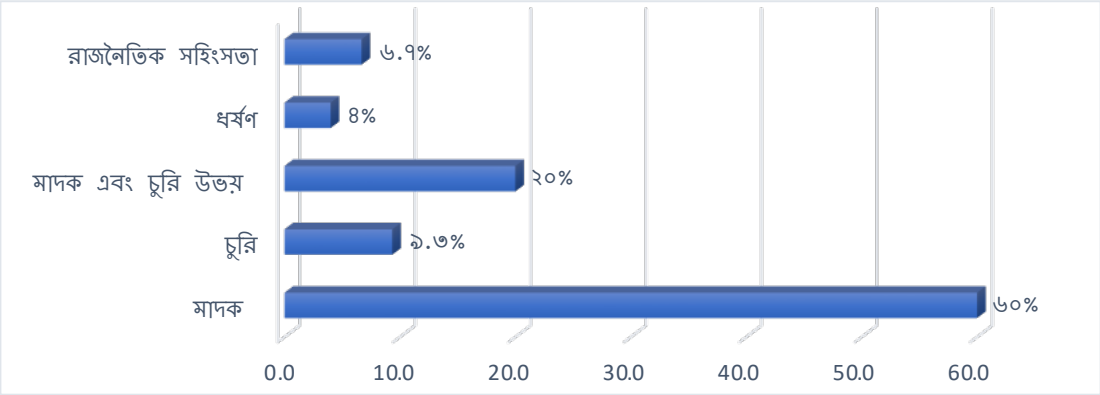

লেখচিত্র *22* যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে পুনঃঅপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে

৩.৫.৩ কারামুক্তরি পর পুনঃঅপরাধে যুক্ত হবার সময়কাল

৫০% মনে করেন কারামুক্তির ১-২ বছরের মধ্যে পুনঃঅপরাধে যুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, ৪২.৭% মনে করেন ২-৩ বছরের মধ্যে, ৫.৩% মনে করেন ০-১ বছরের মধ্যে এবং সবচেয়ে কম ২% মনে করেন ৩-৪ বছরের মধ্যে পুনঃঅপরাধে যুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং অধিকাংশ উত্তরদাতা (প্রায় ৯৩%) মতামত দিয়েছেন যে কারামুক্তির ১-৩ বছরের মধ্যে পুনঃঅপরাধে যুক্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে।

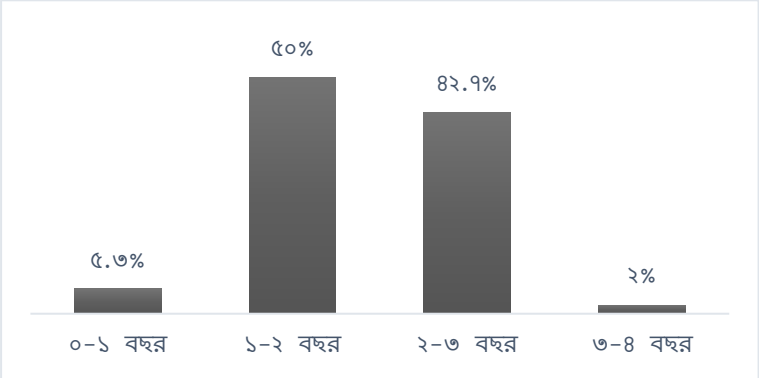

লেখচিত্র *23* পুনঃঅপরাধে যুক্ত হবার সময়

৩.৫.৪ পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য প্রশিক্ষণ

উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে, ৪০% বলেছেন পুনঃঅপরাধ রোধে কারিগড়ি প্রশিক্ষণ, ২৮% সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, ১৪% কাওন্সিলিং, ৪% কারিগড়ি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ, ৪% ম্যানেজমেন্ট, এবং ২% উত্তরদাতা গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮% এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন এই ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণা নেই। এখানেও বেশিরভাগ উত্তরদাতা কারিগড়ি প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন।

টেবিল *6* পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	শতকরা
সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ	৪২	২৮%
কারিগড়ি প্রশিক্ষণ	৬০	৪০%
কাওন্সিলিং	২১	১৪%
কোন ধারণা নেই	১২	৮%
কারিগড়ি এবং তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ	৬	৪%
ম্যানেজমেন্ট	৬	৪%
গণশিক্ষা কার্যক্রম	৩	২%
মোটঃ	১৫০	১০০%

৩.৫.৫ প্রশিক্ষণের কারণ

৩৮% মনে করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়, ২৬% মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য, ১২% নিজের অপরাধের ভুল বুঝতে পারে, ১০% সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে, ৩.৩% কাজে পারদর্শী হয়, ২% অপরাধ থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করে, ০.৭% অর্থনৈতিক সচ্ছলতা তৈরি হয় বলে মনে করেন। এবং ৮% উত্তরদাতার এই ব্যাপারে কোনো ধারণা নাই। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এইসব প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় বেশি।

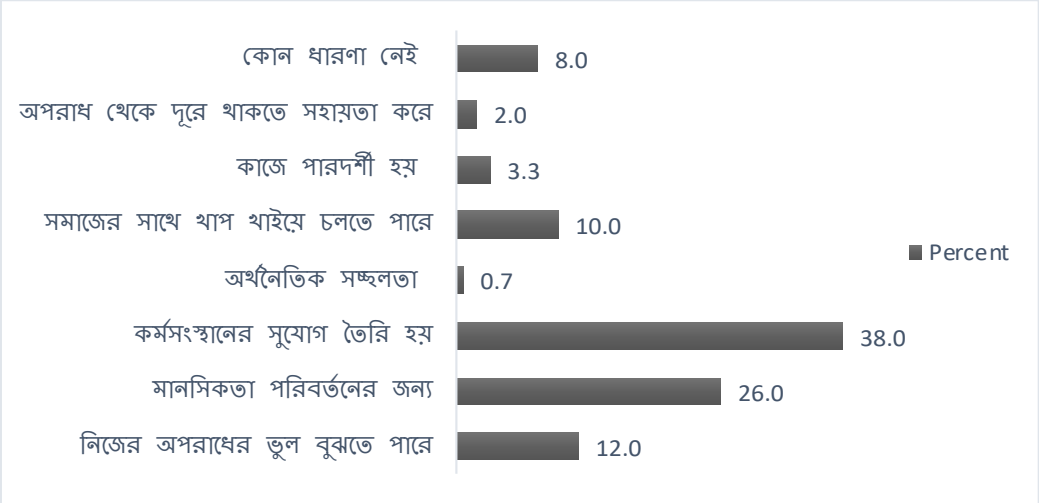

লেখচিত্র *24* পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণ

৩.৫.৬ পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণ গ্রহণ

৩৮% অংশগ্রহণকারী পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ৬২% কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নি। দেখা যাচ্ছে যে পুনঃঅপরাধ রোধে বেশিরভাগ আসামী কোন প্রশিক্ষণ নেয় নি। পুনঃঅপরাধ রোধ করতে হলে আর বেশি সংখ্যক কয়েদীকে পুনঃঅপরাধ রোধের প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

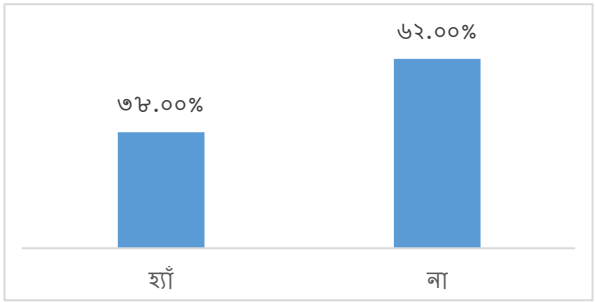

লেখচিত্র *25* পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণ গ্রহণের চিত্র

৩.৫.৭ গৃহীত প্রশিক্ষণের ধরণ

১৫০ জনের মধ্যে ৩৮% পুনঃঅপরাধের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ৫৭ জন (৩৮%) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ ৩৬.৮%, তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ ৪৫.৬%, এবং কারিগড়ি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ১৭.৫%। সব আসামীদের ক্ষেত্রেই কারিগড়ি প্রশিক্ষণে সম্পৃক্তির হার সবচেয়ে বেশি।

টেবিল *7* পুনঃঅপরাধ রোধে গৃহীত প্রশিক্ষণের ধরণ

প্রশিক্ষণের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
কারিগরি প্রশিক্ষণ	২১	১৪%	৩৬.৮%
তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ	২৬	১৭.৩%	৪৫.৬%
কারিগরি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ	১০	৬.৭%	১৭.৫%
মোটঃ	৫৭	৩৮%	১০০%
কোন প্রশিক্ষণ নেয় নি	৯৩	৬২%	
সর্বমোটঃ	১৫০	১০০%	

৩.৫.৮ পুনঃঅপরাধ

কারাভোগ করার পর ১৫% আসামী পুনঃঅপরাধের সাথে জড়িত হয়েছেন এবং ৮৫% উত্তরদাতা কোন অপরাধে জড়িত হয় নি। পুনঃঅপরাধে জড়ানো ১৫% আসামীর মাত্রা আরো কমাতে চাইলে পুনঃঅপরাধ রোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের হার আরো বাড়াতে হবে।

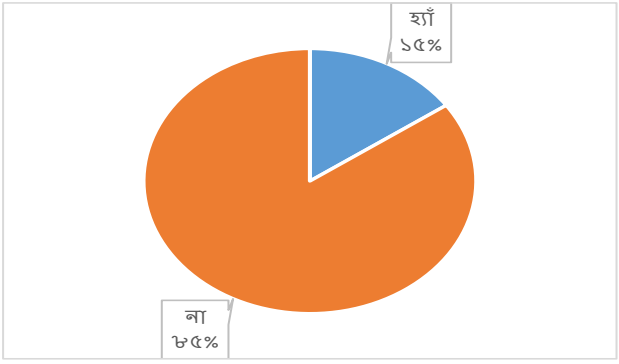

লেখচিত্র *26* পুনঃঅপরাধে জড়িত হবার চিত্র

৩.৫.৯ পুনরায় জড়িত অপরাধের ধরন

১৫০ জনের মধ্যে ১৫%(২৩ জন) পুনঃঅপরাধ করেছেন।

পুনঃঅপরাধকারী আসামীদের মধ্যে ৮২.৬% মাদক, এবং ১৭.৪% জুয়ার সাথে যুক্ত হয়েছেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে মাদক সংক্রান্ত অপরাধে পুনরায় জড়ানোর হার অনেক বেশি।

টেবিল *৪* পুনঃঅপরাধে জড়িত হবার চিত্র

অপরাধ	সংখ্যা	বৈধ শতাংশ
মাদক	১৯	৮২.৬%
জুয়া	৪	১৭.৪%
মোটঃ	২৩	১০০%
পুনঃঅপরাধ করে নি	১২৭	
মোটঃ	১৫০	

৩.৫.১০ পুনঃঅপরাধের পেছনে কারণ

৪৭.৭% সামাজিক অবহেলা, ৩৪.৮% লোভ, ৪.৩% বেকারত্ব, এবং ১৩% প্রতিবেশীর প্ররোচনায় পুনঃঅপরাধের সাথে জড়িত হয়েছেন।

সুতরাং, সামাজিক অবহেলা পুনঃঅপরাধ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা পালন করে বলে অধিকাংশ উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন।

টেবিল *৯* পুনঃ অপরাধের পেছনে কারণ

কারণসমূহ	সংখ্যা	বৈধ শতকরা
লোভ	৮	৩৪.৮%
সামাজিক অবহেলা	১১	৪৭.৮%
প্রতিবেশীর প্ররোচনা	৩	১৩%
বেকারত্ব	১	৪.৩%

৩.৫.১১ উত্তরদাতাদের গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা

এই প্রশ্নের উত্তরে অকার্যকর হয়েছে বলে মনে করেন ১২.৭%, অকার্যকর হয় নি বলে মনে করেন ৪৩.৩% । ৪৪% পুনঃঅপরাধ রোধে কোনো প্রশিক্ষণ নেই নি।

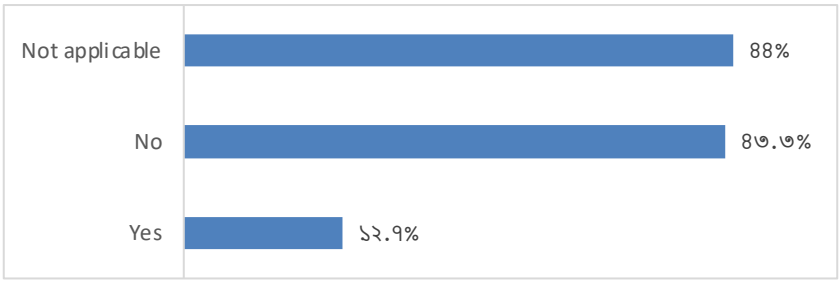

লেখচিত্র ৩৫ গৃহীত প্রশিক্ষণটি কি অকার্যকর বিবেচ্য হবে

৩.৫.১২ প্রশিক্ষণ অকার্যকর হবার কারণ

গৃহীত প্রশিক্ষণ অকার্যকর হবার কারণ হিসেবে ৪৪.৪% পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, ২২.২% সামাজিক অবহেলা, ১৬.৭% অপরাধ প্রবণতা না কমা, ১১.১% মূলধনের অভাবকে দায়ী করেছেন। আর ৫.৬% কোন কারণ উল্যেখ করতে পারে নি।

এখানে, গৃহীত প্রশিক্ষণ অকার্যকর হবার কারণ হিসেবে প্রশিক্ষণের অভাব ও সামাজিক অবহেলার কথা বলেছেন সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা।

টেবিল *10* প্রশিক্ষণ অকার্যকর হবার কারণ

কারনসমূহ	সংখ্যা	বৈধ শতকরা
পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব	৮	৪৪.৪%
কোন ধারণা নাই	১	৫.৬%
সামাজিক অবহেলা	৪	২২.২%
অপরাধ প্রবণতা কমে নি	৩	১৬.৭%
মূলধনের অভাব	২	১১.১%
মোটঃ	১৮	১০০%

পুনঃঅপরাধের ক্ষেত্রে কারাগারে অপরাধীদের প্রশিক্ষণের অভাব সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামতঃ

৩৮% পুরোপুরি একমত, ৪২% একমত, ১৪% আংশিক একমত, ৪% একমত নন, এবং ২% পুরোপুরি একমত নন।

অর্থাৎ বেশিরভাগ সাজাপ্রাপ্ত আসামী মনে করেন অপরাধীদের প্রশিক্ষণের অভাবই পুনঃঅপরাধ করার ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা মনে করেন। মাত্র ৬% উত্তরদাতা এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

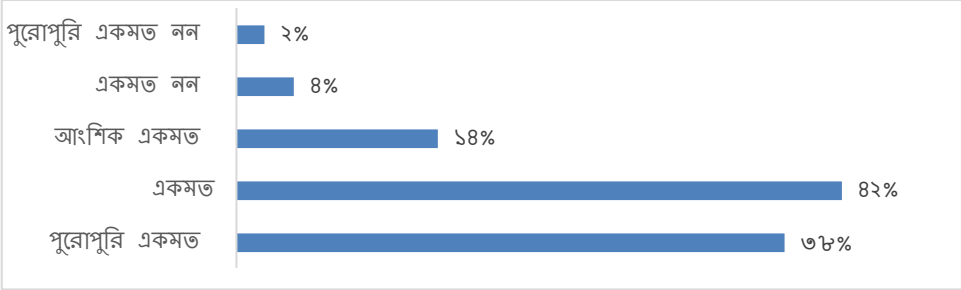

লেখচিত্র *27* মতামতের চিত্র

৩.৫.১৩ পুনঃঅপরাধ রোধকল্পে কার্যকরী প্রশিক্ষণ

উত্তরদাতাদের মতে পুনঃ অপরাধ রোধকল্পে বেশি কার্যকরী প্রশিক্ষণর তালিকায় ২২% ধর্মীয় শিক্ষা, ২০% ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ ১৬% সামাজিক মূল্যবোধ, ১৬% কারিগরি প্রশিক্ষণ। গবাদি পশু পালন ও ব্যবসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ ৬% করে, ৪% কারিগড়ি ও তাত্ত্বিক উভয়ই, ২ % মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ক্রমানুসারে রয়েছে। এবং ৮% উত্তরদাতার এই বিষয়ে কোন ধারণা নাই।

ধর্মীয় শিক্ষা পুনঃঅপরাধ রোধে বেশি কার্যকর বলে মনে করেন অধিকাংশ উত্তরদাতা।

টেবিল *11* পুনঃঅপরাধ রোধকল্পে কার্যকরী প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণসমূহ	সংখ্যা	শতকরা
কারিগড়ি প্রশিক্ষণ (হাতের কাজ)	২৪	১৬%
কোন ধারণা নাই	১২	৮%
সামাজিক মূল্যবোধ	২৪	১৬%
কারিগড়ি ও তাত্ত্বিক উভয়ই	৬	৪%
গবাদি পশু পালন	৯	৬%
ধর্মীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ	৩৩	২২%
ব্যবসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ	৯	৬%
ইলেক্ট্রনিক্স প্রশিক্ষণ	৩০	২০%
মৎস্য চাষ	৩	২%
মোটঃ	১৫০	১০০%

৩.৫.১৪ প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার কারণঃ

৪০% মনে করেন কর্মসংস্থান তৈরি হয়, ৩৬.৭% বলেন নিজেকে সংশোধন করা যায়, ৪.৭% মনে করেন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসে, ৪.৭% মনে করেন নিজেকে কাজে মধ্যে ব্যস্ত রাখা যায়, ৪% মনে করেন সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, ২ % বলেন সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। এবং ৮% উত্তরদাতার কোন ধারণা নেই।

টেবিল *12* প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার কারণ

কারণ সমূহ	সংখ্যা	শতাংশ
কর্মসংস্থান তৈরি হয়	৬০	৪০%
নিজেকে সংশোধন করা যায়।	৫৫	৩৬.৭%
অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসে	৭	৪.৭%
নিজেকে কাজে মধ্যে ব্যস্ত রাখা যায়	৭	৪.৭%
কোন ধারণা নাই	১২	৮%
সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায়	৩	২%
সচেতনতা বৃদ্ধি পায়	৬	৪%
মোটঃ	১৫০	১০০%

৩.৫.১৫ পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে প্রশিক্ষণের ভুমিকা

১৫০ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৬৪% মনে করেন যে জেলখানায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ অপরাধীর পুনঃবাসন এবং পুনঃঅপরাধ রোধে ভূমিকা পালন করে। বাকি ৩৬% মনে করেন জেলখানায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে কোন ভূমিকা পালন করে না । প্রশিক্ষণের মান আর উন্নত করতে হবে।

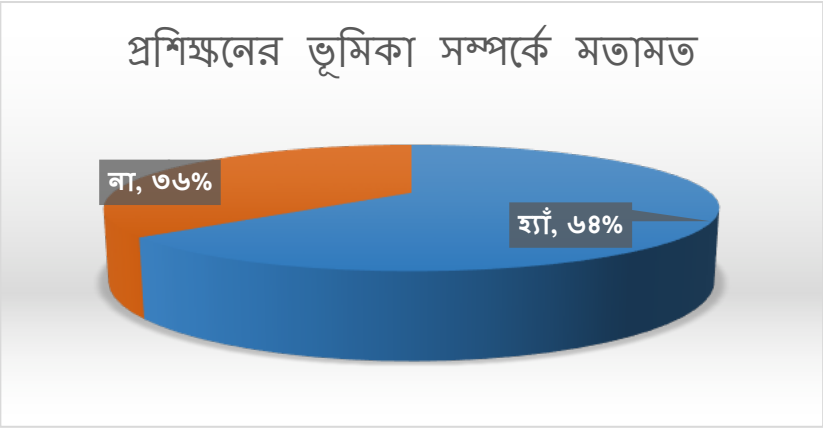

লেখচিত্র *28* প্রশিক্ষনের ভূমিকা সম্পর্কে মতামত

১৫০ জনের মধ্যে ৯৬ জন মনে করেন জেলে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে ভূমিকা পালন করে। এই ৯৬ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৯.৬% মনে করেন বিদ্যমান প্রশিক্ষণ অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে। এবং ২৯.২% মনে করেন এই প্রশিক্ষণগুলো

অপরাধীকে সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে ও পুনঃবাসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১২.৫% মনে করেন কর্মসংস্থান তৈরি হয়, ১১.৫% বলেছেন নির্দিষ্ট কাজে পারদর্শী হয়েছেন, ৪.২% নিজেকে পরিবর্তন করার সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে করেন এবং ৩.১% বলেছেন মানসিক ও অর্থনৈতিক সাপোর্ট এর কথা। দেখা যাচ্ছে যে, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী আসামীদের মধ্যে পুনঃঅপরাধ থেকে বিরত থেকেছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ।

টেবিল *13* জেলে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের ভূমিকা

ভূমিকা	সংখ্যা	শতকরা
সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে	২৮	২৯.২%
অপরাধ থেকে বিরত রাখে	৩৮	৩৯.৬%
কর্মসংস্থান তৈরি হয়	১২	১২.৫%
নির্দিষ্ট কাজে পারদর্শী হয়	১১	১১.৫%
মানসিক ও অর্থনৈতিক সাপোর্ট	৩	৩.১%
নিজেকে পরিবর্তন করার একটি সুযোগ	৪	৪.২%

৩.৫.১৬ লিঙ্গভেদে পুনঃঅপরাধের হার

মহিলা সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে ২১.৪% পুনঃ অপরাধের সাথে জড়িত হয়েছেন। এবং পুরুষের মধ্যে ১৩% কারামুক্তির পর পুনরায় অপরাধের সাথে জড়িত হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে যে, মহিলাদের মধ্যে পুনঃঅপরাধে জড়ানোর হার বেশি।

টেবিল *14* লিঙ্গভেদে পুনঃঅপরাধে জড়ানোর হার

		কারামুক্তির পর আপনি কি পুনঃঅপরাধে জড়িত হয়েছেন?		
		হ্যাঁ	না	মোটঃ
লিঙ্গ	মহিলা	২১.৪%	৭৮.৬%	১০০%
	পুরুষ	১৩%	৮৭%	১০০%

৩.৫.১৭ অপরাধের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা

মাদক মামলার আসামীদের মধ্যে ২৩.৯% ভালো, ১০.৯% খুব ভালো, ১০.৯% আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, ২.২% হতাশা দূর হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এবং সবচেয়ে বেশি ৫২.২% বলেছেন পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নেই। অস্ত্র মামলার আসামী সকলেই বলেছেন প্রশিক্ষণ ভাল ভূমিকা পালন করেছে।

নারী নির্যাতন মামলার আসামীদের মধ্যে ৫০% মনে করেন তাদের গৃহীত প্রশিক্ষণ সামাজিক পুনঃবাসনে ভালো ভূমিকা পালন করেছে। তবে ৪১.৭% বলেছেন, সামাজিক পুনঃবাসনে গৃহীত প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নেই।

মারামারির মামলার আসামীদের মধ্যে বেশিরভাগ উত্তরদাতাই প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন, তবে ১৬.৭% আসামী পুনঃবাসনে প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নাই বলে মতামত দিয়েছেন। সরকারি জমি আত্মসাৎ মামলার আসামীদের মধ্যে ২৫% বলেছেন সামাজিক পুনঃবাসনে প্রশিক্ষণ কোন ভূমিকা পালন করে নি ।

বন উজার মামলার আসামীদের একটা বড় অংশ ৪২.৯% প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে নেতিবাচক মতামত দিয়েছেন। ৩৫.৭% বলেছেন আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, ২১.৪% বলেছেন তাদের হতাশা দূর হয়েছে। শিশু নির্যাতন মামলার আসামীদের বেশিরভাগ উত্তরদাতা প্রশিক্ষণের ভুমিকার ইতিবাচক মতামত দিয়েছেন, তবে ১২.৫% প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নাই বলে মতামত দিয়েছেন।

হত্যার চেষ্টা মামলার আসামীদের সকলেই বলেছেন সামাজিক পুনঃবাসনে গৃহীত প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নেই। চুরির মামলার আসামীদের মধ্যে ৩৫% সামাজিক পুনঃবাসনে প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নাই বলে মতামত দিয়েছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে জেলখানায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ তেমন কোন ভূমিকা পালন করে না।

টেবিল *15* অপরাধের ধরণ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ভুমিকার চিত্র

		সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা					মোট
		ভালো	খুব ভালো	কোন ভূমিকা নেই	আত্মবিস্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে	হতাশা দূর হয়েছে	
কোন অপরাধের জন্য সাজাভোগ করেছেন?	মাদক	২৩.৯%	১০.৯%	৫২.২%	১০.৯%	২.২%	১০০%
	অস্ত্র	১০০%					১০০%
	নারী নির্যাতন	৫০%		৪১.৭%	৮.৩%		১০০%
	দুই পক্ষের মারামারি	৫০%	১৬.৭%	১৬.৭%	১৬.৭%		১০০%
	সরকারি জমি আত্মসাৎ	৮.৩%	৫০%	২৫%	৮.৩%	৮.৩%	১০০%
	বন উজাড়			৪২.৯%	৩৫.৭%	২১.৪%	১০০%
	শিশু নির্যাতন		৩৭.৫%	১২.৫%	৩৭.৫%	১২.৫%	১০০%
	ডকুমেন্ট জালিয়াতি				৭৫%	২৫%	১০০%
	হত্যার চেষ্টা			১০০%			১০০%
	চুরি	৪৫%	১৫%	৩৫%	৫%		১০০%
মোটঃ		২৫%	১৩.৬%	৪০.৯%	১৫.২%	৫.৩%	১০০%

৩.৫.১৮ অপরাধের ধরণ অনুযায়ী পুনঃঅপরাধে জড়ানোর হার

মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে ২৩.৬% কারামুক্তির পর পুনরায় অপরাধের সাথে জড়িত হয়েছেন। নারী নির্যাতন মামলার ১৫.৪%, মারামারির মামলার ১১.১%, সরকারি জমি আত্মসাৎ মামলার ৫.৯%, শিশু নির্যাতন মামলার ২৫%, হত্যার চেষ্টা মামলার ৪২.৯% এবং চুরির মামলার ৫% আসামী পুনঃঅপরাধের সাথে জড়িত হয়েছেন।

অস্ত্র মামলা, বন উজাড়, এবং ডকুমেন্ট জালিয়াতি মামলার কোন আসামী পুনঃঅপরাধ করে নি।

টেবিল *16* অপরাধের ধরণ অনুযায়ী পুনঃঅপরাধে জড়ানোর চিত্র

		কারামুক্তির পর আপনি কি পুনঃঅপরাধে জড়িত হয়েছেন?	
		হ্যাঁ	না
কোন অপরাধের জন্য সাজাভোগ করেছেন?	মাদক	২৩.৬%	৭৬.৪%
	অস্ত্র		১০০%
	নারী নির্যাতন	১৫.৪%	৮৪.৬%
	দুই পক্ষের মারামারি	১১.১%	৮৮.৯%
	সরকারি জমি আত্মসাৎ	৫.৯%	৯৪.১%
	বন উজাড়		১০০%
	শিশু নির্যাতন	২৫%	৭৫%
	ডকুমেন্ট জালিয়াতি		১০০%
	হত্যার চেষ্টা	৪২.৯%	৫৭.১%
	চুরি	৫%	৯৫%

৩.৫.১৯ প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা

কারিগড়ি প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী আসামীদের মধ্যে ৩৮.৫%, তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৫০%, এবং কারিগড়ি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ২৭.৩% বলেছেন সামাজিক পুনঃবাসনে তাদের গৃহীত প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নেই।

তবে কারিগড়ি এবং কারিগরি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী আসামীদের অধিকাংশই প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ভুমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

টেবিল *17* প্রশিক্ষণের ধরণের সাথে সামাজিক পুনঃবাসনের জন্য গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা

		সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা					
		ভালো	খুব ভালো	কোন ভূমিকা নেই	আত্মবিস্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে	হতাশা দূর হয়েছে	মোট
আপনি কোন ধরণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন?	কোন প্রশিক্ষণ নেই নি			১০০%			১০০%
	কারিগড়ি প্রশিক্ষণ	২১.৯%	১৮.৮%	৩৮.৫%	১৬.৭%	৪.২%	১০০%
	তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ			৫০%	৫০%		১০০%
	কারিগড়ি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ	৫৪.৫%		২৭.৩%	৪.৫%	১৩.৬%	১০০%

৩.৫.২০ প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী পুনঃঅপরাধে জড়ানোর হার

জেলখানায় কোন প্রশিক্ষণ নেয় নি এমন আসামীদের মধ্যে ৫.৬%, কারিগড়ি প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী আসামীদের মধ্যে ১৭.৬% এবং কারিগড়ি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ১৬.৭% কারামুক্তির পর পুনরায় অপরাধের সাথে জড়িত হয়েছেন।

শুধু তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কোন আসামী পুনরায় অপরাধের সাথে জড়িত হয় নি।

টেবিল *18* প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী পুনঃঅপরাধে জড়ানোর সম্পর্ক

		কারামুক্তির পর আপনি কি পুনঃঅপরাধে জড়িত হয়েছেন?		
		হ্যাঁ	না	মোট
আপনি কোন ধরণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন?	কোন প্রশিক্ষণ নেই নি	৫.৬%	৯৪.৪%	১০০%
	কারিগড়ি প্রশিক্ষণ	১৭.৬%	৮২.৪%	১০০%
	তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ		১০০%	১০০%
	কারিগড়ি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ	১৬.৭%	৮৩.৩%	১০০%

৩.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য ৪: প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মান যাচাই করা

৩.৬.১ গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা

লেখচিত্র থেকে স্পষ্ট যে, টোটাল উত্তরদাতার মধ্যে ৬৬% মনে করেন প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে। ২২% মনে করেন এই প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কোনো সাহায্য করে নি। অবশিষ্ট ১২% আসামী কোন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেনি। এই ১২% আসামীর প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তি করণ খুব জরুরী।

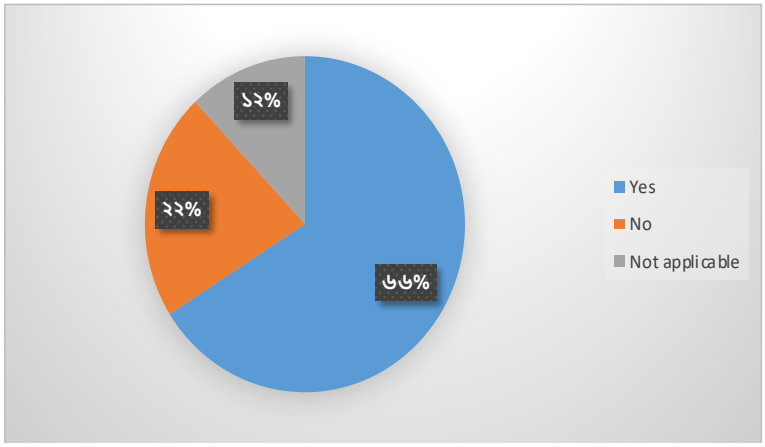

লেখচিত্র *29* গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা

৩.৬.২ উত্তরদাতাদের অর্জিত দক্ষতার ধরণ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী আসামীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৯.৩ শতাংশের নির্দিষ্ট কাজের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭.৩% মনে করেন এই প্রশিক্ষণ তাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। দেখা যাচ্ছে যে এই প্রশিক্ষণ পুনরায় অপরাধ থেকে বিরত রাখা ও পুনঃবাসনে তেমন ভূমিকা পালন করে নি। মাত্র ২% মনে করেন এই প্রশিক্ষণ পুনরায় অপরাধ থেকে বিরত রেখেছে, এবং মাত্র ৪.৭% মনে করেন এই প্রশিক্ষণ তাদেরকে সামাজিক পুনঃবাসনে সাহায্য করেছে। কর্মসংস্থান হয়েছে ৪.৭% এর, ৪% এর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছে, ২% ইলেক্ট্রনিক্স এক্সপার্ট এবং ২% পড়তে ও লেখতে শিখেছে।

টেবিল *19* প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত দক্ষতা

অর্জিত দক্ষতা	**সংখ্যা**	**শতকরা**	**সমষ্টিগত শতাংশ**
অপরাধ থেকে বিরত রাখে	৩	২%	৩%
নির্দিষ্ট কাজে পারদর্শী হয়	৫৯	৩৯.৩%	৬২.৬%
ইলেক্ট্রনিক্স এক্সপার্ট	৩	২%	৬৫.৭%
ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা	৬	৪%	৭১.৭%
পড়তে ও লেখতে শিখেছে	৩	২%	৭৪.৭%
মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে	১১	৭.৩%	৮৫.৯%
সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে	৭	৪.৭%	৯২.৯%
কর্মসংস্থান তৈরি হয়	৭	৪.৭%	১০০%

৩.৬.২ প্রশিক্ষকগণের আচরণ

৫২% বলেছেন প্রশিক্ষকদের আচরণ ভালো, ১৯.৩% মোটামুটি ভালো, ৪% খুব ভালো, ৪.৭% খারাপ, ৮% বলেছেন খুব খারাপ। এবং ১২% কোন প্রশিক্ষণ নেই নি। খুব কম সংখ্যক আসামী প্রশিক্ষকের আচরণ সম্পর্কে নেতিবাচক মতামত দিয়েছেন, তবে বাকি ১২% আসামী প্রশিক্ষণে অংশ নিলে আরো সঠিক তথ্য পাওয়া যেত।

টেবিল *20* প্রশিক্ষকগণের আচরণের স্তর

আচরণ	সংখ্যা	শতকরা
খুব ভালো	৬	৪%
ভালো	৭৮	৫২%
মোটামুটি ভালো	২৯	১৯.৩%
খারাপ	৭	৪.৭%
খুব খারাপ	১২	৮%
মোটঃ	১৩২	৮৮%
প্রশিক্ষণ নেই নি	১৮	১২%
সর্বমোটঃ	১৫০	১০০%

৩.৬.৩ প্রশিক্ষণে চাপ প্রয়োগমূলক কৌশল অবলম্বন

জেলখানায় কাজ শেখানোর জন্য কোন প্রকার চাপ প্রয়োগমূলক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে ১৪% উত্তরদাতা সম্মতি দিয়েছেন এবং ৮৬% এর মতে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগমূলক কৌশল অবলম্বন করা হয় নি। অর্থাৎ, জেলখানায় কেও চাইলে কাজে যে পারে আবার নাও যেতে পারে, এরকম মতামত দানকারী আসামীর সংখ্যা বেশি।

৩.৬.৪ চাপ প্রয়োগের ধরণ

২১ জন উত্তরদাতা জেলখানায় কাজ শেখানোর জন্য চাপ প্রয়োগের পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৮.৭% বলেছেন "জোর করে কাজে নিয়ে যেতেন"। "কাজে অনুপস্থিত থাকলে শাস্তি দিত" বলেছেন ২% উত্তরদাতা। কারাগারে "খারাপ আচরণ করত" বলেছেন ৩.৩% উত্তরদাতা।

টেবিল *21* চাপ প্রয়োগের ধরণ

চাপের ধরণ	সংখ্যা	শতাংশ	বৈধ শতাংশ
জোর করে নিয়ে যেত	১৩	৮.৭%	৬১.৯%
কাজে অনুপস্থিত থাকলে শাস্তি দিত	৩	২%	১৪.৩%
খারাপ আচরণ করত	৫	৩.৩%	২৩.৮%
মোট	২১	১৪%	১০০%

৩.৬.৫ উত্তরদাতাদের প্রশিক্ষণে সন্তুষ্টি স্তর

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ১৩২ জনের মধ্যে ৫৫.৩% সন্তুষ্ট, ৩৪.১% অনিশ্চিত, ৬.১% অসন্তুষ্ট, ২.৩% খুব অসন্তুষ্ট, এবং ২.৩% খুব সন্তুষ্ট।

প্রশিক্ষণে সন্তুষ্টির হার সবচেয়ে বেশি, তবে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ৩৪.১% আসামী সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির স্তর সম্পর্কে অনিশ্চিত। অর্থাৎ তারা নিরপেক্ষ অবস্থানে রয়েছে।

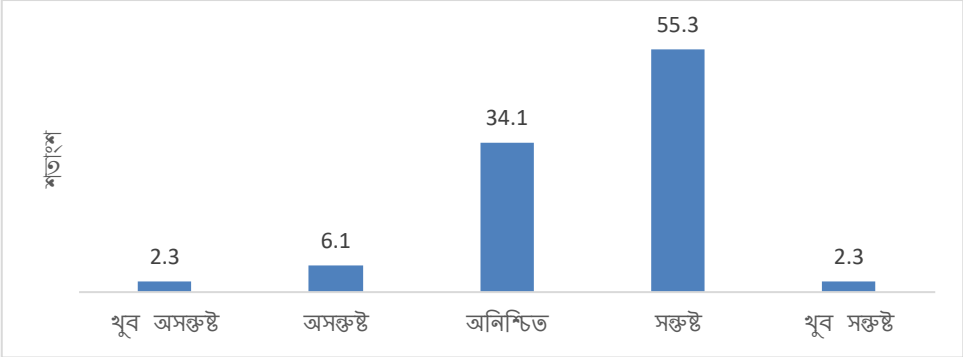

লেখচিত্র *30* প্রশিক্ষণের সন্তুষ্টি স্তর

৩.৬.৬ প্রশিক্ষকগণের আচরণ

এখানে উল্লেখযোগ্য ফলাফল হচ্ছে, প্রশিক্ষকগণের আচরণে সবথেকে বেশী কয়েদী সন্তুষ্ট যার মাত্রা ৫১.৩% (৭৭ জন)। নিরপেক্ষের তালিকায় আছে ৩২% এবং মাত্র ৭.৩% অপরাধী তাদের আচরণের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এখানেও নিরপেক্ষতার সংখ্যা অনেক বেশি।

টেবিল *22 প্রশিক্ষকগণের আচরণ*

আচরণ	সংখ্যা	শতকরা
খুব অসন্তুষ্ট	১০	৬.৭
অসন্তুষ্ট	১১	৭.৩
নিরপেক্ষ	৪৮	৩২.০
সন্তুষ্ট	৭৭	৫১.৩
খুব সন্তুষ্ট	৪	২.৭
মোট	১৫০	১০০.০

৩.৬.৭ সাজাভোগের পর সমাজে সম্মুখিত সমস্যা

পুরোপুরি একমত নন-১, একমত নন-২, নিরপেক্ষ-৩, একমত-৪, পুরোপুরি একমত-৫

লাইকার্ট স্কেলকে ইনটারভাল স্কেল হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে তথ্য সমন্বয়ে গড়ের হিসাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে, গড় ১-১.৮০ এর মধ্যে থাকলে তা পুরোপুরি একমত নন বুঝাবে, তেমনি ১.৮১-২.৬০ দ্বারা একমত নন, ২.৬১-৩.৪০ দ্বারা নিরপেক্ষ, ৩.৪১-৪.২০ দ্বারা একমত এবং ৪.২১-৫.০০ দ্বারা পুরোপুরি একমত বোঝাবে.

এখানে সবথেকে বেশী পুরোপুরি একমত পোষণ করেছে সমাজে হীনমন্যতা বোধ করা (৬৮%), আত্মীয় সজন দ্বারা অবহেলিত হওয়া (৫২%), প্রতিবেশীদের দ্বারা অবহেলিত হওয়া (৪৬%) এবং আত্মীয় সজনের সাথে সুসম্পর্ক হ্রাস পাওয়া (৪৪%) এ সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে। সেই সাথে এদের অগ্রাধিকার র‍্যাংক যথাক্রমে ১,৩,২ ও ৪। আবার পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করেছে কর্মসংস্থানের

সুযোগ না পাওয়া (৪৪%) এই সমস্যার ক্ষেত্রে। পরিবারের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে বাধাঁ পাওয়া সমস্যার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ছিলেন ২৫.৩%।

টেবিল *23* সাজাভোগের পর সমাজে সম্মুখিত সমস্যা

সমস্যা	পুরোপুরি একমত নন (%)	একমত নন (%)	নিরপেক্ষ (%)	একমত (%)	পুরোপুরি একমত (%)	মোট (%)	গড়	আদর্শ চ্যুতি	অগ্রাধিকার র‍্যাংক
১.পরিবারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি	৪	২৪	৬	৩২	৩৪	১০০	৩.৬৮	১.২৭৬	৮
২.সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হওয়া	২	২২	৬	৩৪	৩৬	১০০	৩.৮০	১.২০৪	৬
৩.কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাওয়া	৪৪	১৬	১৬	১৮	৬	১০০	২.২৬	১.৩৪৩	১০
৪.পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে বিরুপ পরিস্থিতির স্বীকার হওয়া	৮.৭	১৪	১০	৩২	৩৫.৩	১০০	৩.৭১	১.৩১২	৭
৫.আত্মীয় সজনের সাথে সুসম্পর্ক হ্রাস পাওয়া	২	১৮	৪	৩২	৪৪	১০০	৩.৯৮	১.১৭৮	৪
৬.পরিবারের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে বাধাঁ পাওয়া	২	২০.৭	২৫.৩	২২	৩০	১০০	৩.৫৭	১.১৭৮	৯
৭.সমাজে হীনমন্যতা বোধ করা	০	৮	০	২৪	৬৮	১০০	৪.৫২	০.৮৫৭	১
৮.প্রতিবেশীদের দ্বারা অবহেলিত হওয়া	১.৩	১৫.৩	৪	৩২.৭	৪৬.৭	১০০	৪.০৮	১.১১৪	২
৯.বন্ধু-বান্ধব দ্বারা অবহেলিত হওয়া	৪	১৪.৭	১০	২৯.৩	৪২	১০০	৩.৯১	১.২১২	৫
১০. আত্মীয় সজন দ্বারা অবহেলিত হওয়া	২	২০.৭	৪	২১.৩	৫২	১০০	৪.০১	১.২৫৬	৩

৩.৭ গবেষণার উদ্দেশ্য ৫: আসামীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তা চিহ্নিত করা

কর্ম সংক্রান্ত সমস্যা: পুনর্বাসনকৃত অসুস্থ, নিরাপদ, বা বয়োবৃদ্ধ আসামীদের জন্য কর্ম সংক্রান্ত সমস্যা উত্থাপিত হতে পারে। কর্মের অভাব বা অনান্য কর্মসংক্রান্ত সমস্যার জন্য তাদের চাকরি খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে, যা আর্থিক সমস্যা এবং সামাজিক বিলুপ্তির কারণ হতে পারে।

স্বাস্থ সেবা ও মানসিক স্বাস্থ্য: অনেক আসামীদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, অসুস্থতা বা স্ব-গৃহে আবদ্ধতা হতে পারে। তাদের জন্য উচিত স্বাস্থ্য সেবা ও মানসিক সমর্থন, তা না হলে সমস্যাগুলি দ্বিগুণ হতে পারে।

আর্থিক দুর্বলতা: অসুস্থ, বেকার, অভিযান্ত্রিক, স্থানান্তরিত বা অন্যান্য কারণে আসামীদের অর্থিক অবস্থা দুর্বল হতে পারে। যা পরবর্তীতে তাদের উচ্চতর আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তা: পুনর্বাসিত আসামীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে সমস্যা উত্থাপিত হতে পারে। সামাজিক স্থানান্তর, নিম্ন আর্থিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক মেলামেশার অভাব ইত্যাদি কারণে তারা সমাজে বিচ্ছিন্ন অনুভব করতে পারেন।

পরিবারিক সংকট: পুনর্বাসিত আসামীদের পরিবারিক সংকট উৎপন্ন হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক বিলুপ্তি, বিচ্ছিন্নতা, পরিবার সদস্যের সঙ্গে সংযোগের অভাব ইত্যাদি কারণে পরিবারিক সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে পুনর্বাসিত আসামীদের পরিবারগুলির উপর আর্থিক চাপ থাকে, যা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক ও আর্থিক সম্পদের ক্ষতি করতে পারে।

সাংস্কৃতিক বিপর্যয়: পুনর্বাসিত আসামীদের জন্য সাংস্কৃতিক বিপর্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হতে পারে। তাদের পূর্ববাসী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের বিক্ষিপ্ত সংগঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। এতে সংস্কৃতি, প্রথা, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি উপেক্ষিত হতে পারে এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও সমাজগত সম্পর্ক কমলে সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ অসমতা সৃষ্টি করতে পারে। সেইসাথে, পুনর্বাসিত আসামীদের পরিবারিক উন্নতি, পরিবার বন্ধন এবং পরস্পরের সম্পর্ক উন্নত করার জন্য সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় এবং সমাজ সমর্থন প্রদান করা প্রয়োজন।

সামাজিক স্থিতিকে (social stability) সমর্থনের অভাব: পুনর্বাসিত আসামীদের সামাজিক স্থিতির ক্ষেত্রে সমর্থন অভাব হতে পারে। তাদের নিজেদের প্রতি অসমর্থন হলে সামাজিক নেটওয়ার্ক, সমাজের কর্মসংস্থান, সংগঠিত সমাজের সদস্যদের সাথে সংযোগ উত্থাপন ও সম্প্রদায়িক পরিবেশ

খর্ব হতে পারে। এটি তাদের পরিবারিক এবং সামাজিক স্থিতির উন্নতি এবং পুনর্বাসনে সামাজিক স্থানান্তরের সময় সমন্বয় প্রয়োজন করে।

৩.৭.১ সাজাভোগের পর সমাজে সম্মুখিত সমস্যা সমাধানে গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা

সর্বমোট ১৫০ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ১৩২ জন (৮৮%) প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন, ১৩২ জনের মধ্যে ২৫% বলেছেন প্রশিক্ষণ ভালো সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, ১৩.৬% খুব ভালো, ৪০.৯% কোন ভূমিকা নেই বলেছেন, ১৫.২% বলেছেন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে, ৫.৩% বলেছেন এই প্রশিক্ষণ নেয়ার কারনে তাদের হতাশা কমেছে। সবথেকে বেশি উত্তরদাতা (৪০.৯%) বলেছেন সাজাভোগের পর সমাজে বিভিন্ন সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে এই প্রশিক্ষণ কোন ভূমিকা পালন করে নি। সুতরাং প্রশিক্ষণে উপরোক্ত সমস্যাগুলো নিয়ে বেশি কাজ করে দরকার।

টেবিল *24* সাজাভোগের পর সমাজে সম্মুখিত সমস্যা সমাধানে গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা

প্রশিক্ষণের ভূমিকা	সংখ্যা	মোট শতকরা	প্রশিক্ষণের শতকরা
ভালো	৩৩	২২%	২৫%
খুব ভালো	১৮	১২%	১৩.৬%
কোন ভূমিকা নেই	৫৪	৩৬%	৪০.৯%
আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে	২০	১৩.৩%	১৫.২%
হতাশা কমেছে	৭	৪.৭%	৫.৩%
মোট	১৩২	৮৮%	১০০%
প্রশিক্ষণ নেই নি	১৮	১২%	
সর্বমোটঃ	১৫০	১০০%	

৩.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য ৬: সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা কোন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী তা চিহ্নিত করা

৩.৮.১ আসামীরা যে ধরণের প্রশিক্ষণ বেশি নিতে ইচ্ছুক

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৪% মনে করেন আসামীরা কারিগড়ি প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক, ২৮% মনে করেন রান্নার কাজ, ৪% মনে করেন ধর্মীয় প্রশিক্ষণ, ২% করে মনে করেন ওয়েটার ও আর ২% মনে করেন আসামীরা তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক।

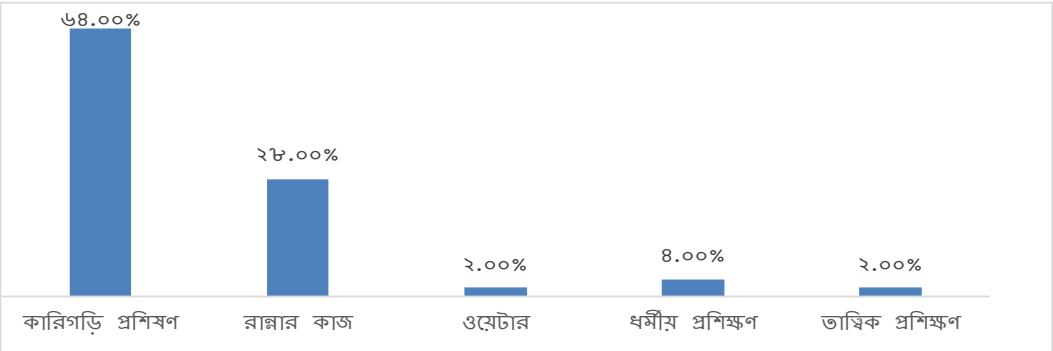

লেখচিত্র *31* আসামীদের পছন্দের প্রশিক্ষণ

৩.৮.২ পছন্দের প্রশিক্ষণ বেশি নেওয়ার কারণ

উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ পছন্দের কারণ হিসেবে ৪৮% মনে করেন " কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়", ২৮% মনে করেন সহজ কাজ, ৮% বলেন আয়ের স্তর বৃদ্ধি পায়, ৬% বলেন খাবার সাপ্লাই করে টাকা আয় করতে পারে, আরো ৬% এর মতে নতুন নতুন কাজ শিখতে পারে, ৪% বলেন তারা জেলখানায় ভালো খাবার খেতে পারে।

সুতরাং, যেসব কাজে কর্মসংস্থান তৈরি হয় সহজে সেসব প্রশিক্ষণ করার প্রতি জেলখানায় আসামীদের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

টেবিল *25* পছন্দের প্রশিক্ষণ বেশি নেওয়ার কারণ

পছন্দের কারণ	সংখ্যা	শতকরা
আয়ের স্তর বৃদ্ধি পায়	১২	৮%
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়	৭২	৪৮%
জেলখানায় ভাল খাবার খেতে পারে	৬	৪%
সহজ কাজ	৪২	২৮%
খাবার সাপ্লাই করে টাকা আয় করতে পারে	৯	৬%
নতুন নতুন কাজ শিখতে পারে	৯	৬%
মোটঃ	১৫০	১০০%

৩.৮.৩ কারাগারে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে উত্তদাতার সন্তুষ্টি স্তর

খুব অসন্তুষ্ট ৮%, অসন্তুষ্ট ১০.৭%, অনিশ্চিত ২২.৭%, সন্তুষ্ট ৫৪.৭%, খুব সন্তুষ্ট ৪%। বেশিরভাগ আসামী প্রশিক্ষণে সন্তুষ্ট হলেও একটা বড় অংশ ২২.৭% উত্তরদাতা তাদের মতামত সম্পর্কে অনিশ্চিত থেকেছে, এবং অসন্তুষ্টির হারকেও অগ্রাহ্য করা যাবে না।

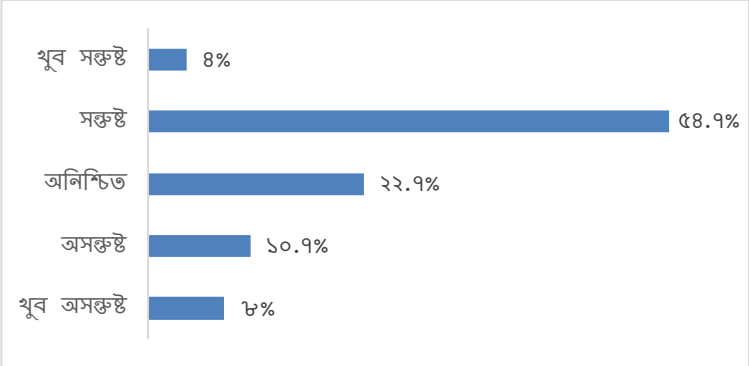

লেখচিত্র *32* দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণের সন্তুষ্টি স্তর

৩.৮.৪ প্রশিক্ষণটি বেশি কার্যকর হবার কারন

পুনঃবাসনে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার কারণগুলোর মধ্যে ৫৬% বলেন কর্মসংস্থান হয়, ১২% বলেন সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি হয়, ৮% বলেন নিজেকে সংশোধন করা যায়, ২% বলেন কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। জরীপে অংশগ্রনকারীদের মধ্যে ২২% এর এই বিষয়ে কোন ধারণা নেই।

টেবিল *26* প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার কারণ

কারণ সমূহ	সংখ্যা	শতাংশ
কর্মসংস্থান হয়	৮৪	৫৬%
কোন ধারণা নাই	৩৩	২২%
সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি হয়	১৮	১২%
নিজেকে সংশোধন করা যায়	১২	৮%
কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায়	৩	২%
মোট	১৫০	১০০%

৩.৮.৫ আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে নতুন প্রশিক্ষণ যুক্ত করার ব্যাপারে উত্তরদাতাদের মতামত

টেবিল *27* আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে নতুন প্রশিক্ষণ যুক্ত করার ব্যাপারে মতামত

প্রশিক্ষণ	নির্বাচিত (%)	নির্বাচিত নয় (%)	মোট (%)	গড়	আদর্শ চ্যুতি	অগ্রাধিকার র‍্যাংক
ইলেকট্রিক প্রশিক্ষণ	২	৯৮	১০০	১.৯৮	০.১৪০	৮
প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ	১০	৯০	১০০	১.৯০	০.৩০১	৩
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২৬	৭৪	১০০	১.৭৪	০.৪৪০	২
ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	৬	৯৪	১০০	১.৯৪	০.২৩৮	৬
মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ	৬	৯৪	১০০	১.৯৪	০.২৩৮	৬
কৃষিকাজে প্রশিক্ষণ	৬.৭	৯৩.৩	১০০	১.৯৩	০.২৫০	৫
ব্যবসা প্রশিক্ষণ	১০	৯০	১০০	১.৯০	০.৩০১	৩
গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ	৪.৭	৯৫.৩	১০০	১.৯৫	০.২১২	৭
দর্জি কাজে প্রশিক্ষণ	৮	৯২	১০০	১.৯২	০.২৭২	৪
কারিগরি প্রশিক্ষণ	৬	৯৪	১০০	১.৯৪	০.২৩৮	৬
খাদ্য তৈরির প্রশিক্ষণ	২	৯৮	১০০	১.৯৮	০.১৪০	৮
কোনো ধারণা নেই	৩৪	৬৬	১০০	১.৬৬	০.৪৭৫	১

এখানে, গড় ১-১.৫০ এর মধ্যে থাকলে তা নির্বাচিত নয় বুঝাবে, তেমনি ১.৫১-২.০০ এর মধ্যে থাকলে নির্বাচিত বোঝাবে।

প্রায় ২৬% কয়েদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ যুক্ত করার পরামর্শ দেয় এবং এটাই তাদের মধ্যে সবথেকে বেশী গ্রহণযোগ্যতা পায়। তাছাড়া প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ (১০%), ব্যবসা প্রশিক্ষণ (১০%), দর্জি কাজে প্রশিক্ষণের (৮%) চাহিদাও তাদের মধ্যে দেখা যায়। অপরপক্ষে, ইলেকট্রিক প্রশিক্ষণ ও খাদ্য তৈরির প্রশিক্ষণ সবথেকে বেশী অগ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যার পরিমাণ হলো ৯৮%। মোটামুটি সবগুলো প্রশিক্ষণই অগ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

৩.৮.৬ প্রশিক্ষণ কৌশলে পরিবর্তন

কারাগারের প্রশিক্ষণ কৌশলে পরিবর্তন আনার জন্য মতামত দিয়েছেন ৩৪.৭% উত্তরদাতা, বাকি ৬৫.৩% মনে করেন প্রশিক্ষণ প্রদান কৌশলে কোনো পরিবর্তন আনার প্রয়োজন নেই।

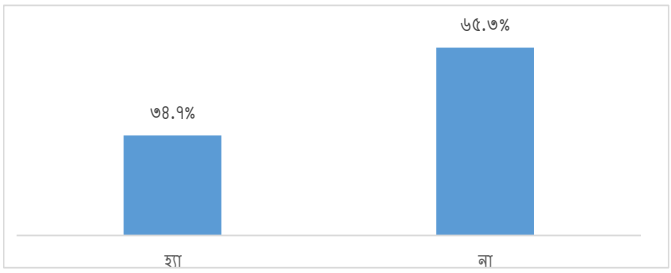

লেখচিত্র *33* প্রশিক্ষণ কৌশলে পরিবর্তন

৩.৮.৭ প্রশিক্ষণে পরিবর্তনের ধরণ

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে মোট ৫২ জন উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার কথা বলেছিলেন। উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি ২১.২% এর মতে প্রশিক্ষণে "ঘুষ লেনদেন বন্ধ করতে হবে" , দ্বিতীয়ত ১৭.৩% "সঠিক পাঠদান", ৫.৮% " সকল আসামীকে অন্তর্ভুক্ত করা", ৭.৭% "প্রশিক্ষকগণের আচরণ আরো ভালো করতে হবে", ১১.৫% "আসামীদের অধিকার নিশ্চিত করা", ৫.৮% "প্রশিক্ষকগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে ", ৯.৬% "প্রশিক্ষণের সময় বাড়াতে হবে", ৩.৮% "প্রশিক্ষণে নেওয়ার জন্য কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা যাবে না", ৫.৮% "প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় আধুনিকতা আনতে হবে", এবং ১১.৫% এর মতে "দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে "।

টেবিল *28* প্রশিক্ষণে পরিবর্তনের ধরণ

পরিবর্তনের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
ঘুষ নেয়া বন্ধ করতে হবে	১১	৭.৩	২১.২%
সঠিক পাঠদান	৯	৬	১৭.৩%
সকল আসামীকে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা	৩	২	৫.৮%
প্রশিক্ষকগণের আচরণ আরো ভালো করতে হবে	৪	২.৭	৭.৭%
আসামীদের অধিকার নিশ্চিত করা	৬	৪	১১.৫%
প্রশিক্ষকগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	৩	২	৫.৮%
প্রশিক্ষণের সময় বাড়াতে হবে	৫	৩.৩	৯.৬%
প্রশিক্ষণে নেওয়ার জন্য কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা যাবে না	২	১.৩	৩.৮%
প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় আধুনিকতা আনতে হবে	৩	২	৫.৮%
দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে	৬	৪	১১.৫%
মোটঃ	৫২	৩৪.৭	১০০%

৩.৮.৮ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধরণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

প্রশিক্ষণের পরিবর্তনের বিষয়ে ২৮% বলেন দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, ১৬% বলেন প্রশিক্ষণের পর মনিটরিং করতে হবে, ১২% বলেন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বাড়াতে হবে, ৮% বলেন সঠিক পাঠদান, আরো ৮% বলেন প্রশিক্ষণে স্বচ্ছতা আনতে হবে, ৪% বলেন সময় বাড়াতে হবে, ২% করে বলেন কারাগারে শৃঙ্খলা বাড়াতে হবে ও আসামীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে হবে মনে করেন। ১৮% উত্তরদাতার কোন ধারণা নেই এবং ২% মনে করেন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন দরকার নেই।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব এই সারণিতে স্পষ্টভাবে ফোটে ওঠেছে, বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন প্রশিক্ষণে আরো দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

টেবিল *29* প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধরণ সম্পর্কে মতামত

পরিবর্তনের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা
সঠিক পাঠদান	১২	৮%
প্রশিক্ষণে স্বচ্ছতা আনতে হবে	১২	৮%
সময় বাড়াতে হবে	৬	৪%
দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে	৪২	২৮%
প্রশিক্ষণের পর মনিটরিং করতে হবে	২৪	১৬%
অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বাড়াতে হবে	১৮	১২%
কোন ধারণা নাই	২৭	১৮%
কারাগারে শৃঙ্খলা বাড়াতে হবে	৩	২%
কোন পরিবর্তনের দরকার নেই	৩	২%
আসামীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে	৩	২%
মোটঃ	১৫০	১০০%

৩.৮.৯ সামাজিক পুনঃবাসনে কার্যকরী প্রশিক্ষণ

৫৪% কারিগড়ি প্রশিক্ষণ, ১৪% কারিগরি ও সামাজিক মূল্যবোধ, ৮% ধর্মীয় প্রশিক্ষণ, ৪% ব্যবসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ, ২% গণশিক্ষা, এবং আরো ২% মানসিক কাওন্সিলিং প্রশিক্ষণের জন্য মতামত দিয়েছেন। ১৬% উত্তরদাতার কোন ধারণা নেই।

সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রেও কার্যকরী প্রশিক্ষণ হিসেবে কারিগরি প্রশিক্ষণকেই বেশিরভাগ উত্তরদাতা বেছে নিয়েছেন।

টেবিল *30* সামাজিক পুনঃবাসনে কার্যকরী প্রশিক্ষণের ধরণ

প্রশিক্ষণের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা
কারিগড়ি প্রশিক্ষণ	৮১	৫৪%
ব্যবসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ	৬	৪%
কারিগরি ও সামাজিক মূল্যবোধ	২১	১৪%
ধর্মীয় প্রশিক্ষণ	১২	৮%
গণশিক্ষা	৩	২%
ধারণা নেই	২৪	১৬%
মানসিক কাওন্সিলিং	৩	২%
মোটঃ	১৫০	১০০%

৩.৮.১০ লিঙ্গভেদে সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ভূমিকা

সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভুমিকার প্রশ্নে মহিলাদের মধ্যে ৩৬.৪% ভালো, ৯.১% খুব ভালো এবং ৩% বলেছেন তাদের হতাশা দূর হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ৫১.৫% বলেছেন সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কোন ভূমিকা পালন করে নি।

পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ২১.২% বলেছেন ভূমিকা ভালো, ১৫.২% খুব ভালো, ২০.২% আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ৬.১% বলেছেন তাদের হতাশা দূর হয়েছে। পুরুষের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি ৩৭.৪% বলেছেন এই প্রশিক্ষণ তাদের সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করে নি। সুতরাং, প্রশিক্ষণের সফলতা নিশ্চিত করতে হলে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান আরো উন্নত করতে হবে।

টেবিল *31* লিঙ্গভেদে সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ভূমিকার চিত্র

	সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা					
লিঙ্গ	ভালো	খুব ভালো	কোন ভূমিকা নেই	আত্মবিস্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে	হতাশা দূর হয়েছে	মোট
মহিলা	৩৬.৪%	৯.১%	৫১.৫%		৩%	১০০%
পুরুষ	২১.২%	১৫.২%	৩৭.৪%	২০.২%	৬.১%	১০০%

৩.৯ থিম্যাটিক বিশ্লেষণ

৩.৯.১ মুখ্য তথ্য প্রদানকারী (কে.আই.আই)

৩.৯.১.১ ব্যক্তগিত তথ্য

টেবিল *32* মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর ব্যক্তগিত তথ্য

	কে আই আই	**বয়স (বছর)**	**কর্মদিনের মেয়াদকাল**	**প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ততা**
১	জেল সুপার (খুলনা)	৪৬	২৩ বছর	১০ বৎসর যাবৎ
২	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (খুলনা)	৪৭	১৬ বছর	নেই
৩	পাবলিক প্রসিকিওটর (ময়মনসিংহ)	৪৮	১০ বছর	নেই
৪	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ময়মনসিংহ)	৩২	৫ বছর	নেই
৫	ওসি (কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ)	৪৮	৫ বছর	নেই
৬	ওসি (খুলনা সদর থানা)	৪০	১২ বছর	নেই
৭	সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রবেশন অফিসার (ময়মনসিংহ)	৩৩	২ বছর ৬ মাস	২ বছর যাবৎ
৮	সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রবেশন অফিসার (খুলনা)	৩৫	৭ বছর	৭ বছর যাবৎ
৯	পাবলিক প্রসিকিওটর (খুলনা)	৬৪	২৭ বছর	**৪ বছর যাবৎ**
১০	একাডেমিসিয়ান	৩৭	৭ বছর	নেই
১১	লিগ্যাল এইড এর এনজিও কর্মী	৩৮	৫ বছর	নেই
১২	সংবাদকর্মী	৩৫	১২ বছর	নেই

৩.৯.১.২ পুনঃঅপরাধের প্রকৃতি

ইনফর্মেন্ট	**পুনঃঅপরাধের প্রকৃতি**
ওসি (কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ)	মাদক, চুরি
সমাজসেবা (ময়মনসিংহ)	মাদক, চুরি, ছোট খাট অপরাধ
ওসি, খুলনা সদর থানা	মাদক বিক্রেতা

সমাজসেবা, খুলনা	মাদক, বাল্যবিবাহ, ছিচকে চুরি এবং অন্যান্য ছোট অপরাধ বিশেষ করে প্রথমবার অপরাধ করে যাদের সাজা ৬ মাসের কম হয়

বেশীরভাগ তথ্যদাতার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি তবে যারা উত্তর দিয়েছেন তাদের মধ্যে উপরের অপরাধগুলো উঠে এসেছে। এর মূল কারন হিসেবে বলা যায় যে, ছোট অপরাধের সাজা কম।

৩.৯.১.৩ পুনঃঅপরাধীর প্রকৃতি

ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের অর্থসামাজিক অবস্থা অপরাধের মূল কারণ। সুতরাং যেসব অপরাধীরা অভাব অনটনে থাকে তারাই অপরাধের সাথে বেশী যুক্ত হয়। তাছাড়াও সঙ্গদোষ, অপরাধ প্রবণতা, লোভের কথাও এখানে উঠে এসেছে। বার বার অপরাধ করার পেছনে কারন হিসেবে এই গবেষণার তথ্যদাতারা বলেছেন-

কে আই আই -০৭ এর মতে অভাব, সঙ্গদোষ, অপরাধ প্রবণতা, কম সময়ে বেশী পাবার আশা এগুলোকে পুনঃঅপরাধের কারন বলে মনে করেন। ওসি (খুলনা সদর থানা) অপরাধীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন,

".....পুনঃঅপরাধীরা কারাগারে সাজাপ্রাপ্তকিনা বা কোন প্রশক্ষিণ নিয়েছেকিনা সে বষিয়ে আমাদরে কাছে কোনো তথ্য থাকে না ।"

কে আই আই-৮ এর বিশ্লেষণ মতে, যারা অভাব-অনটনে থাকে, লোভী ও বশেরিভাগ মাদক বহনের সাথে যুক্ত থাকে তারাই পুনঃঅপরাধ করে থাকে।

৩.৯.১.৪ পুনঃঅপরাধ এবং পুনঃঅপরাধীর হার

পুনঃঅপরাধ ও পুনঃঅপরাধীর হার সময়ের সাথে সাথে কম বেশী হয়। এর প্রমাণ এই গবেষণার কে.আই.আই এবং কেস স্টাডি বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়। এখানে একেকজন ইনফর্মেন্ট একেক রকম তথ্য দেয়। যেমন কোতোয়ালী থানার ওসি বলেন যে ঐ থানায় তখন পুনঃঅপরাধ ও পুনঃঅপরাধীর হার ছিল ৫ শতাংশ এবং এই হার বারছে না। তবে মাদকরে ক্ষেত্রে অপরাধ কমার হার কম। ঐ একই জায়গার সমাজসেবা জানান, পুনঃঅপরাধীর সংখ্যা গত এক বছরে আনুমানকি ১২০-১৫০ হবে । কে আই আই-৬ এর বিশ্লেষণ মতে, পুনঃঅপরাধ এবং পুনঃঅপরাধীর হার ১০-১৫ শতাংশ। আবার কে আই আই-৮ এর বিশ্লেষণ মতে, খুবই সুনির্দিষ্ট করে বলেন যে, গত এক বছরে সাজাপ্রাপ্ত এবং কারাগারে প্রশক্ষিণপ্রাপ্ত পুনঃঅপরাধীর সংখ্যা ১৬৭ জন (জুলাই ২০২২ থেকে র্বতমান)। কে আই আই-৯ এর বিশ্লেষণ মতে,".....সঠিক

প্রশিক্ষিণ প্রদান করা হলে পুনরায় অপরাধ করার প্রবণতা কম। র্বতমানে পুনঃঅপরাধীর হার কমছে। আমার ধারনামতে ১০ শতাংশ পুনরায় অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছ।"

কে আই আই-৪ এর মতে পুনঃঅপরাধের হার খুব বেশী না। তার মতে এই হার ২-৩ শতাংশ হবে। অপরপক্ষে কে আই আই-১ এর মতে,".....পুনরায় অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রবণতা কমেছে৷ তবে সেটা খুবই অল্প পরিসরে৷ মাদকের ক্ষেত্রে পুনরায় অপরাধের প্রবণতা বেশি দেখা যায়৷ আমার ধারণামতে ৭-১০ শতাংশ আসামী পুনরায় অপরাধে সম্পৃক্ত হচ্ছে৷ আগে এই শতকরা হার কিছুটা বেশি ছিল বলে আমি মনে করি।"

কে আই আই-৪ আরও বলেন "..... পুনঃঅপরাধপ প্রবণতা কম হলেও বিশেষ করে মাদকের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। আনুমানিক ১০-১২% পুনঃঅপরাধ করছে।"

৩.৯.১.৫ প্রশিক্ষণের ধরণ

প্রশিক্ষণের ধরণ সম্পর্কে গুটি কয়েকজন তথ্যদাতা তথ্য দিয়েছেন। যেমন-

কে আই আই এ অংশগ্রহণকারীদের মতে কারাগারে পুনঃঅপরাধীদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবার অন্য একজন বলেন কারাগারে মৎস্য চাষ, ইলক্ট্রেনক্সি, কাপড় বোনা, বাগানরে কাজ শেখানো হয়। কে আই আই-১ বলেন-

".....(১) মৎস্য চাষ (২) হস্ত চালতি তাঁত (৩) গনশক্ষিা (৪) র্ধমীয় শক্ষিা (৫) র্গামন্টেস (৬) কাঠমিস্ত্রি সংক্রান্ত কাজ কারাগারে শেখানো হয়।"

কে আই আই-৪ এর মতে, "... (১) গবাদি পশুপালন (২) মৎস্য চাষ (৩) গার্মেন্টস (৪) ধর্মীয় শিক্ষা (৫) হস্তশিল্প ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।"

কে আই আই-৩ এর মতে সেলাই মেশিন, মৎস্য চাষ, খামার, বাগান করা, কাঠের কাজ ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কে আই আই-৪ এর মতে বলেন যে মৎস্য চাষ, খামার, বাগান করা, কাঠের কাজ ইত্যাদির কাজ কারাগারে শেখানো হয়।

৩.৯.১.৬ পুনঃঅপরাধ বৃদ্ধির কারণ

একজন অপরাধীর বার বার অপরাধ করার পেছনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় কারণই থাকতে পারে। অনেক সময় অপরাধীর চারপাশের পরিবেশ তাকে বাধ্য করে পুনঃরায় অপরাধ করতে, আবার কখনও কখনও তার নিজের প্ররোচনা থেকেই অপরাধে জড়ায়। কে আই আই-৫ এর মতে, তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুই কারনেই পুনঃঅপরাধ বাড়ছে। তাছাড়া নজিরে অপরাধ প্রবণতা এবং সমাজরে অবহলোর চোখে দখোর কারনওে পুনঃঅপরাধ হচ্ছে। কে আই আই-৭ বলেন যে, সামাজকি পুনঃবাসন সঠকিভাবে হয় না বলইে আবার আসামীরা অপরাধরে

সাথে জড়তি হয়। অপরাধ প্রবণতা, সামজকি দৃষ্টভঙ্গি, প্রশক্ষিনরে অসফলতা এবং পাশাপাশি আসামীর অপরাধ প্রবণতাকেও এখানে দায়ী করেন। কে আই আই-৬ এর মতে, "..... কোথাও পুনঃঅপরাধ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তিগত কারন বেশি প্রভাব ফেলে বলে আমি মনে করি। সম্ভবত প্রশিক্ষণের অভাব অথবা ব্যক্তিগত ও সামাজিক অথবা আর্থিক পরিস্থিতির কারনে আবার অপরাধের সাথে জড়িত হয়।"

কে আই আই-৭ এর মতে, ".....পুরোপুরিভাবে সামাজিক পুনঃবাসন না হলে পুনরায় অপরাধ করার প্রবণতা তৈরি হয়। কোন অপরাধী স্টিগ্মাটাইজড হয়ে গেলে আবার অপরাধের সাথে জড়িত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মসংস্থানের অভাব, ব্যক্তির অপরাধ প্রবণতা (এই ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়), জেল থেকে বের হবার পর মনিটরিং এর অভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবনতি, সমাজের যথেষ্ট সাপোর্ট না থাকা যা পুনঃঅপরাধের মূল কারণ।"

কে আই আই-৯ এর মতে, তিনি মনে করেন সঠিক পুনর্বাসনের অভাবে অপরাধীরা বার বার অপরাধের সাথে জড়িয়ে পরে। তিনি বলেন-".....সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে সফলতার হার কম। আসামী জেল থেকে বের হবার পর মনিটরিং এর অভাবে এমন ঘটে। মাত্র ২-৩ শতাংশ আসামীর সামাজিক পুনঃবাসন হয়ে থাকে।" কে আই আই-১ এর মতে মূলত মনস্তাত্তিক ব্যাপারকে প্রধান কারণ বলে মনে করেন। যেমন তিনি বলেন- ".....পুনঃঅপরাধ রোধে মনস্তাত্ত্বিক এবং পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ বেশি প্রভাব ফেলে। পূর্ণ সফলতা পেতে মনস্তাত্ত্বিক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের সমন্বয় করতে হবে। শিক্ষার প্রসার এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের মাধমে মনোজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে।"

এছাড়া আরও অনেকে কারণ হিসেবে সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মসংস্থানের অভাব, অপরাধীর মনস্তাত্তিক অবস্থাকে দায়ী করেছেন।

৩.৯.১.৭ কারাগারে প্রশিক্ষণের প্রভাব ও কার্যকারিতা

কারাগারে সংশোধনের যে পদ্ধতি তার প্রভাব আসামীদের উপর খুব একটা বেশী না বলে অনেক তথ্যদাতা মনে করেছেন। সেই সাথে এই পদ্ধতির সফলতা নিয়েও অনেকে কথা বলেছেন। যেমন কে আই আই-১ কোনো তথ্য আমাদের দিতে পারবেন না। কে আই আই-৭ এর মতে,

.....প্রভাব খুব একটা ভাল না। সকলরে সমন্নয়রে অভাব। অনেক কিছুই লোক দেখানো। অনুদান কম, প্রশক্ষিকরে বেতন কম, লোক দেখানো প্রশক্ষিণ না দিয়ে সবার সদচ্ছিা থেকে সবাইকে একসাথে হয়ে কাজ করতে হবে। "

প্রশক্ষিকরে বেতন কম, আধুনকি যন্ত্রপাতরি অভাব, সদচ্ছিার অভাব এসব কারনেই অসফলতা দেখা যায়। একই সাথে আমরা দেখতে পারি যে কে আই আই-৬ ও একই কথা বলেন। তিনি

জানান যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসামীর সংশোধনীর হার খুবই কম এবং এর সফলতা নিয়ে তিনি কোনো মূল্যায়ন দেননি। রাজনতৈকি হস্তক্ষপে, আধুনকি যন্ত্রপাতরি অভাব এবং প্রশক্ষিণরে সাথে জড়তি সকল বভিাগরে সমন্বয়রে অভাবে সফলতার মুখ দেখা কষ্টসাধ্য হয়। কে আই আই-৮ জানায়-

".....সব ধরনরে প্রশক্ষিণ যথা সময়ে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় এবং সামাজকি পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে কারিগড়ি প্রশক্ষিণ বেশি উপযোগী বলে আমি মনে করি।"

কে আই আই-৯ এর মতে- "..... ভালো- ইতবিাচক প্রভাব ফলে । নতুন র্কম শিখে দক্ষতা র্অজন করতে পারে, ফলে তাদরে র্কমসংস্থানরে সুযোগ বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি তাদরে মানসকি উন্নতি ঘটে। এই ধরনরে প্রশক্ষিণরে মাধ্যমে আসামীদরে পুনঃবাসন প্রক্রিয়া সহজতর হয় এবং পুনঃঅপরাধ রোধে ভুমকিা রাখে। প্রশক্ষিকের ভূমকিা খুব গুরুত্বর্পূণ। প্রশক্ষিক যত ভালো মানের হবে প্রশক্ষিণরে সফলতা ততই বাড়বে। কারগিড়ি প্রশক্ষিণ বেশি ভূমকিা রাখে। অনকে দক্ষতা থাকলে সে সবসময় কোন একটা কাজরে মধ্যে থাকলে মনরে মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কাজ করবে না ।"

কে আই আই-১ এর কথা মতে প্রশিক্ষণের প্রভাব নগণ্য সেই সাথে সফলতার হারও অনেক কম। এর কারন হিসেবে পূর্ব পরিকল্পনার অভাবকে তিনি দায়ী করেন। আরও বলেন যে প্রশক্ষিণ সমূহরে সফলতার পছেনে প্রশক্ষিকগণরে ভূমকিা খুবই গুরুত্বর্পূণ, সুদক্ষ প্রশক্ষিক থাকতে হবে। আসামীদরে মানসকিতা বুঝে তাদরে সাথে সভোবে আচরণ করতে হবে এবং সইে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রশক্ষিকগণকে আগে ভালো প্রশক্ষিণরে মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।তার মতে- ".....সফলতার হার নগন্য, ২% হতে পারে। আসামী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আন্তরিকতা লাগবে। পুনঃবাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার লাগবে এনং মাঝে মধ্যে আসামীকে মনিটরিং এর আওতায় রাখতে হবে। প্রশিক্ষণের প্রভাব খুবই নগন্য, পূর্ব পরিকল্পনার অভাব। প্রকৃত কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন লোক/প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। কারা অধিদপ্তর ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমন্বিত সদিচ্ছা থাকতে হবে। "

কে আই আই ৪ প্রশিক্ষণের প্রভাব ও সফলতা নিয়ে জানান যে সফলতা কম, ২-৩% হতে পারে। এর জন্য সমাজের মধ্যে ইতিবাচক প্রচারণা চালাতে হবে। প্রশিক্ষকদের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। একজন দক্ষ প্রশিক্ষক অবশ্যই একজন দক্ষ কর্মী তৈরি করতে ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে প্রশিক্ষকগণের মানসিকতা অনেক ভালো হতে হবে। কে আই আই ৩ বলেন, প্রশিক্ষকের দক্ষতা খুবই গুরুত্বপুর্ণ এবং ভালো প্রশিক্ষক হলে সফলতা বেশি আসবে। কে আই আই ৪ ও মনে করেন এর প্রভাব অনেক কম। প্রশিক্ষন সফল করতে হলে অবশই দক্ষ প্রশিক্ষক লাগবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের দক্ষতা খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

৩.৯.১.৮ পরামর্শ

কে আই আই ৫ বলেন, পুনঃঅপরাধ রোধ করতে হলে সঠিক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, আইনের প্রয়োগ করতে হবে, আধুনিক উপায়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে ও ভাল মানের লোক নিয়োগ দিতে হবে। কে আই আই ৭ বলেন,

"..... আসামীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন করতে হবে এবং সমাজ আসামীকে সহজভাবে একজন সাধারন মানুষ হিসেবে গ্রহন করতে হবে। পরিমানের দিকে না তাকিয়ে ফলাফলের দিকে তাকাতে হবে, জেলার সমাজসেবা অফিসে এনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মনস্তত্ত্ব বুঝে আলাদা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে সাপোর্ট বাড়াতে হবে, প্রশিক্ষণের আধুনিকায়ন করতে হবে, জেল থেকে বের হয়ে যাবার পর সাপোর্ট দিতে হবে।"

কে আই আই ৪ কিছু পরামর্শ দেন। যেমন- দক্ষ জনবল নিয়োগ , দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারাগারে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ খুব কম হয়। সুতরাং আরো বেশি সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে, প্রাক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করতে হবে, আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে এবং প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাইকোলজিস্ট, আইনজীবী তাদের সমন্বয় করে সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। কে আই আই ৩ প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আসামীর মনস্তত্ত্ব এবং বয়সভিত্তিক বিভাজনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণ আরও কার্যকরী করার জন্য কিছু পরামর্শ দেন। যেমন-

"..... জুডিসিয়ারি কে মনিটরিং এবং মূল্যায়ন এর ভুমিকায় আনতে পারে। অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার আয়োজন করতে পারে। সমাজসেবা এবং কারা কর্তৃপক্ষ সমন্বয় করে বেশি বেশি সেমিনার আয়োজন করতে পারে। দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ, বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণ, মুক্তি পাবার পরেও মনিটরিং এর আওতায় রাখা, মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের জন্য সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। প্রশিক্ষক বা কারা রক্ষীদের প্রতি আসামীদের বিশ্বাস বা আস্থা তৈরি করতে হবে।

কে আই আই ৪ এর মতে কারিগরি প্রশিক্ষণই বেশি দরকার তবে তার পাশাপাশি কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে মনোজগতের চিকিৎসাও গুরুত্বপূর্ণ। সাজাপ্রাপ্তির পর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে পুনঃঅপরাধ অনেকটাই কমে যাবে। প্রশিক্ষণে নতুনত্ব আনতে হবে ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ বেশি চালু করতে হবে। এরই সাথে গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং সকল পক্ষকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। জেলের গঠন পরিবর্তন করতে হবে ও বিভিন্ন শাখাকে তাদের নিজস্ব কার্যাবলী যথোপোযুক্ত ভাবে পালন করতে হবে। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে, বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ বাড়াতে হবে। সেমিনার এবং ওয়ার্কসপ সম্পর্কে তিনি বলেন-

"..... আমি মনে করি তারা পর্যাপ্ত সুযোগ পায় না। অধিক পরিমাণে সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন করা দরকার।"

সেই সাথে কে আই আই ১ বলেন- "..... সুদক্ষ প্রশিক্ষক, আধুনিক যন্ত্রপাতি, পর্যাপ্ত বাজেট, কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকতে হবে, কারা রক্ষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।"

সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের ব্যাপারে তিনি বলেন যে কয়েদীরা তেমন এর সুযোগ পায় না এবং জানান যে এই ক্ষেত্রে কারা অধিদপ্তর এবং সমাজসেবা অধদপ্তরের সদিচ্ছা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম-সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে খুবই উদাসীন। বিভিন্ন বিভাগে চিঠি দিতেও তাদের কোন জবাব পাওয়া যায় নি। এসব সমস্যা দূর করতে হলে কারা কর্তৃপক্ষ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে পরিকল্পনা মাফিক একসাথে কাজ করতে হবে। আইনে নমনীয়তা আনতে হবে এবং সেই সাথে জেলের ভিতরে সান্ধ্য আইন পরিত্যাগ করতে হবে। বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণের উপর বেশি জোর দিতে হবে ও যুগের সাথে সমন্বয় করে নতুন আইন তৈরি করতে হবে।

কে আই আই ৯ বলেন, "..... প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করতে হলে প্রচুর পরিমানে লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার। আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ পরিদর্শন টিম দরকার এবং সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। জেল ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকল বিভাগের সমন্বয় করে পারদর্শী লোকের মাধ্যমে সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে প্রসিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত স্থানের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণের মান বাড়াতে হবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী, অথবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা আসামীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দান করতে পারে।"

কে আই আই ৭ ও ৮ বলেন, অপরাধীর প্রতি সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির পাশাপাশি এগুলো চালনায় দক্ষতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে সেই সাথে লজিস্টিক সাপোর্ট আরো বাড়াতে হবে। কে আই আই ৬ বলেন,

"..... সরকারের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে জবাবদিহিতার নিশ্চিত করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা, তথ্য অনুসন্ধানে আধুনিকতা এবং ৯৯৯ ব্যবস্থার উন্নতি। আলাদা প্রশিক্ষণ দিতে হবে, বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকার ব্যবস্থা করা এবং মনসিকতা বুঝে প্রশিক্ষণ দেয়া।"

৩.১০ কেস স্টাডি

টেবিল *33* ব্যক্তগিত তথ্য (CASE STUDY)

কেস	বয়স (বছর)	বৈবাহিক অবস্থা	ধর্ম	শক্ষিাগত যোগ্যতা	পেশা	আবাসন	পরিবারের ধরণ	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	মাসকি আয় (টাকা)
কেস-১	৩৩	বিবাহিত	ইসলাম	এস এস সি	রাজমিস্ত্রি	শহর	একক	৪ জন	১০ হাজার
কেস-২	২৮	বিবাহিত	ইসলাম	এইচ এস সি	ড্রাইভার	শহর	যৌথ	৫ জন	১২ - ১৩ হাজার
কেস-৩	31	বিবাহিত	ইসলাম	প্রাইমারি	দোকানদার	শহর	একক	3 জন	১৫ হাজার
কেস-৪	২২	বিবাহিত	ইসলাম	এস এস সি	দিনমজুর	গ্রাম	যৌথ	৫ জন	৯ হাজার
কেস-৫	৩৮	বিবাহিত	ইসলাম	প্রাইমারী	রাজমিস্ত্রি	শহর	যৌথ	৫ জন	১০ হাজার
কেস-৬	২৭	তালাকপ্রাপ্ত	ইসলাম	এস এস সি	অটো ড্রাইভার	শহর	একক	৪ জন	২২ হাজার
কেস-৭	২৮	বিবাহিত	ইসলাম	প্রাইমারি	গৃহিণী	গ্রাম	যৌথ	৪ জন	৫ হাজার
কেস-৮	২৬	বিবাহিত	ইসলাম	নেই	গৃহিণী	গ্রাম	একক	৪ জন	১০ হাজার
কেস-৯	20	অবিবাহিত	ইসলাম	প্রাইমারি	অটো ড্রাইভার	শহর	যৌথ	6 জন	৮ হাজার

এখানে দেখা যাচ্ছে, অপরাধীর বয়স ২০-৪০ এর মধ্যে। তবে বেশীরভাগ অপরাধী ২৫ থেকে ৩০ বয়স এর মধ্যে আছে এবং শতভাগ ইসলাম ধর্মের। ৯ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন অশিক্ষিত এবং বেশিরভাগ শহরে বসবাসরত। তাছাড়া সবার মাসিক আয় খুব কম।

৩.১০.১ অপরাধের ধরণ ও শাস্তি

এখানে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে মাদকদ্রব্য, সরকারি মালামাল আত্মসাৎ, অস্ত্র, এবং চুরি উল্লেখযোগ্য। এসব অপরাধের জন্য ১ মাস থেকে ৩ বছরের শাস্তি পর্যন্ত অপরাধীরা ভোগ করেছেন। যেমন কেস-১ মাদক মামলায় ১ মাস, কেস-২ মাদক মামলায় ২ মাস, কেস-৩ মাদক মামলায় ২ মাস, কেস-৪ সরকারী মালামাল আত্মসাৎ মামলায় এবং ১ বছর ২ মাস, কেস-৫ মাদক মামলায় ১ মাস, কেস-৬ অস্ত্র মামলায় ৩ বছর ৬ মাস, কেস-৭ মাদক পাচার মামলায়২ ৰ্ছর ৭ মাস, কেস-৮ গৃহস্থালি চুররি মামলায় ৬ মাস এবং কেস-৯ মাদক মামলায় ৩ মাসরে কারাদন্ড পায়। একই রকম অপরাধগুলো আমরা কে আই আই এনালাইসিসেও দেখতে পাই।

৩.১০.২ অপরাধের কারণ

অপরাধের কারণ হিসেবে নেশাগ্রস্থতা ও অভাব-অনটনটাই এখানে বেশী দেখা যায়। অপরাধীরা মূলত অপরাধ করে টাকার জন্য, যাতে তারা তাদের মূল চাহিদাগুলো মেটাতে পারে যেমন কেস-১,৩, ৭ ও ৯ এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। কেস-১ বলেন,"..... করোনার পর কাজ কমে গেলো, কাজ পাই না , নেশা করতাম বেশি। অনেক অভাবে পড়ে গেলাম। এভাবে আস্তে আস্তে মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ি। অনেকদিন এইভাবে চলতে থাকে, হটাত গাজাসহ ধরা পরে ১ মাস জেল খাটি। জেল থেকে বের হয়ে ১ - ২ মাস পড়েই আবার মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ি। পুলিশও এরেস্ট করেছে একবার, টাকা দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাই। নেশা করি বেশি, টাকা লাগে বেশি, তাই ব্যবসায় জড়িয়ে যাই। এখনো মাঝে মাঝে মাদকের লেবারের কাজ করি।"

"..... মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পরেছিলাম অভাবের কারনে, বেশি টাকার লোভে ব্যবসা শুরু করে দিলাম। মাদক সাপ্লাই দেওয়ার জন্য লোক ছিলো। অনেক দিন ব্যবসা করি, কম দিনে অনেক টাকা কামাই করলাম। হঠাত একদিন সোর্সে ধরিয়ে দেয়।"

(কেস-৩)

".....আমি অটো চালাইতাম নিয়মিত। সন্ধ্যার পর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতাম; বিড়ি-গাজা খাইতাম। একদিন বাড়ির সাথে ঝামেলা হয়ে গেলে কিছুদিন বাড়ির বাইরে থাকি। তখন অভাব এবং লোভ দুটোই আমাকে পেয়ে বসল। তখন সঙ্গদোষে বন্ধুর প্ররোচনায় পড়ে মাদক পাচারের কাজে জড়িয়ে পড়লাম। বাসায় যাই না; অন্য কোথাও থাকি আর মাদক পাচার করি।

(কেস-৯)

অনেক সময় প্ররোচনায় পরেও অনেকে অপরাধ করে যেমনটা হয়েছে কেস-২,৫, এর ক্ষেত্রে। অপরাধীরা বেশীরভাগ প্ররোচিত হয় আশেপাশের মানুষ ও বন্ধু-বান্ধব থেকে। কেস-২

বলেন,"..... আমি একজন অটো ড্রাইভার, আরেক ড্রাইভারের প্ররোচনায় পড়ে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ি। মাদক সাপ্লাই দিতাম। পার্টি নিজেই একদিন ধড়িয়ে দিলো, জেল খাটছি ২ মাস। ২০ কেজি গাঁজা নিয়ে ধরা খেয়েছিলাম।"

কেস-৫ বলেন, "..... আমি রাজমিস্ত্রির লেবারের কাজ করতাম। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে গাঁজা সেবন করতাম। হঠাত একদিন এক বন্ধুর প্ররোচনায় পড়ে মাদক বহন করা শুরু করলাম। আমি ডিলারের কাস থেকে মাল নিয়ে পার্টির কাছে দিয়ে আসতাম। একদিন পুলিশ রেইড দিলো; গাঁজা সহ ধরা পড়লাম। তারপর মামলা দিয়ে জেলে নিয়ে গেলো। ১ মাসে বেশি জেল খাটছি।"

অনেকসময় চুরির অভ্যাস থাকলে মানুষ বার বার অপরাধের সাথে জড়িয়ে পরে। এর পেছনে কারন হিসেবে ধরা হয় সাজা ব্যবস্থাকে যেখানে এ অপরাধের জন্য খুবই অল্প সাজা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে কেস-৮ বলেন,"..... অন্যের বাড়িতে কাজ করতাম। লোভে পড়ে একদিন গৃহস্থালি জিনিসপত্র চুরি করে ফেলি। সেদিন বাসায় কেও ছিলো না। কিছু টাকা, দামী কাপড়, আর অল্প সোনা চুরি করে নিয়ে যাই। পড়ে এগুলো বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই। তারপর তারা আমাকে পুলিশে দিয়ে দেয়। আদালতে মামলা হলে সেখান থেকে আমাকে ৬ মাসের জেল দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়।"

কেস-৪ এর মতে, "..... ২০২১ সালের শেষের দিকে আমার মা মারা যায়। তখন আমি বেকার ছিলাম। তারপর ক্ষণস্থায়ী বিভিন্ন কাজ করতাম। একদিন একজন পাড়ার লোক এসে বলল ইলেক্ট্রিকের পোল ট্রাকে লোড করতে হবে। এগুলো সরকারি সম্পত্তি; এটা আমি জানতাম না। তাদের এই কাজ করে দেবার পর আমি জানতে পারলাম এগুলো সেই লোক চুরি করে বিক্রি করে ফেলছে। আমার নামেও সরকারি মাল আত্মসাতের মামলা হয়ে গেছে। ভয়ে চার মাস পালিয়ে ছিলাম। তারপর কোর্টে গিয়ে ধরা দেই। আমার ১ বছর ২ মাসের সাজা হয়।"

৩.১০.৩ প্রশিক্ষণের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা

কারাগারে অপরাধীদের নানা রকমের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যার বেশীরভাগ সময় তেমন কোনো কার্যকারিতা পাওয়া যায় না। প্রশিক্ষণগুলো হলো যমেন মোড়া বানানো, তাঁত, কাঠরে আসবাবপত্র, তৈরি বেকারী পণ্য তৈরি, তৈরি র্কাপটে ও থালাবাটি তৈরি, বাগান করা ও গবাদি পশু পালন করা, ক্যান্টিনে কাজ, গার্মেন্টস বা সেলাই কাজ, এবং ইলক্ট্রেনক্সি এর কাজ শেখার কথা বলা হয়েছে। যেমন কেস-১ বলেছেন-

".....সেখানে আমাকে কারিগরি প্রশিক্ষণ যেমন মোড়া বানানো, তাঁত, কাঠের আসবাবপত্র তৈরি শিখানো হয়। আমি মাত্র ১৫ দিন প্রশিক্ষণ নিয়েছি,আমার দক্ষতার তেমন কোন উন্নতি হয় নি এবং সমাজে পুনরায় প্রত্যাবর্তনে কোন ভূমিকা রাখে নি। সময় কম হবার কারনে আমি পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য কোন প্রশিক্ষণ নেই নি।"

অনেকটা একই রকম কথা কেস-৫ বলেছেন। যেমন-".....সেখানে আমাকে কারিগরি প্রশিক্ষণ যেমন মোড়া বানানো, তাঁত, কাঠের আসবাবপত্র তৈরি শিখানো হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। নতুন জিনিস বানানো শিখতে পেরেছি। বাড়িতে দরকার হলে বানাই। আমি মাত্র ১ মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছি,আমার দক্ষতার মোটামোটি উন্নতি হয়েছে। এবং সমাজে পুনরায় প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। আমি পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ নেই। কারন ধর্ম মানুষকে খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, এখন নামাজ পড়ি অবৈধ কাজে যাই না।"

অনেকে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে আবার অনেকের কোনো কাজেই লাগেনি। অনেকেই এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে উপার্জন করে জীবণ যাপন করেন এবং পুনঃঅপরাধ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। যেমন কেস-২ বলেন, "..... সেখানে আমাকে কারিগরি প্রশিক্ষণ যেমন মোড়া বানানো, তাঁত, কাঠের আসবাবপত্র তৈরি শিখানো হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। নতুন জিনিস বানানো শিখতে পেরেছি, বাড়িতে দরকার হলে বানাই। আমি মাত্র ১ মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছি,আমার দক্ষতার মোটামোটি উন্নতি হয়েছে এবং সমাজে পুনরায় প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। আমি পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ নেই কারন ধর্ম মানুষকে খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, এখন নামাজ পড়ি ও অবৈধ কাজে যাই না।"

আবার কেস-৪ বলেন- ".....কারাগারে আমি কারিগিরী দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি, আমি বেকারী পণ্য তৈরির কাজ এবং মোড়া, তাঁত,কার্পেট ও থালাবাটি তৈরীর কাজ শিখেছি, আমি প্রায় ১০ মাস এই প্রশিক্ষণগুলো নেই,এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আমি অনেকদিন বেকারীতে চাকরি করেছি এবং মাঝে মাঝে বাড়িতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরী করেছি। এই প্রশিক্ষণ নেয়ার ফলেই জেল থেকে বেরিয়ে বেকারীতে যোগ দিয়ে নিজেকে সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে পেরেছি। পুনঃঅপরাধ রোধের কোন প্রশিক্ষণ আমি নেই নি, তবে আমি এর কোন অপরাধে যুক্ত হই নি।"

কেস-৬ এর মতে, কারাগারে সে ক্যান্টিনে কাজ করে এবং সেখানে পরোটা তৈরির কাজ শিখে। এই প্রশিক্ষণ সে টানা ৫ মাস নেয় এবং ফলসরূপ সে পরোটা তৈরি এবং পাশাপাশি হোটেল ব্যবসার কিছুটা দক্ষতা অর্জন করে। জেল থেকে বের হবার পর পরোটা বানানোর দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কিছুদিন হোটেলে কাজ কওে। এ কাজে টাকা কম আয় হয় বলে সে এখন আর এই কাজ করে না। এখন সে ড্রাইভিং এর কাজ করে। তিনি কারাগারে পুনঃঅপরাধ রোধে কোন প্রশিক্ষণ নেননি। এর কারন হিসেবে তিনি জানান, *".....জেলের ভিতরে টাকা দিলেই সব হয়, টাকা দিলে আচরণ ভাল আর টাকা না দিলে আচরণ খারাপ।"*

কেস-৮ বলেন, ".....কারাগারে আমি ৪ মাস কারিগড়ি কাজ বিশেষ করে হাতের কাজ যেমন মোড়া, পাপোস, কার্পেট ইত্যাদি বানানোর প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করেছি। এই প্রশিক্ষণ নেয়ার ফলে আমি হাতের কাজে বেশ দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছি। বৈধভাবে হাতের কাজ করে সমাজে চলতে

পারতেছি। জেল থেকে আসার পর সবাই নেতিবাচকভাবে দেখা শুরু করে। দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছি বলেই এখন সেগুলো কাজে লাগিয়ে মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারতেছি। পুনঃঅপরাধ রোধে আমি কোন প্রশিক্ষণ গ্রহন করি নি। তবে আমি আর কোন অপরাধে জড়িত হই নি। জেলখানার প্রশিক্ষকদের আচরণ মোটামুটি ভালো।"

কেস-৭ হলেন একজন মহিলা। তিনি কারাগারে থাকার সময় গার্মেন্টস/সেলাই কাজ শিখেন এবং কারাগার থেকে বের হয়ে কয়েকদিন এ কাজ করেই সংসার চালান। কিন্তু তিনি যেখানে কাজ করতেন সেখানকার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাকে সেলাই কাজ ছেড়ে দিতে হয়। এর পেছনে মূল কারন হলো আর্থিক অনটন। কারন সেলাই মেশিন কেনার মত টাকা তার হাতে নেই। তিনি তার পরিবারের কথা চিন্তা করে কোন অপরাধে যুক্ত হননা। একই রকম অবস্থা দেখা যায় কেস ৯ এর ক্ষেত্রে যেখানে সে তার প্রশিক্ষণ কোনো কাজে লাগাতে পারেননি। তিনি বলেন, কেস-৯ বলেন, ".....কারাগারে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আমি ইলেক্ট্রনিক্স এর কাজ শিখেছি। সেখানে আমি প্রাই ৩ মাসই প্রশিক্ষণ নেই। এই প্রশিক্ষণ নেয়ার ফলে ইলেক্ট্রনিক্স কাজে দক্ষতা অর্জন করি। টেলিভিশন, ফ্রিজ, মেরামতের কাজ জানি, কিন্তু যন্ত্রপাতির অভাবে এই কাজগুলো করা হয় না। জেল থেকে বের হয়ে এই ধরনের কোন কাজ করার সুযোগ পাই নি। তবে বাড়ির কাজ যতটুকু পারি নিজেই করি। পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য আমি মানসিক কাওন্সিলিং এর প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করি। নিজের অপরাধের ভুল বুঝতে পেরেছি। তাই আর কোন অপরাধে যুক্ত হই না।"

তিনি আরও জানান, জেল থেকে আসার পর পরিবার, সমাজ, আত্মীয় স্বজন সবাই তাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। তবে আস্তে আস্তে সবাই আবার সহজভাবে নিতে শুরু করে কিন্তু পরিবারের সাথে এখনো সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে তার। পরিবার অনেক হেনস্থার শিকার হয়েছে।

এই কেসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কারাগারে কয়েদিদের খুবই সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং কারাগার থেকে বের হয়ে এসব প্রশিক্ষণ তেমন কাজেই আসে না। সেই সাথে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে বেশিরভাগ সময় আসামীরা পুনঃঅপরাধ থেকে দূরে থাকে তাদের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনের জন্য।

৩.১০.৪ পরামর্শ

কারাগারের প্রশিক্ষণকে সফল করতে হলে যন্ত্রপাতি বাড়াতে হবে এবং টেকনোলজি নির্ভর প্রশিক্ষণ যোগ করতে হবে। সেই সাথে সময় বেশি দিলে মানুষ শিখতে পারবে বেশি। প্রশিক্ষকগণের আচরণ ভালো কিন্তু আরো দক্ষ হতে হবে। প্রশিক্ষণ কে সফল করতে হলে যন্ত্রপাতি বাড়াতে হবে এবং টেকনোলজি নির্ভর প্রশিক্ষণ যোগ করতে হবে যেমনঃ ইলেকট্রিক, কম্পিউটার, এসি ফ্রিজ মেরামত।

কেস-৩ বলেন,

"..... প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কোন অভিযোগ নাই। প্রশিক্ষকগণের আচরণ ভালো কিন্তু আরো ভালো করে পাঠদান করতে হবে। প্রশিক্ষণ কে সফল করতে হলে টেকনোলজি নির্ভর প্রশিক্ষণ যোগ করতে হবে মনস্তত্ত্ব বোযে মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে।"

প্রশিক্ষনে আরো আধুনিক যন্ত্রপাতির পাশাপাশি আরো বেশি দক্ষতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ করতে হবে। তাছাড়া যদি কোন আসামীর মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন করা যায় তাহলে এই প্রশিক্ষণ নিলে মানুষ পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে ভূমিকা রাখবে। আর অবশ্যই ঘুষের লেনদেন বন্ধ করতে হবে, নারীদেরকে আরো বেশি সিকিওরিটি দিতে হবে। কেস-৯ এ সম্পর্কে বলেন,

".....কারাগারে প্রশিক্ষকদের আচরণ আচরণ ভাল ছিলো; তারা ভাল করেই প্রশিক্ষণ দিত। তবে প্রশিক্ষণের মান এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি আর বেশি দরকার। তাহলে হয়ত প্রশিক্ষণের সফলতা আরো বাড়বে। জেল থেকে বের হবার পর আসামীকে মনিটরিং করতে হবে। প্রশিক্ষকদের আরো দক্ষ হতে হবে।"

৩.১১ বহুচলকীয় বিশ্লেষণ

৩.১১.১ প্রশিক্ষকের আচরণের সাথে সন্তুষ্টির তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাপক

প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষকদের আচরণ কয়েদীদের উপড়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কয়েদীদের মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করনের জন্য প্রশিক্ষকদের আচরণ এর প্রভাব গণনা করা হয়। এই গবেষণায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রশিক্ষকের আচরণ এক একক ভাল হলে প্রশিক্ষনার্থীদের সন্তুষ্টির স্তর ০.৪৯৬ একক বৃদ্ধি পায় (LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS)।

টেবিল *34 LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS*

চলক	অপ্রমাণিত সহগ		মানসম্মত সহগ		
	B	STD. ERROR	BETA	T	SIG.
প্রশিক্ষকের আচরণ	.404	.062	.496	6.510	.000
নির্ভরশীল চলক (DEPENDENT VARIABLE): সন্তুষ্টির স্তর					

কার্যকর বন্দি পুনর্বাসনের জন্য একটি ইতিবাচক এবং সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ অপরিহার্য। প্রশিক্ষক যারা বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি, সম্মান এবং বিচারহীন মনোভাব প্রদর্শন করে তারা বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে, সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং মর্যাদা ও স্ব-মূল্যবোধের প্রচার করতে পারে (Brooker, 2017)। গবেষণা পরামর্শ দেয় যে এই ধরনের ইতিবাচক মনোভাব বন্দীদের ব্যস্ততা, প্রেরণা এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ইচ্ছার উচ্চ স্তরে অবদান রাখে (Miles et al., 2019)।

কারাগার ব্যবস্থার মধ্যে প্রশিক্ষকদের মনোভাব বন্দীদের অংশগ্রহণ, প্রেরণা এবং পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সাফল্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। ইতিবাচক মনোভাব, সহানুভূতি, এবং সম্মান একটি সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলে, বন্দি-কর্মীদের সম্পর্ক উন্নত করে, বন্দীদের ক্ষমতায়ন এবং স্ব-কার্যকারিতা প্রচার করে এবং পক্ষপাতিত্ব ও স্টেরিওটাইপকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রশিক্ষকদের মনোভাবের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা আরও কার্যকর বন্দীদের পুনর্বাসন এবং সমাজে সফল পুনঃসংযোগে অবদান রাখতে পারে।

৩.১১.২ সাজাভোগের পর সমাজে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়

বাংলাদেশে সাজা ভোগ করার পর, ব্যক্তিরা প্রায়শই সমাজে পুনঃএকত্রিত হওয়ার জন্য অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে সামাজিক কলঙ্ক, সীমিত কর্মসংস্থানের

সুযোগ, টানাপোড়েন পারিবারিক সম্পর্ক, আর্থিক অস্থিতিশীলতা এবং সম্প্রদায়ের সমর্থনের অভাব। অপরাধমূলক রেকর্ডের সাথে যুক্ত কলঙ্ক সামাজিক বর্জনের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা প্রাক্তন অপরাধীদের জন্য তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আবাসন, কর্মসংস্থান এবং গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পাওয়া কঠিন করে তোলে। সীমিত চাকরির সম্ভাবনা আর্থিক অস্থিতিশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে, পুনর্মিলনের ঝুঁকি বাড়ায়। টানাপোড়েন পারিবারিক সম্পর্ক পুনর্গঠন এবং একটি সহযোগিতা ও সমর্থনযোগ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সামাজিক বিচার এবং অবিশ্বাসের কারণে এটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য ব্যাপক পুনঃএকত্রীকরণ প্রোগ্রাম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সামাজিক সহায়তা নেটওয়ার্ক এবং সামাজিক কলঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্যোগ প্রয়োজন।

এই গবেষণায় পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একজন সাজাখাটা ব্যক্তির কোন সমস্যাগুলি বেশি সম্মুখীন হতে হয় তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য আমরা Factor Analysis করি।

টেবিল *35* টেস্ট স্টাটিস্টিক্স

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.677
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square ($\chi 2$)	670.006
df	45	
Sig.	.000	

আনালাইসিস শেষে দেখা যায় ‘সমাজে হীনমন্যতা বোধ করা’, ‘প্রতিবেশীদের দ্বারা অবহেলিত হওয়া’ এবং ‘আত্মীয় সজন দ্বারা অবহেলিত হওয়া’ যথাক্রমে ১ম, ২য় এবং ৩য় (গড় মানের উপর ভিত্তি করে রাঙ্ক করা হলে) সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

KMO (statistical tool) এর মাধ্যমে জানা যায় যে, গবেষণায় ব্যবহৃত চলকগুলো যথাযথভাবে KMO এর শর্তগুলি মেনে চলেছে (KMO.0.677>0.5, p.0.00<0.05)। চলকগুলির মধ্যে কার্যকরী চলক হিসেব এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে সমাজে হীনমন্যতা বোধ করা (গড় ৪.৫২, কমিঊনালিটিস মান ০.৭২৮ বা ফ্যাক্টরগুলির মধ্যে এই চলকটি ভেদাংককে ৭২% ব্যখ্যা করতে পারে), প্রতিবেশীদের দ্বারা অবহেলার স্বীকার হওয়া (গড় ৪.০৮, কমিঊনালিটিস মান ০.৮৫২ অর্থাৎ ফ্যাক্টরগুলির মধ্যে এই চলকটি ভেদাংককে ৮৫% ব্যখ্যা করতে পারে) এবং আত্মীয় সজন দ্বারা অবহেলিত হওয়া (গড় ৪.০১, কমিঊনালিটিস মান ০.৬৪৭ বা ফ্যাক্টরগুলির মধ্যে এই চলকটি ভেদাংককে ৬৪% ব্যখ্যা করতে পারে)।

টেবিল *36* Factor Analysis Table

সমস্যা	গড়	আদর্শ চ্যুতি	অগ্রাধিকার র‍্যাংক	কমিউনালিটিস (Communalities)
১.পরিবারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি	৩.৬৮	১.২৭৬	৮	.৮০৩
২.সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হওয়া	৩.৮০	১.২০৪	৬	.৫৩২
৩.কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাওয়া	২.২৬	১.৩৪৩	১০	.৫৮৭
৪.পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে বিরুপ পরিস্থিতির স্বীকার হওয়া	৩.৭১	১.৩১২	৭	.৬৭৫
৫.আত্মীয় সজনের সাথে সুসম্পর্ক হ্রাস পাওয়া	৩.৯৮	১.১৭৮	৪	.৪৯০
৬.পরিবারের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে বাধাঁ পাওয়া	৩.৫৭	১.১৭৮	৯	.৭৬৮
৭.সমাজে হীনমন্যতা বোধ করা	৪.৫২	০.৮৫৭	১	.৭২৮
৮.প্রতিবেশীদের দ্বারা অবহেলিত হওয়া	৪.০৮	১.১১৪	২	.৮৫৮
৯.বন্ধু-বান্ধব দ্বারা অবহেলিত হওয়া	৩.৯১	১.২১২	৫	.৬৯৭
১০. আত্মীয় সজন দ্বারা অবহেলিত হওয়া	৪.০১	১.২৫৬	৩	.৬৪৭

আত্মীয় সজনের সাথে সুসম্পর্ক হ্রাস পাওয়া রয়েছে ঠিক পরের কারণ হিসেবে। এই ধরনের সামাজিক সমস্যা সমাধানে গৃহীত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা যাচাইয়ে জানা যায় ২৫% উত্তরদাতা ভালো ফল পেলেও প্রায় ৪১% উত্তরদাতা মনে করেন প্রশিক্ষণের কোন ভুমিকা নেই। এই গবেষণায় হীনমন্যতা বোধ ও অবহেলা একটি সাধারণ সমস্যা হলে সমাজে অপরাধীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩.১১.৩ অপরাধের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা

একজন কয়েদী যে অপরাধের জন্য সাজাভোগ করেছে তার সাথে সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, মাদক, নারী নির্যাতন, বন উজাড় এবং হত্যা চেষ্টার অপরাধীদের ক্ষেত্রে সামাজিক পুনর্বাসনে গৃহীত প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নেই এমন বলেছেন প্রায় অর্ধেক তথ্য প্রদানকারী।

টেবিল *37* অপরাধের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা

		সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা				
		ভালো	খুব ভালো	কোন ভূমিকা নেই	আত্মবিস্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে	হতাশা দূর হয়েছে
যে অপরাধের জন্য সাজাভোগ করেছেন	মাদক	২৩.৯%	১০.৯%	৫২.২%	১০.৯%	২.২%
	অস্ত্র	১০০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	নারী নির্যাতন	৫০%	০.০%	৪১.৭%	৮.৩%	০.০%
	দুই পক্ষের মারামারি	৫০%	১৬.৭%	১৬.৭%	১৬.৭%	০.০%
	সরকারি জমি আত্মসাৎ	৮.৩%	৫০%	২৫%	৮.৩%	৮.৩%
	বন উজাড়	০.০%	০.০%	৪২.৯%	৩৫.৭%	২১.৪%
	শিশু নির্যাতন	০.০%	৩৭.৫%	১২.৫%	৩৭.৫%	১২.৫%
	ডকুমেন্ট জালিয়াতি	০.০%	০.০%	০.০%	৭৫%	২৫%
	হত্যার চেষ্টা	০.০%	০.০%	১০০%	০.০%	০.০%
	চুরি	৪৫%	১৫%	৩৫%	৫%	০.০%
মোট		২৫%	১৩.৬%	৪০.৯%	১৫.২%	৫.৩%

এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক পুনর্বাসন কর্মসূচির কার্যকারিতা অপরাধের প্রকৃতি এবং তাদের চারপাশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। মাদক, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বন উজাড়ের সাথে জড়িত অপরাধীদের ক্ষেত্রে, সামাজিক পুনর্বাসন কর্মসূচির সীমিত প্রভাবে অবদান রাখতে পারে এমন বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।

মাদক সম্পর্কিত অপরাধ, মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, এবং বন উজাড় প্রায়ই গভীর-মূল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। এই সমস্যাগুলি জটিল এবং বহুমুখী, প্রথাগত পুনর্বাসন কর্মসূচির বাইরে ব্যাপক এবং লক্ষ্যযুক্ত হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

পরিবর্তনের জন্য প্রেরণা এবং প্রস্তুতির অভাব: এই বিভাগের অপরাধীরা পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নিম্ন স্তরের প্রেরণা এবং প্রস্তুতি প্রদর্শন করতে পারে। পরিবর্তনের প্রতিরোধ, অস্বীকার এবং গভীরভাবে অন্তর্নিহিত মনোভাব আচরণগত পরিবর্তনকে উন্নীত করার জন্য ডিজাইন করা হস্তক্ষেপের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

অপর্যাপ্ত প্রোগ্রাম ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন: সামাজিক পুনর্বাসন কর্মসূচির নকশা এবং বাস্তবায়ন এই বিভাগগুলির অপরাধীদের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং প্রয়োজনগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারে না। প্রোগ্রামগুলিতে বিশেষ চিকিৎসা মডেলের অভাব থাকতে পারে, অন্তর্নিহিত ট্রমা বা

পদার্থের অপব্যবহারের সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্যর্থ হতে পারে, বা বন উজাড়ের জন্য অবদানকারী পরিবেশগত এবং পরিবেশগত কারণগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে।

অপর্যাপ্ত সহযোগিতা এবং পরে পরিচর্যা পরিষেবা: সমাজে অপরাধীদের টেকসই পুনঃএকত্রীকরণ নিশ্চিত করতে সফল পুনর্বাসনের জন্য চলমান সহায়তা এবং পরিচর্যা পরিষেবার প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সম্প্রদায় সহায়তা নেটওয়ার্কগুলিতে সীমিত অ্যাক্সেস সামাজিক পুনর্বাসন কর্মসূচির কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

সামাজিক মনোভাব এবং কাঠামোগত বাধা: মাদকাসক্তি, লিঙ্গ বৈষম্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সামাজিক মনোভাব এবং কাঠামোগত বাধা পুনর্বাসন কর্মসূচির কার্যকারিতার জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। কলঙ্ক, সম্পদের অভাব এবং পদ্ধতিগত বাধা সমাজে অপরাধীদের সফল পুনঃএকত্রীকরণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

৩.১১.৪ প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা

সারণি ফৌজদারি অপরাধের বন্দীদের সামাজিক পুনর্বাসনে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের অনুভূত ভূমিকার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এখানে ফলাফলের ব্যাখ্যা:

১. কারিগরি প্রশিক্ষণ:

- ভাল: উত্তরদাতাদের ২১.৯% বিশ্বাস করেছিল যে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ তাদের পুনর্বাসনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

- খুব ভালো: ১৮.৮% উত্তরদাতারা রিপোর্ট করেছেন যে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ তাদের পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্যভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

- কোন ভূমিকা নেই: ৩৮.৫ % উত্তরদাতারা মনে করেন যে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ তাদের পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি।

- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে: উত্তরদাতাদের ১৬.৭% বলেছেন যে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছে।

- হতাশা থেকে মুক্তি: ৪.২% উত্তরদাতারা মনে করেন যে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ তাদের হতাশা দূর করতে সাহায্য করেছে।

২. তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ:

- কোন উত্তরদাতা তাদের পুনর্বাসনের উপর তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের "ভাল" বা "খুব ভাল" প্রভাবের কথা জানাননি।

- ৫০% উত্তরদাতারা মনে করেন যে তাদের পুনর্বাসনে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের কোন ভূমিকা নেই।

- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে: উত্তরদাতাদের ৫০% তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের ফলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন।

- কোনো উত্তরদাতা ইঙ্গিত দেননি যে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ হতাশা দূর করতে সাহায্য করেছে।

৩. উভয় প্রযুক্তিগত এবং তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ:

- ভাল: উত্তরদাতাদের ৫৪.৫% বিশ্বাস করেছিল যে প্রযুক্তিগত এবং তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের সমন্বয় তাদের পুনর্বাসনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

- কোন উত্তরদাতা উভয় ধরনের প্রশিক্ষণের "খুব ভালো" প্রভাবের কথা জানাননি।

- কোন ভূমিকা নেই: উত্তরদাতাদের ২৭.৩% মনে করেছেন যে উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ তাদের পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি।

- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে: ৪.৫% উত্তরদাতারা প্রযুক্তিগত এবং তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণের কারণে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে।

- হতাশা থেকে মুক্তি: ১৩.৬% উত্তরদাতারা রিপোর্ট করেছেন যে উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ তাদের হতাশা দূর করতে সাহায্য করেছে।

সামগ্রিকভাবে, ফলাফলগুলি নির্দেশ করে যে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের তুলনায় প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ বন্দীদের পুনর্বাসনে আরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। কারিগরি এবং তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের সংমিশ্রণ আরও উপকারী বলে মনে হয়েছিল, বেশিরভাগ উত্তরদাতারা এটিকে তাদের পুনর্বাসনে ইতিবাচক ভূমিকা হিসাবে উপলব্ধি করেছেন। এই ফলাফলগুলি ফৌজদারি অপরাধের বন্দীদের জন্য সামাজিক পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং ব্যাপক পদ্ধতির প্রদানের গুরুত্ব তুলে ধরে।

টেবিল *38* প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা

		সামাজিক পুনঃবাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রশিক্ষণের ভূমিকা				
		ভালো	খুব ভালো	কোন ভূমিকা নেই	আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে	হতাশা দূর হয়েছে
যে ধরণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন	কারিগরি প্রশিক্ষণ	২১.৯%	১৮.৮%	৩৮.৫%	১৬.৭%	৪.২%
	তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ	০.০%	০.০%	৫০%	৫০%	০.০%
	কারিগরি ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ	৫৪.৫%	০.০%	২৭.৩%	৪.৫%	১৩.৬%

৩.১১.৫ শিক্ষণের ধরনের সাথে পুনঃঅপরাধের সম্পর্ক

টেবিল *39* শিক্ষণের ধরনের সাথে পুনঃঅপরাধের সম্পর্ক

প্রশিক্ষণের ধরন	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
ইলেক্ট্রনিক্স জিনিস মেরামত	-1.667	.706	5.575	1	.018	.189
গবাদি পশু পালন	3.006	1.267	5.624	1	.018	20.200
কাগজের প্যাকেট তৈরী	.165	.599	.076	1	.783	1.179
বেকারী	.477	.386	1.526	1	.217	1.611
গার্মেন্টস	.526	.679	.601	1	.438	1.692
মৎস্য চাষ	-.858	.812	1.115	1	.291	.424
মোড়া, তাঁত শিল্প, কামার, কার্পেট, থালা বাটি তৈরী	2.493	1.013	6.053	1	.014	12.096
পাপোস, জুতা/স্যান্ডেল, কাঠের আসবাবপত্র তৈরী	-.470	.652	.521	1	.470	.625
অক্ষরজ্ঞান দানের জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম	1.597	.902	3.134	1	.077	4.937
ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান	.776	.770	1.014	1	.314	2.173
ধ্রুবক (Constant)	-7.095	2.340	9.197	1	.002	.001

দ্রষ্টব্য: B সহগ অনুমানের প্রতিনিধিত্ব করে, S.E. মানক ত্রুটির প্রতিনিধিত্ব করে, Wald হল Wald পরিসংখ্যান, df হল স্বাধীনতার ডিগ্রী, Sig. p-মান প্রতিনিধিত্ব করে, এবং Exp(B) সূচক সহগ প্রতিনিধিত্ব করে।

টেবিলটি বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। B মানগুলি সহগ অনুমান নির্দেশ করে, যা প্রতিটি ধরণের প্রশিক্ষণ এবং ফলাফল পরিবর্তনশীলের মধ্যে সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব করে। এইগুলো. মানগুলি প্রতিটি সহগ অনুমানের সাথে সম্পর্কিত মানক ত্রুটিগুলিকে

উপস্থাপন করে। Wald পরিসংখ্যান হল অ্যাসোসিয়েশনের শক্তির একটি পরিমাপ, এবং df স্বাধীনতার ডিগ্রী প্রতিনিধিত্ব করে। সিগ. কলাম প্রতিটি সহগ অনুমানের সাথে সম্পর্কিত তাৎপর্য স্তর (p-মান) নির্দেশ করে। Exp(B) মানগুলি সূচকযুক্ত সহগগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, যা সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীতে এক-ইউনিট বৃদ্ধির জন্য ফলাফলের প্রতিকূলতার আনুমানিক পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

উপরে উল্লেখিত টেবিল থেকে ফলাফল ব্যাখ্যা করা যাক। এই ব্যাখ্যা হলো উপরের টেবিলের অনুসারে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে পুনঃ অপরাধ প্রবণতা এবং ধ্রুবক সংযোজনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সাথে পুনঃ অপরাধ প্রবণতার মধ্যে কোন স্পষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যায় না, কারণ সিগনিফিক্যান্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এটির মাধ্যমে বোঝা যায় যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি করা বা না করা সাধারণত পুনঃ অপরাধ প্রবণতা নিয়ে কোন প্রভাব পরিবর্তন করে না।

৪। উপসংহার

আমরা যে সমাজে থাকি প্রতিনিয়ত তার কাঠামো, নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতিতে পরিবর্তন হচ্ছে, সেই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে অপরাধের ধরণ ও। যার কারনে অপরাধ দমনের জন্য শাস্তির প্রতিমান বা কাঠামোও পরিবর্তন করা উচিত। কারাগারে আসামীদের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া অপরাধ দমনের একটি পন্থা কিন্তু এই পন্থাটি কতটুকু কার্যকর সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই বললেই চলে। এ গবেষণাটি আমাদেরকে সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছে যেমন কারাগারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং সে প্রশিক্ষণগুলো কতটুকু কার্যকর তা এ গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে। এ গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদরে মধ্যে র্সবাধকি ৫৫.৭ শতাংশ উত্তরদাতা যুবক - যুবতী (২১ থেকে ৩৪ বছররে মধ্যে) (কেস-১,২,৩,৪,৬,৭,৮), সুতরাং সাজাপ্রাপ্ত আসামীদরে মধ্যে যুবক যুবতীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং অংশগ্রহণকারীর ৭২% ছিল পুরুষ। তাদের মধ্যে অন্তত ৪১% প্রাথমকি শক্ষিার স্তরে রয়েছে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তররে মতো উচ্চশক্ষিা স্তরে কোনও অংশগ্রহণকারী নইে এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীদরে মধ্যে র্সবাধকি ২৮% দনি মজুর, দ্বতিীয় র্সবোচ্চ অংশগ্রহণকারীদরে পশো ড্রাইভার ২২%, ৮% বকোর রয়ছে। যেখানে ৪৮.৭% এর মাসিক আয় ১১০০০ থেকে ২০০০০ এবং ৫২% এর ব্যয় ১১০০০ থেকে ২০০০০। জরপি অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত আসামীদরে মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৬.৭% মাদক মামলার আসামী ছলিনে (কেস-১,২,৩,৫,৭,৯)। দ্বতিীয় র্সবোচ্চ ১৩.৩% চুররি মামলা, তৃতীয় র্সবোচ্চ ১১.৩% সরকারি জমি দখল মামলা, ৯.৩% বন উজাড় মামলা, ৮.৭% নারী নর্যিাতন মামলা, ৬% মারামাররি মামলা, ৫% শশ্তি নর্যিাতন মামলা, ৪.৭% হত্যা চষ্টোর মামলা, ৩% ডকুমন্টে জালয়িাতরি মামলা, এবং সবচেয়ে কম ২% অস্ত্র মামলার আসামী ছলিনে। ৬৪% মনে করনে যে জলেখানায় বদ্যিমান প্রশক্ষিণ অপরাধীর পুনঃবাসন এবং পুনঃঅপরাধ রোধে ভূমকিা পালন কর। বাকি ৩৬% মনে করনে জলেখানায় বদ্যিমান প্রশক্ষিণ পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে কোন ভূমকিা পালন করে না । ১৫০ জনরে মধ্যে ৯৬ জন মনে করনে জেলে বিদ্যমান প্রশক্ষিণ পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে ভূমকিা পালন করে। এই ৯৬ জনরে মধ্যে র্সবোচ্চ ৩৯.৬% মনে করনে বদ্যিমান প্রশক্ষিণ অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে এবং ২৯.২% মনে করনে এই প্রশক্ষিণগুলো অপরাধীকে সমাজরে সাথে খাপ খাওয়াতে ও পুনঃবাসনে সহায়ক ভূমকিা পালন করে। ১২.৫% মনে করনে র্কমসংস্থান তৈরি হয়, ১১.৫% বলছেনে নর্দিষ্টি কাজে পারর্দশী হয়ছেনে, ৪.২% নিজেকে পরর্বিতন করার সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে করনে এবং ৩.১% বলছেনে মানসকি ও র্অথনতৈকি সার্পোট এর কথা। দেখা যাচ্ছে যে প্রশক্ষিণে অংশগ্রহণকারী আসামীদরে মধ্যে পুনঃঅপরাধ থেকে বিরত থেকেছে এমন ব্যক্তরি সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মোটামুটি ৫৫% এর মত আসামী কারাগারের প্রশিক্ষণের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। সাজা শেষে বের হওয়ার পর এরা আরো সমস্যায় পরে। যেমন সমাজে হীনমন্যতা বোধ করা (৬৮%), আত্মীয় সজন দ্বারা অবহেলিত হওয়া (৫২%), প্রতিবেশীদের দ্বারা অবহেলিত হওয়া (৪৬%) এবং আত্মীয়

সজনের সাথে সুসম্পর্ক হ্রাস পাওয়া (৪৪%)। সেই সাথে পুনঃঅপরাধ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ২৪% সামাজকি কারনকে দায়ী করছেনে, ১৯.৩% র্অথনতৈকি কারণ (কেস-১,৩,৭ ও ৯), ২৪% সামাজকি ও র্অথনতৈকি উভয় কারণ, ১৪% লোভ, ৮% নতৈকিতার অভাব (কেস-২,৫), ৬% অপরাধ প্রবণতা, ২.৭% আইনরে প্রয়োগরে অভাব, এবং ২% প্রশক্ষিণরে অভাবকে পুনঃঅপরাধরে কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেনে। একজন মানুষের অপরাধ করার পেছনে অনেক রকম কারণ থাকতে পারে যেমন মানসিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি। কোনো অপরাধকে নির্মূল করতে হলে আগে তার সংঘটিত হওয়ার কারণকে নির্মূল করতে হবে। কেবল তখনই এই সমাজে অপরাধের মাত্রা কমবে।

৫। সুপারিশসমুহ

দক্ষ জনবল নিয়োগ, দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে| কারাগারে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ খুব কম হয়| সুতরাং আরো বেশি সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে, প্রাক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করতে হবে, আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে এবং প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে| সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাইকোলজিস্ট, আইনজীবী তাদের সমন্বয় করে সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে| সমাজের তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। কারাগারের প্রশিক্ষণকে সফল করতে হলে যন্ত্রপাতি বাড়াতে হবে এবং টেকনোলজি নির্ভর প্রশিক্ষণ যোগ করতে হবে। সেই সাথে সময় বেশি দিলে মানুষ শিখতে পারবে বেশি। প্রশিক্ষকগণের আচরণ ভালো কিন্তু আরো দক্ষ হতে হবে। প্রশিক্ষণ কে সফল করতে হলে যন্ত্রপাতি বাড়াতে হবে এবং টেকনোলজি নির্ভর প্রশিক্ষণ যোগ করতে হবে যেমনঃ ইলেকট্রিক, কম্পিউটার, এসি ফ্রিজ মেরামত । প্রশিক্ষনে আরো আধুনিক যন্ত্রপাতির পাশাপাশি আরো বেশি দক্ষতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ করতে হবে। তাছাড়া যদি কোন আসামীর মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন করা যায় তাহলে এই প্রশিক্ষণ নিলে মানুষ পুনঃবাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে ভূমিকা রাখবে|

পুনরায় অপরাধ হ্রাস করার জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন যা অপরাধমূলক আচরণে অবদানকারী বিভিন্ন কারণকে সম্বোধন করে। নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি পুনরায় অপরাধ কমানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করে:

১. অপরাধ-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা: বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন এবং অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য সেলাই হস্তক্ষেপ এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি কার্যকর হতে পারে। এতে বিশেষায়িত চিকিৎসা মডেল, থেরাপিউটিক হস্তক্ষেপ, এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা প্রতিটি ধরনের অপরাধের সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে লক্ষ্য করে।

২. মুক্তির পরে সমর্থন ব্যবস্থা: মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের জন্য সমর্থন ব্যবস্থা স্থাপন এবং বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে আবাসন সহায়তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পদার্থের অপব্যবহার চিকিৎসা কার্যক্রমের অ্যাক্সেস। চলমান সহায়তা প্রদান করা প্রাক্তন অপরাধীদের সমাজে সফলভাবে পুনঃসংযোগ করতে এবং পুনরায় অপরাধ করার সম্ভাবনা কমাতে সাহায্য করতে পারে।

৩. ক্রিমিনাল প্রোফাইলিং এবং ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ: অপরাধী প্রোফাইলের একটি ব্যাপক ডাটাবেস বজায় রাখা এবং পুনরাবৃত্তি অপরাধীদের ট্র্যাকিং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে এবং লক্ষ্যযুক্ত হস্তক্ষেপ বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে। এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এবং পুনর্বাসন প্রোগ্রামগুলিকে পুনরাবৃত্ত অপরাধীদের নির্দিষ্ট চাহিদাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য সংস্থান এবং দর্জি কৌশলগুলিকে ফোকাস করতে সক্ষম করে।

৪. রিসিডিভিস্ট অপরাধীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ: বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তনকারী অপরাধীদের জন্য ডিজাইন করা বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি তাদের পুনরাবৃত্ত অপরাধমূলক আচরণে অবদান রাখার অন্তর্নিহিত কারণগুলির সমাধান করতে সাহায্য করতে পারে। এই প্রোগ্রামগুলি রাগ ব্যবস্থাপনা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞানীয় বিকৃতি এবং সামাজিক দক্ষতা বিকাশের মতো বিষয়গুলিকে লক্ষ্য করতে পারে।

৫. পুনরাবৃত্ত অপরাধীদের সনাক্তকরণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা: পুনরাবৃত্তি অপরাধীদের সনাক্ত করার জন্য পৃথকীকৃত সিস্টেম প্রয়োগ করা উপযুক্ত হস্তক্ষেপ এবং তত্ত্বাবধান প্রদান করতে পারে। এতে অপরাধমূলক ইতিহাস ট্র্যাক করা, ঝুঁকি মূল্যায়ন করা এবং যথাযথ সহায়তা এবং হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা প্রদানের জন্য প্রতিটি অপরাধীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা জড়িত।

৬. সমাজে একটি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা: সমাজের মধ্যে পুনর্বাসিত অপরাধীদের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব প্রচার করা সফল পুনঃসংযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, শিক্ষা কার্যক্রম এবং সম্প্রদায়ের উদ্যোগের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে যা দ্বিতীয় সম্ভাবনা, পুনর্বাসন এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনার উপর জোর দেয়।

৭. কার্যকর যোগাযোগ: আইন প্রয়োগকারী, সংশোধনমূলক সুবিধা, পুনর্বাসন প্রোগ্রাম এবং সহায়তা পরিষেবা সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যোগাযোগের উন্নতি করা অপরিহার্য। নিয়মিত যোগাযোগ, তথ্যের সময়মত আদান-প্রদান, এবং সহযোগিতামূলক সমস্যা-সমাধান পুনরায় অপরাধ কমানোর লক্ষ্যে প্রচেষ্টার কার্যকারিতা বাড়াতে পারে।

৮. নির্দিষ্ট ব্যবধানে সীমানা নির্ধারণ: স্পষ্ট সীমানা স্থাপন করা এবং নির্দিষ্ট ব্যবধানে কাঠামোগত হস্তক্ষেপ বাস্তবায়ন করা, উভয় কারাগারের সময় এবং মুক্তির পরে, সমাজে ফিরে আসা ব্যক্তিদের

কাঠামো এবং নির্দেশিকা প্রদান করতে পারে। এর মধ্যে প্যারোল বা প্রবেশন তত্ত্বাবধান, কাউন্সেলিং সেশন এবং পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৯. সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করা: সমাজসেবা অধিদপ্তরের ক্ষমতা এবং সম্পদ বাড়ানো বা অপরাধীর পুনর্বাসনের জন্য দায়ী প্রাসঙ্গিক সরকারী সংস্থাগুলি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাপক সহায়তা পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সহায়তা, এবং সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচিতে অ্যাক্সেস।

১০. ইন্টিগ্রেটেড কোর এবং মনিটরিং সিস্টেম: ইন্টিগ্রেটেড কোর সিস্টেম এবং মনিটরিং মেকানিজম বাস্তবায়ন করা যা অপরাধী পুনর্বাসনের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার্যকর তথ্য আদান-প্রদান এবং সমন্বয় করতে সক্ষম করে উন্নত ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি একটি সমন্বিত পদ্ধতি নিশ্চিত করে এবং প্রচেষ্টার অনুলিপি হ্রাস করে।

১১. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা: ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাড়ানোর পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্যতম ভুমিকা পলন করে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সাধারণত মানবিক মানদণ্ড, নৈতিক আদর্শ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উন্নতি এবং অন্যান্য মানসিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকে উন্নত করে। এই শিক্ষা অপরাধীদের ন্যায়বিচার, সময়ের সম্পর্কে সচেতন, আদর্শবান সামাজিক আচরণ ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা উন্নত করতে পারে। সেইসাথে, এই শিক্ষা মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিবর্তনেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো অর্থে ব্যক্তির মানসিক স্থিতি, চিন্তাভাবনা, আদর্শ, বিশ্বাস ও পরিস্থিতির সম্পর্কিত সংজ্ঞা বোঝায়। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দ্বারা উত্তরদাতাদের মানসিক কাঠামো উন্নত করা হয় এবং তাদের বিভিন্ন মানসিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা হয়। সামগ্রিক বিকাশে মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং একটি অপরিহার্য শিক্ষা পদ্ধতি হতে পারে।

উপসংহারে, পুনরায় অপরাধ হ্রাস করার জন্য অপরাধ-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা, ব্যাপক সহায়তা ব্যবস্থা, বিশেষ প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ, সামাজিক মনোভাব এবং প্রাসঙ্গিক স্টেক-হোল্ডারদের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টার সমন্বয় প্রয়োজন। এই পরামর্শগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, সফল পুনর্বাসনের সম্ভাবনা এবং পুনরায় অপরাধ হ্রাস করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণার ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করার সময় এই সীমাবদ্ধতাগুলি বিবেচনা করা এবং ফলাফলগুলির বৈধতা এবং প্রযোজ্যতার উপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাবগুলি সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে:

সীমিত পরিধি: গবেষণাটি বাংলাদেশে মাত্র দুটি কারাগারের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে, যা ফলাফলের সাধারণীকরণকে সীমিত করে। ফলাফল দেশের সমগ্র কারাগারের জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে না।

সময় এবং তহবিলের সীমাবদ্ধতা: গবেষণার সময় এবং গবেষণা তহবিলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিল। এই সীমাবদ্ধতাগুলি অধ্যয়নের গভীরতা এবং প্রস্থকে সীমাবদ্ধ করে থাকতে পারে, সম্ভাব্য ফলাফলগুলির ব্যাপকতাকে প্রভাবিত করে।

রিসিডিভিজমের উপর ফলো-আপের অভাব: অধ্যয়নটি পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পরে অপরাধীদের পুনরায় অপরাধের হার বা ফলাফলের উপর কোন ফলো-আপ ডেটা বা বিশ্লেষণ প্রদান করে না। এটি রিসিডিভিজম প্রতিরোধে হস্তক্ষেপের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা বোঝার সীমাবদ্ধ প্রকাশ করে।

অপরাধীর প্রোফাইলিংয়ের জটিল প্রক্রিয়া: রিসিডিভিস্ট অপরাধীদের সনাক্তকরণ এবং প্রোফাইলিং করার প্রক্রিয়া জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। অধ্যয়নটি রিসিডিভিস্ট অপরাধীদের সঠিকভাবে সনাক্ত করতে এবং শ্রেণীবদ্ধ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, যা ফলাফলের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করতে পারে।

মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের অসম্পূর্ণ ডেটাবেস: অধ্যয়নটি মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের একটি ব্যাপক ডাটাবেস অ্যাক্সেস এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের উপর অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত তথ্য চূড়ান্ত এবং শক্তিশালী সুপারিশ করার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

অপর্যাপ্ত নমুনার আকার: গবেষণায় নমুনার আকারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে, যা সম্ভাব্য পরিসংখ্যানগত শক্তি এবং ফলাফলের নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করে। একটি বৃহত্তর নমুনার আকার আরও প্রতিনিধিত্বমূলক এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদান করবে।

গবেষণা সাহিত্যের সীমিত প্রাপ্যতা: বাংলাদেশে অপরাধী পুনর্বাসন এবং রিসিডিভিস্ট প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে সম্পর্কিত সাহিত্যের অপর্যাপ্ততা এবং অধ্যয়নে অ্যাক্সেস করার ক্ষেত্রে গবেষণাটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এটি অধ্যয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক রেফারেন্স এবং পটভূমি তথ্যের প্রাপ্যতাকে সীমিত করছে।

তথ্যসূত্র

Beaudry, G., Yu, R., Perry, A. E., & Fazel, S. (2021). Effectiveness of psychological interventions in prison to reduce recidivism: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet Psychiatry, 8(9), 759-773.

Brooker, C. (2017). The Social Work Skills Workbook. Routledge.

Cecil, D. K., Drapkin, D. A., MacKenzie, D. L., & Hickman, L. J. (2000). The effectiveness of adult basic education and life-skills programs in reducing recidivism: A review and assessment of the research. Journal of Correctional Education, 207-226.

Hollin, C. (2018). Psychology, Crime, and Criminal Justice. Routledge.

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/18-02303_ebook.pdf.

Islam S. & Gowsami, A. (2019). A study on criminal and sociological behavior of the recidivist and its remedial actions regarding the criminal law of Bangladesh. *International Journal of Legal Studies (IJOLS) ,5(1)*, p: 429-438.

Joy Tong, L. S., & Farrington, D. P. (2006). How effective is the "Reasoning and Rehabilitation"? programme in reducing reoffending? A meta-analysis of evaluations in four countries. Psychology, Crime & Law, 12(1), 3-24.

Khandokar A. (1980), Offender's Rehabilitation - A Great Problem in Bangladesh (From UNAFEI-Resource Material Series, Number 17, 1980, P 140-144.

Latessa, E. J., & Lowenkamp, C. (2005). What works in reducing recidivism? U. St.

McGuire, J. (2017). What Works in Offender Rehabilitation: An Evidence-Based Approach to Assessment and Treatment. Wiley.

Miah, K. A., Aziz B. M & Sikder H. N. (2015), Nature and causes of recidivism among the prisoners: a study on Tangail district jail, Bangladesh. *Journal of Science and Technology, 5(1)*, p: 107-116.

Miles, D. A., Rosenshine, B., & Edmonds, G. (2019). The Correctional Education Association Academic and Career Read

Wilson, D. B., & Gallagher, C. A. (2018). The effects of education and vocational programs on post-release outcomes and recidivism: A meta-analysis. Journal of Criminal Justice, 57, 1–11.

Yeasmen, N & Mou A. R (2022). Recidivism of Prisoners in Bangladesh: Trends and Causes, Scholars. *International Journal of Law, Crime and Justice, 5(2)*, p: 80-86.

Yesmen N. (2022). The State of Prison in Bangladesh: Disparities Between Law and Practices. Science, Technology & Public Policy. 6(1), p. 23-28.

সংযুক্তি-১ জরিপ প্রশ্নমালা

সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ণমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধের কার্যকারিতা যাচাই

সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ণমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধের কার্যকারিতা যাচাই শীর্ষক গবেষণাটি বাংলাদেশ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর অর্থায়নে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এই জরিপটি একটি গবেষণার অংশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহে অনুরূপ জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল বাংলাদেশে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রোধে নতুন কৌশল বা নীতিমালা তৈরিতে ভ,মিকা রাখবে। আমি এই কাজে আপনাকে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সাক্ষাৎকারটি সম্পন্ন হতে ২৫-৩০ মিনিট সময় লাগতে পারে। আপনি আশ্বস্ত থাকতে পারেন, আপনার অংশগ্রহণে কোন প্রকার ঝুঁকি নেই। আপনার প্রদত্ত তথ্যগুলো যথাযথ গোপনীয়তার সাথে শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে। কোন প্রকাশ্য প্রতিবেদন কিংবা বিশ্লেষণে আমরা এমন কোন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবো না যা আপনার কিংবা আপনার পরিবারের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই গবেষণায় আপনার নাম ও পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে এবং নির্দিষ্টভাবে কোন বিশ্লেষণই আপনার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে না। সংগৃহীত উপাত্ত পাসওয়ার্ড কর্তৃক সুরক্ষিত কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে। শুধুমাত্র এই গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত গবেষকগণই এই উপাত্ত দেখতে পারবেন। আপনি যদি চান তবে নিজেও এই সম্মতিপত্রের একটি কপি আপনার কাছে রাখতে পারেন।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণ আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি এতে অংশ না নিতে চান তবে জরিপ চলাকালীন সময়েও আপনার সম্মতি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে আপনি আমাকে এখনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। পরবর্তীতে যদি আপনার কোন জিজ্ঞাসা, মন্তব্য কিংবা বক্তব্য থাকে তাহলে আপনি এই গবেষণার গবেষক (জনাব ড. মুহাম্মদ উমর ফারুক, ০১৭১২-৯৫৫৬৯০) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

কারাগারের নামঃ

ক.আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক বিষয়ক প্রশ্নাবলী

১.বয়সঃ.....বছর.....মাস।

২.লিঙ্গঃ- ১. নারী ২. পুরুষ

৩. বৈবাহিক অবস্থাঃ- ১. বিবাহিত ২.অবিবাহিত ৩. তালাকপ্রাপ্ত

৪. ধর্মঃ- ১. মুসলিম ২. হিন্দু ৩. বৌদ্ধ ৪. খ্রিস্টান

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ.....।

৬. পেশাঃ-.....।

৭. আবাসনের প্রকৃতিঃ- ১. শহুরে ২. গ্রামীণ

৮. পরিবারের ধরনঃ-১. একক ২. যৌথ

৯. পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ-.....জন

১০.মাসিক আয়.....টাকা

১১.মাসিক ব্যায়.....টাকা

১২.কোন অপরাধের জন্য আপনি সাজা ভোগ করেছেন?

.....।

১৩. কত বছর ধরে সাজা ভোগ করতে হয়েছিল? .....বছর .....মাস।

খ. সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের প্রকৃতি

১৪.কারাগারে কি কি ধরনের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে?

১. ইলেক্ট্রনিক্স জিনিস যেমনঃ টেলিভিশন, ফ্রিজ, এসি, মেরামত

২.গবাদি পশু পালন

৩.কাগজের প্যাকেট তৈরী

৪. বেকারী

৫. গার্মেন্টস

৬. মৎস্য চাষ

৭. মোড়া, তাঁত শিল্প, কামার, কার্পেট, থালা বাটি তৈরী

৮.পাপোস, জুতাস্যান্ডেল/, কাঠের আসবাবপত্র তৈরী

৯. অক্ষরজ্ঞান দানের জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম

১০. নিজ নিজ ধর্ম প্রতিপালনের স্বার্থে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান

১১. অন্যান্য

১৫.এই প্রশিক্ষণগুলো সামাজিক পুনঃবাসন এবং পুনঃঅপরাধ রোধের ক্ষেত্রে কোন ভুমিকা পালন করছে কিনা?

১. হ্যাঁ ২. না

১৫(১). হ্যাঁ হলে কেমন ধরনের ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

.....।

১৬.আপনি কোন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের সুযোগ পেয়েছেন?

.....।

১৭. কত দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন? .....বছর.....মাস।

১৮. এই প্রশিক্ষণটি কি আপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে? ১. হ্যাঁ ২. না

১৮(১). যদি হ্যাঁ হয়, তবে দয়া করে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন?

.....।

১৯. এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ কি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন? ১. হ্যাঁ ২. না

১৯(১).হ্যাঁ হলে, কতদিন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন? .....বছর.....মাস।

২০. কারাগারের প্রশিক্ষকগণের আচরণ কেমন ছিল? .....।

২১. কাজ শেখানোর জন্য কোন প্রকার চাপ প্রয়োগমূলক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

২১(১). যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হত?

.....

২২. এই প্রশিক্ষণটি কতটুকু সন্তোষজনক ছিল বলে মনে করেন?

[১] খুব অসন্তুষ্ট [২] অসন্তুষ্ট [৩] অনিশ্চিত (Unsure) [৪] সন্তুষ্ট [৫] খুব সন্তুষ্ট

২৩. প্রশিক্ষকগণের আচরণ কতটুকু সন্তোষজনক ছিল বলে মনে করেন?

[[১] খুব অসন্তুষ্ট [২] অসন্তুষ্ট [৩] অনিশ্চিত (Unsure) [৪] সন্তুষ্ট [৫] খুব সন্তুষ্ট

গ.সমাজে প্রত্যাবর্তনকারী আসামীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী

২৪.সাজাভোগের পর আপনি সমাজে কি কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন?

নং	বিবরণ	১. পুরোপুরি একমত	২. আংশিক একমত	৩. একমতও নয় আবার দ্বিমত নয়	৪. একমত নন	৫. পুরোপুরি একমত নন
১.	পরিবারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি					
২.	সামাজিক আচার অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হওয়া					
৩.	কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাওয়া					
৪.	পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুপ পরিস্থিতির স্বীকার হওয়া					
৫.	আত্মীয় সজনের সাথে সুসম্পর্ক হ্রাস পাওয়া					
৬.	পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহনে বাঁধার সম্মুখীন হওয়া					
৭.	নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবা অথবা হীনমন্যতা বোধ করা					
৮.	সমাজের প্রতিবেশিদের দ্বারা অবহেলার শিকার হওয়া					
৯.	বন্ধুবান্ধব দ্বারা বেশি অবহেলার শিকার হয়েছেন					
১০.	সমাজের মধ্যে আত্মীয়স্বজন দ্বারা বেশি অবহেলার শিকার হয়েছেন					
১১.	অন্যান্য					

২৫. এই সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে কারাগারে গৃহীত প্রশিক্ষণ কেমন সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে?

.....।

২৬. আপনার গৃহীত প্রশিক্ষণের ধরণ কেমন ছিল?

.....।

২৭. আপনি কি মনে করেন পুনঃবাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান কৌশলে কোন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? ১. হ্যাঁ ২. না

২৭(১). হ্যাঁ হলে কেমন ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন?

.....।

ঘ.আসামীদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশিক্ষণের প্রভাব সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী

২৮. অপরাধের পুনরাবৃত্তির জন্য কোন কোন কারণ দায়ী বলে মনে করেন?

.....।

২৯. কোন অপরাধের ক্ষেত্রে পুনঃঅপরাধ হওয়ার সম্ভবনা বেশি?

.....।

৩০. কারামুক্তির কত বছরের মধ্য পুনঃঅপরাধের সাথে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

১. ০-১ বছর ২. ১-২ বছর ৩. ২-৩ বছর ৪. ৩-৪ বছর

৩১. পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য কোন প্রশিক্ষণটি সর্বাধিক পরিমাণে দেয়া হয়?

.....।

৩২. কেন এই প্রশিক্ষণটি সর্বাধিক দেওয়া হয় বলে আপনি মনে করেন কিংবা কেমন প্রভাব ফেলে এই প্রশিক্ষণটি?

.....।

৩৩. পুনঃঅপরাধ রোধে কারা কর্তৃপক্ষ হতে আপনি কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণকরেছ্েন কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

৩৩(১). যদি হ্যাঁ হয়, তবে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?

.....।

৩৪. কারাভোগ করার পর আপনি কি পুনঃঅপরাধ এর সাথে জড়িত হয়েছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

৩৪(১). হ্যাঁ হলে, কি ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত হয়েছেন?

.....।

৩৪(২). এই পুনঃঅপরাধের পেছনে কারণ কি?

.....।

৩৫. তাহলে কি আপনার গৃহীত প্রশিক্ষণটি অকার্যকর হিসেবে বিবেচ্য হবে? ১. হ্যাঁ ২. না

৩৬. হ্যাঁ হলে কেন অকার্যকর হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

.....।

ঙ. আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকরী প্রশিক্ষণের ধরন

৩৭. অপরাধের পুনরাবৃত্তিতে কারাগারে অপরাধীদের প্রশিক্ষণের অভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

১. পুরোপুরি একমত ২. একমত ৩. আংশিক একমত ৪. একমত নন ৫. পুরোপুরি একমত নন

৩৮. কোন প্রশিক্ষণটি পুনঃঅপরাধ রোধকল্পে বেশি কার্যকরী বলে আপনার মনে হয়?

.....।

৩৮(১). পুনঃঅপরাধ রোধে উক্ত প্রশিক্ষণটি কেন কার্যকর বলে মনে হয়?

.....।

৩৯. পুনঃঅপরাধ রোধের জন্য প্রশিক্ষণব্যবস্থায় কি ধরনের পরিবর্তন আনা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

.....।

৪০. সমাজিক পুনঃবাসনে কোন প্রশিক্ষণটি বেশি কার্যকরী বলে আপনি মনে করেন?

.....।

৪০(১). প্রশিক্ষণটি কেন বেশি কার্যকরী বলে আপনি মনে করেন?

.....।

৪১. আপনার জানামতে আসামীরা সাধারণত কি ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে বেশি ইচ্ছুক?

.....।

৪১(১). কেন তারা এই ধরনের প্রশিক্ষন বেশি গ্রহণ করতে চায়?

.....।

৪২. কারাগারের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

[১] খুব অসন্তুষ্ট [২] অসন্তুষ্ট [৩] অনিশ্চিত (Unsure) [৪] সন্তুষ্ট [৫] খুব সন্তুষ্ট

৪3. আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আর কোন কোন ধরনের নতুন প্রশিক্ষণ যুক্ত করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

.....।

আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।।

গবেষণার সময়সূচি

গবেষণার জন্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা**

প্রধান কার্যাবলী	মাস											
	ফেব্রুয়ারী				মার্চ				এপ্রিল			
	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
১. বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে চুক্তি												
২. প্রারম্ভিক প্রতিবেদন এবং গবেষণার প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরন												
৩. প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমাদান												
৪. প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ												
৫. প্রশ্নপত্রের প্রাক পরীক্ষা এবং গবেষণার সরঞ্জামাদি চূড়ান্তকরণ এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ												
৬. সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ শুরু												
৭. তথ্য সংগ্রহ												
৮. তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ												
৯. খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুডু												
১০. খসড়া প্রতিবেদন জমাদান												
১১. খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ												
১২. চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান												

**বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সময়মীমা পরিবর্তিত হতে পারে।

গবেষণার বাজেট সেমিনার ব্যয়সহ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা		একক		ইউনিট রেট (টাকা)	মোট টাকা
	খন্ড ০১ঃ গবেষকদের সম্মানী ও ভাতা						
ক.	গবেষকদের সম্মানী						
১	প্রধান অনুসন্ধানকারী	১	জন	১	থোক	৭৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০
২	সহযোগী প্রধান অনুসন্ধানকারী	১	জন	১	থোক	৫৫,০০০.০০	৫৫,০০০.০০
৩	সহযোগী গবেষক	১	জন	১	থোক	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
৪	গবেষণা সমন্বয়কারী	১	জন	১	থোক	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
৫	গবেষণা সহকারী	২	জন	২	মাস	২০,০০০.০০	৮০,০০০.০০
	মোট						৩১০,০০০.০০
খ.	গবেষকদের ভ্রমণভাতা						
১	গবেষণা সমন্বয়কারী	১	জন	৮	ভ্রমণ	১,০০০.০০	৮,০০০.০০
২	গবেষণা সহকারী	২	জন	৫	ভ্রমণ	১,০০০.০০	১০,০০০.০০
	মোট						১৮,০০০.০০
গ.	গবেষকদের পার-ডিম (Per-diem of Professionals)						
১	গবেষণা সমন্বয়কারী	১	জন	৮	দিন	১,২০০.০০	৯,৬০০.০০
২	গবেষণা সহকারী	২	জন	৫	দিন	১,০০০.০০	১০,০০০.০০
	মোট						১৯,৬০০.০০
	খন্ড ০২ঃ গবেষণা কর্মটির জন্য ব্যয়ের বিশ্লেষণ						
ঘ.	তথ্য সংগ্রহকারীদের সম্মানী						
১	কোয়ালিটি কন্ট্রোল কর্মকর্তা	১	জন	১৫	দিন	১,২০০.০০	১৮,০০০.০০
২	তথ্য সংগ্রহকারী (পরিসংখ্যানগত)	৬	জন	১৫	দিন	১,০০০.০০	৯০,০০০.০০
৩	তথ্য সংগ্রহকারী (গুণগত)	৩	জন	১৫	দিন	১,০০০.০০	৪৫,০০০.০০
	মোট						১৫৩,০০০.০০
ঙ.	তথ্য সংগ্রহকারীদের ভ্রমণভাতা						
১	কোয়ালিটি কন্ট্রোল কর্মকর্তা	১	জন	১০	ভ্রমণ	১,০০০.০০	১০,০০০.০০
২	তথ্য সংগ্রহকারী (পরিসংখ্যানগত)	৬	জন	৬	ভ্রমণ	১,০০০.০০	৩৬,০০০.০০
৩	তথ্য সংগ্রহকারী (গুণগত)	৩	জন	৬	ভ্রমণ	১,০০০.০০	১৮,০০০.০০
৪	দৈনিক তথ্য সংগ্রহকারীদের ভ্রমণভাতা	১০	জন	১৫	ভ্রমণ	১০০.০০	১৫,০০০.০০
	মোট						৭৯,০০০.০০
চ.	ব্যবস্থাপনা খরচ						
১	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	১৫	জন	২	দিন	৫০০.০০	১৫,০০০.০০
২	প্রশ্নমালা ও রিপোর্ট তৈরী, প্রিন্টিং ও ফটোকপি	১	সংখ্যা	১	থোক	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
৩	সেমিনার	১	টি	১	থোক	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০
৪	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্টিং	১	সংখ্যা	১	থোক	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
৫	স্টেশনারী (কলম, পেন্সিল, নোটবুক ইত্যাদি)	১	সংখ্যা	১	থোক	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০
৬	যোগাযোগ ও অন্যান্য	১	সংখ্যা	১	থোক	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
	মোট						১২০,০০০.০০
	সর্বমোট (ভ্যাট ও ট্যাক্স সহ)						৬৯৯,৬০০.০০

কথায় (টাকা)ঃ ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত টাকা মাত্র।